Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

LIBRARY 3/443
No. ...
Shri Sh... ...mayee Ashram
BANARAS.

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

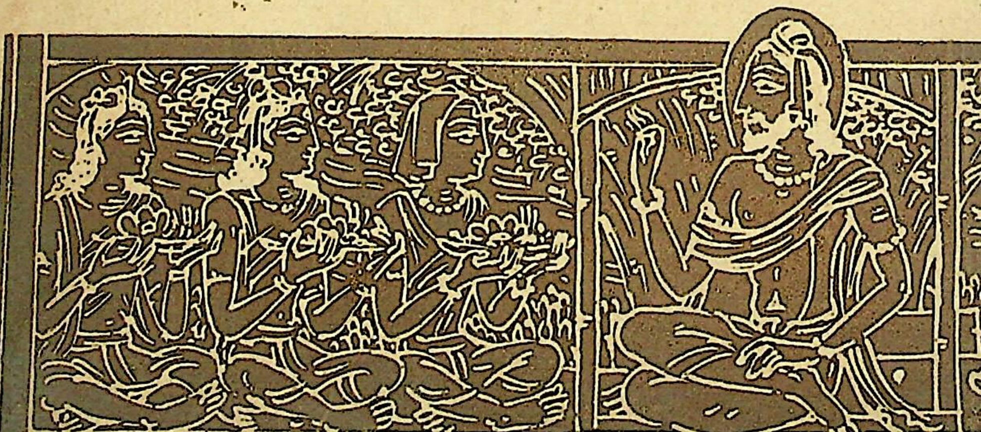

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/443
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

PRESENTED

LIBRARY 3/443
No. 7/28
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক : সুরেশচন্দ্র দাস, এম্‌-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

প্রথম সংস্করণ
মূল্য চার টাকা
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

মুদ্রক
শ্রীবিভাস কুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/443
7/[illegible]

উৎসর্গ

শ্রীমান্ নিখিলরঞ্জন রায়
ও
শ্রীমান্ নরেশরঞ্জন রায়
অনুজদ্বয়েষু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED LIBRARY 3/443
No. 7/688
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

গ্রন্থকারের নিবেদন

'গঙ্গাপূজি গঙ্গাজলে'—প্রাচীন বাংলার একটি প্রাচীন কিম্বদন্তি। বহু দীন ভক্তের কর্ম ও অর্ঘ নিবেদনের স্বাক্ষর রয়েছে এই প্রবাদ-বচনটিতে।

বর্তমান গ্রন্থ, 'বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা,'—বাংলার বিদগ্ধ সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করবার কৈফিয়ৎ হিসাবে আমাদের যা বক্তব্য তা ঐ প্রবাদ বাক্যটির মধ্যেই নিহিত।...

আজ স্বামীজীর শততম জন্ম-জয়ন্তীর মহেন্দ্র-লগ্নে তাঁর অক্ষয়, অপরাজেয় বাণী-সম্ভার থেকে কয়েকটি রত্ন-গুটিকা আহরণ করে এই স্বল্পায়তন গ্রন্থটিতে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে আমরা সন্নিবেশিত করেছি—নানা সমস্যা ও ঐতিহাসিক ক্রম-বিবর্তনের পটভূমিতে।

সমগ্র ভারতভূখণ্ডে এবং দ্বিধা-খণ্ডিত এই বঙ্গদেশে বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার আঙ্গিক হিসাবে শিক্ষা-ক্ষেত্রেও আজ দূরপ্রসারী নানা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছে। কিন্তু চলার পথে সমস্যা দেখা দিচ্ছে দুরূহ ও বিচিত্র ধরণের। প্রশ্ন উঠছে নানা দিক থেকে, নানা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কাজেই, ঠিক এই সময়টিতে স্বামীজীর মত ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা এক মহামনীষীর শিক্ষা-সম্পর্কিত মতামতের বিশেষ অনুশীলন এবং আলোচনার ঐকান্তিক প্রয়োজন আমাদের কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছে এবং সেই হেতু, তাঁরই কথা দিয়ে তাঁকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। তাঁরই বাণী-বিশ্লেষণে তাঁকে সকৃতজ্ঞ প্রণতি জ্ঞাপন করিতে প্রয়াসী হয়েছি।...

স্বামীজী বলিতেন,—শিক্ষাই সর্বব্যাধির মহৌষধি। শ্রদ্ধাই তার মুখ্য উপকরণ।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচীন ভারতবর্ষে গীতামুখে যে অভিনব শিক্ষা-প্রণালীটি বিঘোষিত হয়েছিল···

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া,'···স্বামীজী সেটিকে অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করতেন, চিরন্তন বলে মনে করতেন।···

বর্তমান-গ্রন্থে সে কথাই নানাভাবে, নানা প্রসঙ্গে আমরা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি, পুনরুক্তি দোষে দোষী হতে পারি জেনেও করেছি। আশা করেছি,—সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আমাদের অন্তরের নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষাটি উপলব্ধি করে—ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করবেন, এবং সমগ্র গ্রন্থখানিকেই ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে দর্শন করবেন।

এ অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-পথ যদি কিছু মাত্র সুগম হয়ে ওঠে, শিক্ষার বিস্তৃত ভূমিতে ঈষন্মাত্র আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তবেই গঙ্গাজলে আমাদের এ গঙ্গাপূজা সার্থক হবে, পূর্ণ হবে। ইতি

'সারদাপুরী,'
মাথলা, হুগলী } শ্রীতামসরঞ্জন রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যায়ানুক্রম

১। স্বামী বিবেকানন্দ : ... ১

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

২। শিক্ষা-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ :

[শিক্ষার সংজ্ঞা, শিক্ষা-দর্শন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ইত্যাদি] ৪৩

৩। ধর্মশিক্ষা-প্রসঙ্গে ... ৭৫

৪। স্ত্রীশিক্ষা-প্রসঙ্গে ... ৯৯

৫। জনশিক্ষা-প্রসঙ্গে ... ১২৭

৬। মহা-আহ্বান ... ১৫৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRE

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

NTED

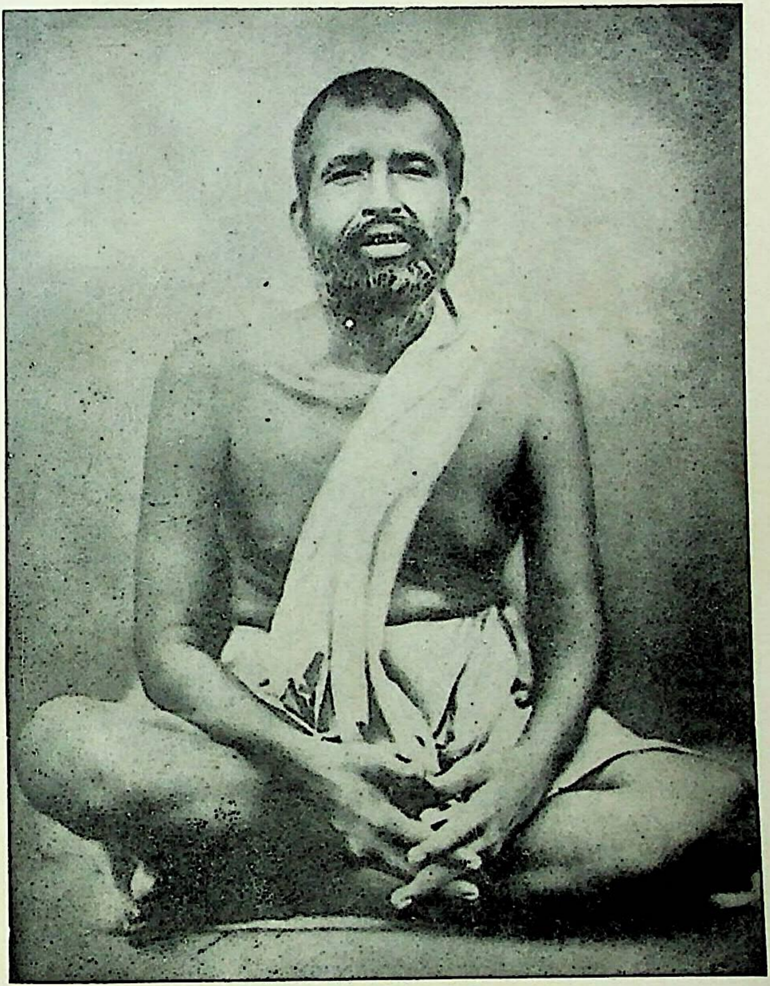

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যা হেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেম হেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায় ;
ধর্ম্মতরে করি কত মত গঙ্গাতীর শ্মশান-আলয়,
নদী তীর পর্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায়।

অসহায় ছিন্ন বাস ধরে দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্ন দেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?
শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার—

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম, প্রেম—এই মাত্র ধন।

স্বামী বিবেকানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/443
PRESENTED

'The world is in need of those whose life is one burning love-selfless. That love will make every word tell like a thunderbolt. Awake, awake, great souls ! The world is burning in misery. Can you sleep ?'

Swami Vivekananda.

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিকীর পুণ্যলগ্ন সমাগত। পৃথিবীর নানা অংশে সে-শুভলগ্নটিকে যথাযথ মর্যাদায় স্মরণ করবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি সুরু হয়েছে।

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির কলিকাতা মহানগরীর উত্তরাংশে তাঁর অক্ষয় আবির্ভাব ঘটেছিল।

'জন্মিল হেথা বিবেকানন্দ দেশ-আত্মার কুণ্ঠা হরি,
এ-পুরীর রাজপথের ধূলিরে মোরা কহি রাজরাজেশ্বরী ॥'

বস্তুতঃ, কোন সরস ও উর্বর ভূখণ্ড যেমন অশেষ তপস্যার প্রভাবে বীজগর্ভ শস্যকণাকে বিদীর্ণ করে 'মরুবিজয়ের কেতন' উড্ডীন করে ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে এবং পরে আশ্রয় দেয় সহস্রায়ু সুবিশাল বনস্পতিকে,—শ্যামলা এ-বঙ্গভূমিও তেমনি বহুযুগব্যাপী নিগূঢ় তপস্যাদ্বারা এ পুরুষসিংহকে নিজ কোমল-অঙ্কে পুত্ররূপে লাভ করেছিল এবং পরে অশেষ যত্নে আপন ঐতিহ্য দিয়ে তাঁকে প্রতিপালন করেছিল।

সন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এক শীতজর্জর তমিস্ররজনীর সে-কথা। তারপর কালের অন্তহীন ও শ্রান্তিহীন প্রবাহে শতবর্ষ অতীত হয়েছে। মানবসভ্যতা তার ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহস্রযোজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ অতিক্রম করেছে এ-কাল মধ্যে। তার সে পথ-পরিক্রমায়, বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রের পথ-পরিক্রমায়—স্বামী বিবেকানন্দের অবদান কতখানি, কতদূরে ও গভীরে তাঁর দিব্যজীবন-প্রভাব বিসর্পিত তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিয়ে আমাদের এ আখ্যায়িকা। তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সে আখ্যায়িকার পটভূমি মাত্র।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে তিনটি অপূর্ব-কাহিনী জড়িত আছে। একটি সর্বজনবিদিত ইতিহাসের কথা। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত এবং জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ৺বীরেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনা ও মানতের ফলে তদীয় জননী তাঁকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। ৺বীরেশ্বর শিবের আশীষপূত বলে তাঁর প্রাথমিক নামকরণ হয়েছিল বীরেশ্বর, সংক্ষেপে বিলে। অপর নাম নরেন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয়টি বিবৃত হয়েছে তদীয় লোকোত্তর গুরু, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক দর্শনেতিহাসের বিচিত্র কাহিনীতে। সে-কাহিনীতে তিনি দিব্যধামবাসী সমাধিমগ্ন এক মহাপুরুষ, সপ্তর্ষির অন্যতম ঋষি, ঋষিভূ। পরমপুরুষ স্বয়ং, সপ্রেম আহ্বানে সে সমাধিমগ্নতা থেকে তাঁকে বুত্থিত করেছিলেন। ব্যগ্র-আহ্বান জানিয়ে নিজ সহযাত্রীরূপে, লীলাসহচররূপে ধরাধামে আনয়ন করেছিলেন। স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় পথে মাটির এ-পৃথিবীতে তাঁর অবতরণ হয়েছিল।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

ঐ দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের গ্রন্থকার পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের কণ্ঠে এইরূপ ধ্বনিত হয়েছিল ঃ—

ঐ স্তিমিত চিত সিন্ধু ভেদি উঠিল কি জ্যোতি ঘন,
কোটি সূর্য গলাইয়ে ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন।
(মায়া) খণ্ডিত অখণ্ড বারি বুঝে লীলা কেবা হেন!
উজ্জ্বল বালক বেশে অখণ্ড ঘর প্রবেশে;
প্রেমঘন বাহু পাশে কাহারে করে ধারণ ॥
উঠ বীর আঁখি মেলি, ছাড় ধ্যান চল চলি
ধরণী ডুবিল বুঝি অবিদ্যা কাম-কাঞ্চন ॥
সুধীর ধীর পরশে যোগী চায় সহরষে
কণ্টকিত তনু মন, নীরবে ভাসে নয়ন,
তারা জ্বলি ছায়াপথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে
পুণ্যভূমে উদে আজি পুনঃ নর-নারায়ণ।......

তৃতীয় আখ্যায়িকাটি দূর-অতীত যুগের ঔপনিষদিক কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত।...

একদা বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রবক্তা অগ্নিসম-ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় দুই পত্নী—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে নিজ সাংসারিক বিত্তরাশি ভাগাভাগি করে দান করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করবার প্রাক্কালে। বলেছিলেন...

উদ্‌যাস্যন্‌ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি
হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যান্তং করবাণীতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় নারীর প্রতিভূ, তদীয় অন্যতমা পত্নী মৈত্রেয়ীর কণ্ঠথেকেই উদ্গাত হয়েছিল বাণী, আর্যসভ্যতার নিগূঢ় মর্মকথা। যে-বাণী যুগে, যুগে—কল্পে, কল্পে ভারতাত্মার শাশ্বত জিজ্ঞাসারূপে কথিত হয়েছে, কীর্তিত হয়েছে—

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম
যদেব ভগবান বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।'

যে বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, ভাগবৎ-প্রসাদ অর্জিত হয় না, সে বিত্ত দিয়ে আমি কি করব ? অমৃতের সাধন বলে যা আপনি জ্ঞাত আছেন, কেবল তাই আমায় বলুন।—

প্রসন্ন-অন্তর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সেদিন পরম প্রীতিতে পত্নীকে নিকটে আহ্বান করেছিলেন। সহ-ধর্মিণীর সর্ব মর্যাদা দান করে ব্রহ্মোপলব্ধির অংশ-ভাগিনী করেছিলেন তাঁকে।

উপদেশ করেছিলেন আত্মতত্ত্ব, জন্ম-মৃত্যুর নিগূঢ় প্রহেলিকা। আর তারই ফলে যে মহাসম্পদ সেদিন উদ্ভূত হয়েছিল, যে বিপুলায়তন উপনিষদ-গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছিল—আমাদের জাতীয় জীবনের সেই অক্ষয়, অতুল্য সম্পদই কালের সীমাহীন প্রান্তর অতিক্রম করে আজ উত্তরাধিকার সূত্রে 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ' নামে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে।

তারপর কতযুগ, মন্বন্তর অতিক্রান্ত হল। মানবসভ্যতা কত আবর্তন-বিবর্তন অতিক্রম করে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রুতগতিশীল বৈজ্ঞানিক যুগে এসে উত্তীর্ণ হল। ধর্ম ও ভগবানের অস্তিত্ব চরম সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আত্মতত্ত্ব অপেক্ষা দেহতত্ত্ব, অধ্যাত্মবাদ অপেক্ষা জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করল। ধর্মে, ধর্মে—মতে, মতান্তরে চরম সংঘর্ষ দেখা দিল। হিংসার উন্মত্ততায় ধরাপৃষ্ঠ কলুষিত হয়ে গেল।···

সুতরাং, দৈবনির্দেশে এরই মধ্যে প্রাচীনযুগের অনুরূপ আর এক দৃশ্যের অবতারণা সম্ভব হল সুরধুনীর তীরে, গাঙ্গেয়ভূমি বাংলায়।

···সে কাহিনীটি এখানে বলব।

* * *

দক্ষিণেশ্বরের যুগতীর্থে এক অমা-রজনীতে ফলহারিণী ৺কালীপূজার আয়োজন করে যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ বিবাহিতা পত্নীকে আলিম্পনভূষিত পাদপীঠে বসিয়ে বিহিত-বিধানে ষোড়শোপচারে পূজা করেছিলেন এবং পূজা-অন্তে নিজের জপের মালা, সাধনদ্রব্য ও তপস্যার ফল শঙ্খ-কঙ্কন-ধারিণী লোকমাতার পাদপদ্মে অঞ্জলিভরে নিবেদন করে এক অভিনব পূজানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করেছিলেন, বিগত শতাব্দীর শেষ অর্ধে।

পূজানুষ্ঠানের মধ্যে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হয়েছিলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণ, সমাধিস্থা হয়েছিলেন তদীয় সহধর্মিণী নারী-শিরোমণি দেবী সারদামণি।···

অমানিশার প্রগাঢ় তমিস্রায় তখন সমগ্র পৃথিবী আবৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃসীম আকাশের পটে যুগ-সাধনার সাক্ষ্য বহন করে নিঃশব্দে নিজ নিজ কক্ষপথে অবিশ্রাম চলেছে তারাদল। বিরামহীন-গতিতে কলনাদিনী গঙ্গা সাগরোদ্দেশ্যে প্রবাহিতা। আর তারই মধ্যে ব্রহ্মানন্দের তুরীয়ভূমিতে একাত্ম্য হয়ে নবসৃষ্টির পরমাহ্লাদে বিহার করেছেন সশক্তিক যুগদেবতা।—

'পূজ্য পূজকেতে দুয়ে ভাবরাজ্য তেয়াগিয়ে
ভাবাতীতে একত্রে মিলন,
দেহ দু'টি পড়ে হেথা, মিলিয়ে গিয়েছে সেথা
বিয়ের বারতা বুঝ মন।'

প্রাচীন ঔপনিষদিক যুগে, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর আত্মিক মিলনের ফলে সঞ্জাত হয়েছিল—ভারতীয় সভ্যতার নিষ্কর্ষস্বরূপ বৃহদারণ্যক-উপনিষদ,—যার কথা পূর্বে বলেছি।

কিন্তু এ-যুগের এই অভিনব ষোড়শীপূজার অমোঘফল, যুগ্ম-যুগজীবনের আত্মিক মিলন-ফল কোন্ মূর্তিতে, কোন্ সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল ?—এ জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই মনে আসে।

আর তারই উত্তরে বলা যায়—যে সে সৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করেছিল ধ্যানগম্য এক অভিনব মূর্তিতে, বিচিত্র ভঙ্গীতে। যুগোপযোগী অতি বৃহদায়তন এক জীবন্ত, প্রত্যক্ষ উপনিষদে। তবে এ-যুগ মানব-কেন্দ্রিক বলে, অনারণ্যক বলে—এ-যুগের উপনিষদ্ আরণ্যকোপনিষদে রূপ পরিগ্রহ করেনি। পরন্তু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক জ্বলন্ত পাবকশিখার মত দীপ্তিময়, অথচ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের মত গাম্ভীর্যেভরা এক বিরাট জীবনের আশ্রয়ে সে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

'As wide as the sky and as deep as the ocean',…

এই-ই নরেন্দ্রনাথের জন্মের পৌরাণিক কাহিনী।…

* * *

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে দৈবনির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। সন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে,—মধুর হেমন্তঋতুর নাতিশীতোষ্ণ কালটিতে। যিনি সপ্রেম-আহ্বানে তাঁকে পৃথিবীতে আনয়ন করেছিলেন, স্বভাবতঃ প্রথমদর্শনেই তিনি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। মাটির পৃথিবীর প্রাকৃত আবরণে যে ক্ষীণসংশয় প্রারম্ভিক অবস্থায় দেখা দিয়েছিল তাও অত্যল্পকাল মধ্যে নিঃশেষে ছিন্ন হয়েছিল, দূরীভূত হয়েছিল।

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ?…

নরেন্দ্রনাথ অত সহজে নিজ গুরুর সম্যক পরিচয় উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। তারজন্য দীর্ঘ ছয় বৎসর সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। সে-কাল মধ্যে ধীরে ধীরে, দিনে দিন নানা পরীক্ষা, নানাদর্শন ও অনুভূতির নিকষ পাথরে পুনঃ পুনঃ যাচাই করেই সে দেব-মানবের অপূর্ব জীবনরহস্য তিনি উদ্ঘাটিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনস্বিনী ভগ্নী নিবেদিতা এই বিচিত্র মিলনকে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সার্থক মিলন রূপে বর্ণনা করেছিলেন।

একদিকে তপোবৃদ্ধ ভারতবর্ষের নিষ্ঠাপূত অধ্যাত্মজীবনের প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ,—একান্তভাবে এদেশের জলে, মাটিতে ও বাতাসে গঠিত,—ধর্মে বিশ্বাসী, শাস্ত্রে বিশ্বাসী, গুরুবাক্যে বিশ্বাসী। আর অপরদিকে, আধুনিক বিজ্ঞান-শাসিতযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় নরেন্দ্রনাথ,—যুক্তি-বিচারে নির্ভরশীল প্রত্যক্ষ-দর্শন বা উপলব্ধি ভিন্ন অন্য প্রমাণে আস্থাহীন।

সুতরাং, উভয়ের অভিনব মিলনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন বলে যে অভিহিত করা হয়েছিল, সেটি সর্বাংশে সার্থক উক্তি ছিল।…

তারপর, প্রায় ছয়বৎসরকাল গুরুর দিব্য-সান্নিধ্যে যাপন করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। সে এক বিপুল অন্তর্বিপ্লব এবং অমানুষী তপস্যার কাল। যথার্থ জিজ্ঞাসুর কঠিন জিজ্ঞাসা ও অকল্পিত উত্তর, গভীর সন্দেহ ও সন্দেহাতীত সমাধানের বিচিত্র সমাবেশে সমৃদ্ধ হয়েছিল সেইকাল।

'যদ্ যৎ পশ্যসি তদ্বদ'—এ-কালে সে বাক্যেরই যেন কঠোর পরীক্ষা হয়েছিল। একদিকে প্রতিটি তত্ত্ব যাচাই করে, পরীক্ষা করে নেবার আপোষহীন, কুণ্ঠাহীন প্রয়াস, আর অপর-দিকে স্বেচ্ছায় এবং সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিত্য নব নব সত্যের উদ্‌ঘাটনে পরমানন্দ। লোকোত্তর গুরু ও চিহ্নিত উত্তর-সাধকের দান ও গ্রহণের অভিনব লীলামাধুর্যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে-কাল অক্ষয় ও মহিমান্বিত হয়ে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।…

এরপর যেদিন পূর্ণ হল কাল, নিঃসংশয় হল চিত্ত,—সেদিন নির্বিকল্প সমাধির পরমানন্দ লাভে ধন্য হয়ে, পরিতৃপ্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পদারবিন্দে নিজের ইহকাল-পরকাল উৎসর্গ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। ছন্দ-মালিকা রচনা করে উত্তর জীবনে বলেছিলেন,…

'দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে,
তব গতি নাহি জানি।
মম গতি—তাহাও না জানি।
কেবা চায় জানিবারে?
আছে মাত্র জানা-জানি আশ
তাও প্রভু কর পার।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গুরুমুখে লাভ করেছিলেন এই বিচিত্র এবং অপ্রত্যাশিত নির্দেশ,… …

এই নির্বিকল্প সমাধি। এরই জন্য তুমি এতদিনে আকাঙ্খিত ছিলে। এখন চাবি দেওয়া রইল। যথাকালে আবার এর দ্বার মুক্ত হবে। এখন তুমি হবে শতযোজন-বিস্তৃত-শাখা সহস্রায়ু মহান বনস্পতির মত। তার প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে শত তাপিত, ক্লিষ্ট নরনারী আশ্রয় পাবে, শান্তি লাভ করবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে আত্ম-মুক্তির জন্য যে সাধনা সেও স্বার্থ-সাধনা। নির্বিকল্প সমাধি-সমুদ্রে ডুব দিয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকার যে প্রবণতা সেও নিঃশেষ আত্মোৎসর্গ নয়। তুমি তার চাইতেও মহত্তর এবং বৃহত্তর ব্রত নিয়ে সংসারে এসেছ। সে ব্রতের উদ্‌যাপনে জগতে এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা কর। যাও, কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও।…

নূতন যুগের অভিনব এ-নির্দেশ ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে কর্ম-যোগের নূতন ব্যাখ্যা যোজনা করেছিল, আত্মোৎসর্গের অজ্ঞাত-পূর্ব আদর্শ স্থাপন করেছিল।

গুরুগত-প্রাণ, হৃদিবান নরেন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন চিত্তে এবং প্রায় দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর কালে, সে-নির্দেশ যথাযথ পালন করেছিলেন। আর তারই মধ্য দিয়ে যুগ-ব্রত সর্বথা উদ্‌যাপিত করে সার্থক করেছিলেন নিজ পুণ্য-আবির্ভাব। ঘোষণা করেছিলেন এই বিচিত্র যুগবার্তা—

বহুরূপে ঘিরেছে তোমারে,
তারে ছাড়ি কোন্ দেবতারে,
কোন্ সে-ঈশ্বরে
কর আরাধনা ?
বৃথা মন্ত্র, বৃথা স্তবগান,
তীর্থ বৃথা, বৃথা গঙ্গাস্নান,
'যত্র জীব, তত্র শিব'--
এই মন্ত্রে জানিও সাধনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

কিন্তু সে কথা পরে বলব।

* * *

ইতিমধ্যে লীলা সংবরণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, আর তার অব্যবহিত পরেই গৃহত্যাগ করলেন নরেন্দ্রনাথ। শুধু গৃহত্যাগ নয়, পরিব্রাজক জীবনের কঠোর নিঃসঙ্গতার দীর্ঘ আট বৎসরের এক বিরাট প্রস্তুতির মধ্যে এই সময়ই তিনি প্রবেশ করলেন।

হিমশীর্ষ হিমগিরির শিখর প্রদেশ থেকে, দক্ষিণভারতের কন্যাকুমারীর মন্দির পর্যন্ত; আবার পশ্চিম প্রান্ত-সীমার দ্বারকা থেকে পূর্বসীমান্ত নীলাচল পর্যন্ত,—বিশাল ভারতের অন্তহীন পথে রিক্ত সন্ন্যাসীর সে কি দুঃসাধ্য ও অনুসন্ধানী পথযাত্রা! দিনে দিনে ভারতবর্ষের যথার্থরূপটি তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, তার দৈন্য ও মহিমা যেন যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এই বিশাল দেশের বিস্তৃত ভূখণ্ডে কালে কালে কতজাতির আগমন হয়েছে, নির্গমন হয়েছে। কত ধর্ম, কত সভ্যতা শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি হেথায় এসে দাঁড়িয়েছে, বসবাস করেছে। কখনো তারা রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, কখনো প্রশান্ত সহিষ্ণুতায় পরস্পরকে পরমাত্মীয়-রূপে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ করেছে, শক্তিশালী করেছে। তখনকার সে গৌরবের স্বর্ণময়, প্রসন্ন দিনগুলিতে ভারতলক্ষ্মী যেন ষোড়শীমূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হয়েছেন। সে সকল বিগত-অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনে স্বামীজী বিমুগ্ধ হয়েছেন, অভিভূত হয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার কখনো দেখেছেন দুঃখ-দুর্দশার, অশিক্ষা-কুশিক্ষার শত অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত আর এক ভারতবর্ষ। বহিঃশত্রু নানাপথে ঝঞ্ঝার বেগে ধেয়ে ধেয়ে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লুণ্ঠন করেছে তার সম্পদ, কুলষিত করেছে তার মন্দির, রক্তধারায় সিক্ত করেছে তার রাজপথের ধূলা ও মাটি। মায়ের সে এক হৃতসর্বস্ব নগ্নিকা মূর্তি।

'আনন্দমঠের' পত্রপৃষ্ঠে যার নিখুঁত ভাষাচিত্র অঙ্কিত রয়েছে,—এই পরিব্রাজক জীবনে তারই নগ্ন বাস্তব মূর্তি যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ।

দেখেছিলেন, রাজার মর্মর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটীরে, শস্যক্ষেত্রের শ্যাম সমারোহ থেকে উষর মাটির কঠিন রুক্ষতার বহু বৈচিত্র্যের অন্তরালে—এক অতি শীর্ণ, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ জাতি, যার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হতাশার নিরন্ধ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। উদ্যমহীন বর্তমান, আশাহীন ভবিষ্যৎ।

অতীতের শুভ্র-মহিমা আর বর্তমানের চরমদুর্গতি পাশাপাশি দেখে—গ্লানি ও বেদনার যেন আর অবধি ছিল না নরেন্দ্রনাথের।

শুধু তাই নয়, এ-কালে নানাতীর্থ, নানা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও তপস্যাস্থান পরিভ্রমণ করে, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর অগণ্য নরনারীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তাঁর সকল জীবনস্বপ্ন ও জীবনাভিলাষই যেন ভারতের বিগত গৌরব ও বিলুপ্ত মহিমার পুনরুদ্ধার সঙ্কল্পে একাগ্র হয়েছিল, কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। উত্তরজীবনে, ভারতবর্ষের জনশক্তিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য করে তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত যে অবিস্মরণীয় অক্ষয়বাণী উচ্চারিত হয়েছিল—সে বাণার নিভৃত জন্মলগ্নটি এইকালে, পরিব্রাজক জীবনের ধ্যানমগ্নতা ও উদ্বেল সহানুভূতির এই সব দিনগুলিতেই নিহিত।

—'হে ভারত ভুলিওনা,……নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।'…

আবার, এই সময়েই তাঁর পরিচ্ছন্ন মানসলোকে ভাবীকালের এক অপূর্ব বর্ণময়ী ছবিও পরিস্ফুট হয়েছিল।……বর্তমানের বিরাট ধ্বংসস্তুপ থেকে আর এক নূতন ও মহান ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান্ হচ্ছে। কর্ম মুখর ধর্ম ও ধর্মাশ্রিত কর্মের সে লীলা-ভূমি। সেথায় প্রাচীনের দুর্লভ উপকরণের ভিত্তিতে নূতনের স্বপ্নে বিভোর উন্নতশির এক শঙ্কাহীন জাতি বিরাজ করবে।

জ্ঞানে সে বৃদ্ধ হবে, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে।

শুধু এই নয়,—চির তপস্যারতা কন্যাকুমারীর পাদমূলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানস্থ হয়ে সে বিরাট ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার একটি সুষ্ঠু পদ্ধতিও নির্ধারিত করেছিলেন তিনি—এই পরিব্রাজক জীবনেই। বিশাল হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি এবং ধ্যানস্বচ্ছ দৃষ্টির বিস্তৃত পরিধি সে পদ্ধতি-নির্ণয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্য লোক থেকে যেন নির্দেশও এসেছিল।···

দূর অব্ধিপারের নূতন পৃথিবীতে যাও। ধনকুবেরের সে-দেশ। সেখান থেকে অর্থ এবং সংগঠনীশক্তি আহরণ কর। বিনিময়ে প্রদান কর তোমার মাতৃভূমির অমরবার্তা, অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ। আদান-প্রদানের নূতন পদ্ধতিতে ভারতের পার্থিব দুর্গতি দূরীভূত হোক।

আবার, সেই শুভলগ্নে, আরও এক অপ্রাকৃত দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। যেখানে মহাসমুদ্রের অনন্তনীলিমা আকাশের দূরদিগন্তে মিশেছে, যেখানে অধঃ ও ঊর্দ্ধের সীমাহীন, বাধাহীন অখণ্ড-নীল ব্রহ্মাভাসরূপে প্রতিভাত, সেইখানে অকস্মাৎ যেন শ্রীগুরুর অশরীরী মূর্তি আবির্ভূত হয়েছিল। অভ্রান্ত ইঙ্গিতে আহ্বান করে সে-মূর্তি তাঁকে যেন বলেছিল—সপ্ত-সমুদ্র অতিক্রম করে, দূর দিক্ চক্রবাল পেরিয়ে নূতন পৃথিবীর কেন্দ্রে চলে যাও তুমি! সেখানে প্রচার কর ভারতের শাশ্বত অধ্যাত্মবাণী, বেদান্তের ব্রহ্মনির্ঘোষ। কল্যাণ হবে ভারতবর্ষের, কল্যাণ হবে জীবধাত্রী বসুধার! ····

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক এই সময়টিতে আবার সুদূর আমেরিকায়, চিকাগো মহানগরীতে—বিশ্ব-ধর্ম-মহাসম্মেলনের যে-প্রস্তুতি, সন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধ থেকে সুরু হয়েছিল, তারও সংক্ষিপ্ত বার্তা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছাল। শুনবামাত্র স্বামী বিবেকানন্দ যেন সচকিত হয়ে উঠলেন। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সহায়েই যেন উপলব্ধি করলেন যে ঐ সম্মেলন বিধাতার অলঙ্ঘ্যবিধানেই সংঘটিত হচ্ছে এবং যে শক্তি-সমবায়ে সে ঐশীবিধান ফলপ্রসূ হবে, সেটি তাঁরই জীবনে কেন্দ্রীভূত।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার প্রাক্কালে তদীয় অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে সেজন্য স্পষ্টই বলেছিলেন স্বামীজী,—

'হরিভাই! চিকাগোর বিশ্বধর্ম-মহা-সম্মেলনের যে অনুষ্ঠান হতে চলেছে, সে জানবে (নিজকে দেখিয়ে) এরই জন্য। অনতিবিলম্বে এ-কথা বাস্তবের নিকষ-পাথরে পরীক্ষিত হবে।'...

এই ভাবে, সন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচবৎসরকাল, নরেন্দ্রনাথের যে পরিব্রাজক-জীবন বিস্তৃত ছিল সে পরিব্রাজক-জীবনেরই পূর্ণ পরিণতিরূপে শেষোক্ত বৎসরে মে-মাসের শেষ দিনটিতে, বোম্বাই বন্দর থেকে তিনি চিকাগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

বোম্বাই বন্দর থেকে যাত্রা করে চীন ও জাপান হয়ে, প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে জুলাই মাসের প্রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ দিকে সুদূর উত্তর আমেরিকার ভ্যাঙ্কুবর-বন্দরে তাঁর পদার্পণ ঘটে।

কালের পরিমাণে তখন তাঁর বয়ঃক্রম ত্রিশবৎসর মাত্র। কিন্তু জ্ঞানের ও উপলব্ধির পরিমাণে তখন তিনি প্রাচ্যের বিজ্ঞতম সুধী।

* * *

অতঃপর সন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় শেষাংশ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর পরিব্যাপ্ত যে-কাল, সেটি তাঁর পাশ্চাত্য জগতের কার্যকাল, পিরিয়ড অব্ ওয়েষ্টার্ণ মিশন।

মুখ্যতঃ চিকাগো মহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা হলেও বৌদ্ধযুগের অবসানের পর সেই প্রথম ভারতবর্ষের ধর্ম এবং সংস্কৃতির উদ্গাতা, স্পিরিচুয়াল এম্বেসেডর বহির্ভারতে গমন করেছিলেন। পশ্চাতে কোন রাষ্ট্র সমর্থন ছিল না, সহায়তা তো ছিলই না। কোন প্রখ্যাত ধর্মসঙ্ঘ তাঁকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেনি। শুদ্ধমাত্র ভগবদ্বিধান ও গুরুর নির্দেশের উপর নির্ভর করে আর দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উৎসাহী যুবকের সহায়তা নিয়ে এক নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী তার দুর্জয় অভিযানে যাত্রা করেছিল।······

আজ সে ঐতিহাসিক অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ ও তাৎপর্য নানামুখে কীর্তিত হচ্ছে, বহু চিন্তাশীল মনীষীর লেখনীতে বিবৃত ও বিধৃত হচ্ছে। কত লৌকিক ও অলৌকিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনা, কত বিচিত্র রস-সমৃদ্ধ আখ্যায়িকা, কত গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপলব্ধি ও বিকিরণে সে অভিযান যে উজ্জ্বল হয়েছিল, কে তার সংখ্যা নির্ণয় করবে? সে-প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে দিনে দিনে, নব নব তত্ত্ব ও তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়ে সে-কালের বিবেকানন্দ জীবনীকে আজ আমাদের কাছে বিরাট থেকে বিরাটতর, মহৎ থেকে মহত্তর করে তুলেছে।...

আর তারই ফলে এটি ক্রমশঃ প্রতীত হচ্ছে যে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য অর্থের সহায়তায় ভারতবর্ষের পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা দূর করব, শিক্ষায়, শিল্পে ও সম্পদে দেশকে শক্তিশালী করে তার আর্থিক দৈন্য নিঃশেষে মুছে দেব,—এই মুখ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করলেও দিনে দিনে ঘটনার অনিবার্যতায় এবং অন্য এক উচ্চতর ব্রত-উদ্‌যাপনের ঐশী প্রেরণায় সে উদ্দেশ্যের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছিল।...

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নব-আবিষ্কার পর্যায়ে মেরী বাক্ 'Swami Vivekananda in America'-নামক তদীয় বৃহদায়তন গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ঘটনার ক্রমিক পারম্পর্যের অনুসরণ করে স্বামীজীর পাশ্চাত্য কর্ম-জীবনে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর-বিভাগ তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং প্রচুর ঐতিহাসিক উপকরণ ও যুক্তি দিয়ে সে বিভাগকে সমর্থন করেছেন।

তাঁর মতে, স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য দেশের কর্মকালের প্রারম্ভিক যুগে, বিশেষ করে ধর্মমহাসভার অধিবেশনের পূর্ববর্তী দিনগুলিতে,—ভারতবর্ষের শিল্পশিক্ষা ও কারিগরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষার প্রসার কল্পে সে দেশ থেকে অর্থ এবং বৈজ্ঞানিক সহায়তা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে-সময়ের যে-সকল বক্তৃতা, চিঠি বা সংবাদপত্রের বিবরণী আজ সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে অনেকাংশে এটিই অনুমান করা যায়—যে সেকালে তাঁর বক্তব্য মুখ্যতঃ এই ছিল যে ভারতবর্ষের যেটি সত্যিকারের প্রয়োজন সেটি ধর্মের প্রয়োজন নয়. সেজন্য খ্রীষ্টান মিশনারিদের সে-দেশে প্রেরণ করা শুধু অনাবশ্যক নয়,—কারণ,ধর্মের গভীরতম অনুভূতি এবং ব্যাপকতম উৎকর্ষ সেদেশেই সম্ভব হয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে,সে-দেশ ধর্মসাধনারই দেশ,—পরন্তু,নানা কারণে সেটি তাদের স্বার্থের পক্ষে প্রতিকূল এবং মর্যাদার পক্ষে হানিকরই হয়েছে। অথচ, যে ক্ষেত্রে তার সর্বাধিক প্রয়োজন —তার শিক্ষা, তার বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ, তার শিল্পের প্রসার প্রভৃতি এবং যেখানে পাশ্চাত্যের সাহায্য-শক্তিও অপরিমেয় সেখানে বিশেষ কোন সহায়তা আমরা লাভ করিনি। সুতরাং আমেরিকার জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে স্বামীজীর আবেদন এই ছিল যে ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতির জন্য সে দেশ মুক্ত হস্তে সাহায্য করুক। মানবতার নামে, সার্বভৌম ধর্মের নামে সে সহায়তা অকুণ্ঠভাবে প্রদত্ত হোক।

ভারতের দৈন্য বিদূরিত হোক, অশিক্ষার অন্ধকার শিক্ষার শুভ্র-জ্যোতিচ্ছটায় নিরসিত হোক।···

আর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশনের অব্যবহিত পরে। অধিবেশন আরম্ভ হবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রথম-ভাষণের প্রথম-সম্বোধন মাত্রেই যে বিপুল অভিনন্দন তিনি লাভ করেছিলেন, যে বহু-ব্যাপ্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী হয়েছিলেন,—সেটি গোঁড়া খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্রমশঃ বিশেষ ভীতি ও অসূয়ার হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া, ধর্মমহাসভার সপ্তদশ দিবসব্যাপী নানা অধিবেশনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টান জগতের সনাতনীদের সঙ্গে চির-অপমানিত প্রাচ্য ভূখণ্ডের ভাবধারার যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়েছিল তার ফলে—মিশনারি শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে স্বামীজীর একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং গুরুতর সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল এইকালে।

সে-সংঘর্ষে একপক্ষে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ মিশনারি সম্প্রদায় এবং তাদের সমর্থক মহাসম্পদশালী বহু নরনারী, আর অপর পক্ষে, এক নিঃসঙ্গ, রিক্ত সন্ন্যাসী, যার শক্তি-উৎস শুদ্ধমাত্র নিজের অজেয় পৌরুষ ও গুরুর আশীর্বাদ, শুদ্ধমাত্র ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সমন্বিত উত্তরাধিকার। সে সংঘর্ষের কালও খুব অল্পদিনব্যাপী ছিল না। স্বামীজী এ-কালে ভারতের ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির অকুণ্ঠ সমর্থনে যেন এক অজেয় যোদ্ধৃমূর্তি ধারণ করে-ছিলেন। নিয়োজিত করেছিলেন নিজ অলৌকিক মানসিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রভাব, ব্যবহার করেছিলেন—তাঁর নানা বিষয়ের বহুমুখী জ্ঞান ও বিপুল অভিজ্ঞতা, অপরাজেয় পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব। সর্বোপরি, দৈব-সহায়তা এবং নির্দেশও তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বিজয়ের সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেছিল। ফলে, বাহ্যতঃ যে-সংগ্রাম একান্ত দুরূহ বলে, অসম বলে প্রতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছিল—তারই অবসান সূচিত হয়েছিল এক অভাবনীয় ও বিচিত্র পরিণতির মধ্যে। সে পরিণতি তাঁর মহান জীবন-ব্রতের দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করে তৃতীয় পর্যায়ের শুভ-জন্মলগ্ন সূচিত করেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষ—বহুযুগ অন্তে সম্মানের উচ্চাসনে উন্নীত হয়েছিল, সমগ্র সভ্যজগতের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

বিরাট শক্তিসমবায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির মুখপাত্র হিসাবে অবিশ্রাম সংগ্রাম করতে করতে, ধীরে ধীরে স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষের কোন পার্থিব প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ করা কিংবা বৈজ্ঞানিক সহায়তা ভিক্ষা করা তাঁর দায়িত্ব নয়, জীবনের ব্রতও নয়। এমনকি কোন সত্য বা মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়োগ করাও তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য নয়। পরন্তু, এ সকল একান্ত সাময়িক প্রয়োজনের অন্তরালে তদীয় দেবরক্ষিত জীবনের আর এক মহত্তর এবং বৃহত্তর লক্ষ্য আছে।……

যুগে যুগে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক মহাসমুদ্রের অতল গভীরতায় প্রবেশ করে যে শাশ্বত জীবন-সত্য প্রত্যক্ষ করেছে, মৃত্যুর নিগূঢ় রহস্য ছিন্ন করে যে আনন্দের ও অমৃতের সন্ধান পেয়েছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যা-সমৃদ্ধ পুণ্যজীবনে যার বহু বিচিত্র রূপায়ণ দর্শন করে তিনি স্বয়ং বিমুগ্ধ হয়েছেন, কৃতার্থ হয়েছেন—জড়বাদ-সর্বস্ব এবং ধনগর্বে ও মদগর্বে গর্বিত পাশ্চাত্য দেশে সেই সত্যের প্রচার এবং নিজ ধ্যানসিদ্ধ জীবনের দিব্য-আলোকে তার জীবন্ত উদাহরণ সংস্থাপন,—এই তাঁর জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রত, সাধনার সিদ্ধি। তাই পশ্চিম গোলার্ধের প্রবুদ্ধ-গণ-মানসের নিকট এ পর্যায়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে শুধু আত্মার অমরত্বের চিরন্তনবাণীই, The message of the soul উদগীত হয়েছে।

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।'...

'শোন বিশ্বজন,—
শোন অমৃতের পুত্র, যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে।
মহান্ত পুরুষ যিনি
আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়,
তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার,
অন্য পথ নাহি।'...

আনন্দকে ব্রহ্ম বলে জানবে। আনন্দ থেকেই ভূতজগৎ সৃষ্ট হয়েছে, আনন্দেই তার স্থিতি এবং পরিণামে আনন্দেই সে লীন হয়।

'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইজন্য, ইতিপূর্বে তদীয় পাশ্চাত্য যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা উপলক্ষে তাঁর যে-সকল উক্তি ছিল সে সকলকে আবৃত করে এখন এ-উক্তিটি অকস্মাৎ একটি দৈব ঘোষণার মত উচ্চারিত হয়েছিল—

'I have a message to the West as Buddha had a message to the East.'

এ কথা অবশ্য সত্য, যে আর্য সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মের সার্বভৌম বার্তাই তিনি নিয়ত ঘোষণা করেছেন, ঘোষণা করেছেন ভারতের সেই বিচিত্র উদার দৃষ্টিভঙ্গীটি—

'We belive not only in Universal toleration but we accept all religions as true.'

জগতে প্রচলিত প্রত্যেক ধর্মেই কিছু-কিছু সত্য আছে এটি হিন্দুর মনোভাব নয়। হিন্দু মনে করে প্রত্যেক ধর্মই সত্য এবং সেইভাবেই তারা গ্রহণীয়। ··

আরও বলেছেন···

যদি ভাবীকালে মানবসমাজে যথার্থ সার্বভৌম ধর্মনামে, ইউনিভার্সাল রিলিজন নামে কোন বস্তুর উদ্ভব হয়—তবে সে ধর্ম উদার হবে, সকল ধর্মের নিষ্কর্ষ-স্বরূপ হবে। কোন দেশ বা কালের সীমায় সে আবদ্ধ থাকবে না। পাপী ও পুণ্যাত্মা নির্বিশেষে, নানা মতবাদ নির্বিশেষে সর্বজাতির সকল মানব-গোষ্ঠীকে আপন অন্তহীন ব্যাপ্তিতে সে আবৃত করবে, উদ্বুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবে। যে-মানুষ মানসিক দৈন্যে প্রায় পশু পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অবনতির নিম্নতম স্তরে গিয়ে একেবারে পথের ধূলির সঙ্গে মিশেছে, আবার যাঁরা অন্তরের ঐশ্বর্যে ও মহিমায় দেবতা-দের সমকক্ষ বলে সমাজের পরম শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করেছেন—তাদের উভয়কেই সে-ধর্ম সমভাবে নিজ অক্ষয়-আশ্রয়ে গ্রহণ করবে। তার ব্যবস্থাপত্রে কোন মানুষের প্রতি কোন প্রকার নিগ্রহের বিধান থাকবে না। 'মানুষ স্বরূপতঃ ভগবান'—এই চিরন্তন তত্ত্বটিকে সে স্বীকার করবে এবং তারই উপলব্ধিতে প্রত্যেকটি নরনারী যাতে ধন্য হতে পারে তারই সহায়তা-প্রদানে তৎপর থাকবে সে ধর্ম।

কিন্তু তথাপি, একথাও সমভাবে সত্য যে, এদের অন্তরালে, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকালে,—স্বামীজীর মনে এই অভিলাষটি অতি প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও অর্থের সহায়তা নিয়ে ভারতের শিক্ষা ও শিল্পের অনগ্রসরতা দূর করব। সে-দেশের সংগঠনীশক্তিকে ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত করে তাকে সমৃদ্ধ করব, বড় করব।

কিন্তু ধীরে ধীরে অমোঘ দৈব-বিধানে,—যে-বিধান স্বামীজীর সমগ্র জীবনটিকে নিয়মিত করেছিল, জন্ম-সম্ভাবনার অক্ষয় লগ্ন থেকে মহাসমাধির অন্তিম মুহূর্তটি পর্যন্ত,—সে বিধানই তাঁর মধ্যে যথাকালে এই উপলব্ধিটি আনয়ন করেছিল—

"I find I have a mission in this country also. I have a message and I will give it after my own fashion. I will neither Hinduise my message nor Christianise nor make

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

it any ize in the world. I will only Myize it and that is all."...

'নিউ ডিস্‌কভারী'-গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে—

..."It is certain that by the end of December, 1894 he was finding in Vedanta the one grand philosophy and that he was fully conscious of the nature and dimensions of his message, for it was on the last day of the year that he declared with the startling directness of a true prophet : I have a message to the West as Buddha had a message to the East—a statement which can leave no doubt in anyone's mind that he had arrived at a clear knowledge of his mission."...

বহু যুগ ও শতাব্দী পূর্বে একদা যীশুখ্রীষ্ট অথবা বুদ্ধ—যে দৈবপ্রেরণায় জগদ্‌গুরুর আসনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে অমর-কল্যাণ-বাণী ঘোষণা করেছিলেন—স্বামীজীও ঠিক সেই দৈব-প্রেরণায়ই নিজের নরদেহে আবির্ভূত হবার নিগূঢ় মর্ম সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন এই কালটিতে, অর্থাৎ সন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের সমাপ্তি ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ মুখে।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল বেদান্তের কালোপযোগী নানা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা—জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি গ্রন্থে চিরকালের জন্য যাদের অক্ষয়-সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়েছে।...

এইরূপে সন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, চার বৎসরকাল পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের নানা কেন্দ্রে আর্য সভ্যতার বাণী ও বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব তিনি প্রচার করেছিলেন। আমেরিকায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁকে বহু বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছিল। কেউ বলত—সাইক্লোনিক্ হিন্দু, কেউ বলত ডাইনামিক্ হিন্দু, কেউ বলত পাওয়ার।…

৺মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিবেকানন্দ জীবনের ঘটনাবলীর বিবৃতিতে বলেছেন—ইউরোপ, আমেরিকা স্বামী বিবেকানন্দের যে শক্তি-প্রকাশ দেখেছিল, যে রূপ ও প্রতিভার আস্বাদ পেয়েছিল, ভারতবর্ষ তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও দেখেনি। সে-দেশ শক্তিশালী দেশ, শক্তির উৎকর্ষই তাদের সাধনা, শক্তির উদ্ধত গর্বে তাদের স্ফীতির শেষ নেই। সুতরাং, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির এক অভাবনীয় অভিব্যক্তি স্বামীজীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে তারা স্তব্ধ হয়েছিল, বিমূঢ় হয়েছিল।

'ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয় বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলং॥ —এ বাক্য

অন্তরে অন্তরে অনুভব করে অভিভূত হয়েছিল। অথচ, সে শক্তিবিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে কী বাল-সুলভ সারল্য, কী অনবদ্য শুচিতা এবং সুগভীর পাণ্ডিত্য ও ধ্যান-পরায়ণতাই না মিশ্রিত ছিল! সে এক পরম বিস্ময়কর অনুভূতি ছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরবার প্রাক্কালে সেই বিরাট শক্তি ও তেজ বহুধা সংহত করে এক অতি প্রশান্ত মূর্তিতে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হয়েছিলেন।…

সেটি সন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী, ভারতবর্ষের মাটিতে, পাম্বান সমুদ্র-বন্দরে তিনি পদার্পণ করেছিলেন।…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর, সেদিন থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত যে-কাল, সেটি কতকটা খণ্ডিতভাবে ভারতবর্ষেই তিনি যাপন করেছিলেন। মধ্যের দেড় বৎসর, অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত, অবশ্য তাঁর দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের কাল। কিন্তু বাকী ঐ সার্দ্ধ-তিন বৎসর, ভারত ভূখণ্ডের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। আর বেলুড় মঠ-বাটীতে—ব্রত-উদ্‌যাপন শেষে, লীলা সংবরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গভীর ধ্যান-তন্ময়তার মধ্যে যাপন করেছিলেন। তৎকণ্ঠ নিঃসৃত বহু নির্দেশ, উপদেশ ও বাণী এই কালটিকে মুখরিত করে রেখেছিল। অগণ্য নর-নারীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে গিয়ে তাদের মধ্যে নিজ ভাবধারা তিনি অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছিলেন এই কালটিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; সে প্রতিষ্ঠার কথা পরে বলব। ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ত্যাগনিষ্ঠ কর্মীদের ভারতের সেবার জন্য আকর্ষণ করে এনেছিলেন। উদ্বোধন, প্রবুদ্ধভারত, বেদান্ত-কেশরী নামে তিনটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করে-ছিলেন, নূতন যুগের নূতন ভাবপ্রচারের বাহন রূপে। সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের বুকে নবজাগরণের বীজমন্ত্র যেমন তিনি এ-কালে উচ্চারণ করেছিলেন জাতির কর্ণমূলে—তেমনি সে মন্ত্রের সার্থক-সাধনার জন্য একটি সুদৃঢ় যুগচক্রও একালেই স্বহস্তে তিনি প্রবর্তিত করেছিলেন।

দেশের পূর্ব-দিগন্ত থেকে পশ্চিম-দিগন্ত পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত মন্ত্রধ্বনি শব্দিত হয়েছিল।…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। হে আমার দেশ, আমার প্রাচীনা মাতৃভূমি—ওঠ, জাগ! অনড় আলস্যে বহুকাল তুমি ঘুমিয়েছ। এবার জাগ। পূর্ব পাণ্ডুর-আকাশে নবযুগের দিব্য-আলোক-শিশুর আবির্ভাব সূচিত হয়েছে। এখন নিদ্রা ত্যাগ কর, জাগ্রত হও।···

ভাস্বর-জ্যোতি ব্রহ্মকে অবারিত কর, প্রকাশ কর। আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য অন্য সকল দেবতা, অন্য সকল ভগবান বিস্মৃত হও। আরাধনা কর, সেবা কর—সেই একমাত্র দেবতাকে, যিনি সদা

'জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—
যিনি নিত্য···
'বহুরূপে সম্মুখে তোমার।'

তোমার চতুর্দিকে বিরাটের সাকার বিগ্রহ, তোমার জাতি, তোমার দেশের কোটি কোটি নরনারী—অশিক্ষায়, অনাহারে অধোগতির তমোময় গর্ভে দিন দিন নিমজ্জিত হচ্ছে—তাকে উপেক্ষা করে, প্রত্যাখ্যান করে, কোন্ অদৃশ্য দেবতার বৃথা অন্বেষণে কাল যাপন করছ?

'অতীতের পূজা থেকে আমি তোমাদের প্রত্যক্ষ পূজায় আহ্বান করছি, গতানুশোচনা থেকে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করছি, লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করে—সদ্যো-নির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করছি।···আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর লীলাসহায়ক···এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণা করে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।' মাভৈঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পিতৃদেবো ভব,' 'মাতৃদেবো ভব'—শাস্ত্রের এ প্রবচন যুগ যুগ ধরে তোমরা শুনে এসেছ। আর এক নূতন ও জাগ্রত-দেবতার কথা আমি ঘোষণা করছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ঃ

'দরিদ্র দেবো ভব', 'মূর্খ দেবো ভব।'—তারই সেবায় আত্ম-নিয়োগ কর, তারই পূজায় জীবনোৎসর্গ কর।

'জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'…

—এ কথা হৃদয়ে ধারণ কর, অনুধ্যানে উপলব্ধি কর এবং কর্মে প্রয়োগ কর।

জ্ঞানের দীপ্তি নিয়ে,শিক্ষার আলো নিয়ে—পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের শিক্ষার-সেনানী। মনে রেখো শিক্ষাই সর্বব্যাধির মহৌষধি। Education is the panacea of all evils.

এ-জাতির পক্ষে এখন এমন একটি জীবন-প্রদ শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে—যাতে মানুষ তৈরী হবে, চরিত্রের বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে।

What we want is a Man-making, Life-giving and Character-building education.

* * *

'মন মুখ এক কর'—এইটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশ ছিল। তিনি বলতেন,—ঐ কলির সাধনা, ঐ কলির তপস্যা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

'চালাকী দিয়ে কোন মহৎকাজ হয় না।'…কাজেই চালাকীর পথ পরিহার কর।

নিরব, নিঃস্বার্থ এবং অকপট কর্মের পথে অগ্রসর হও, সিদ্ধি অবশ্য লাভ করবে।

Calm and silent and steady work and no newspaper humbug, no name-making…

এম্নি অগ্নিগর্ভ বাণী ও আবেদনের মধ্য দিয়ে একালে সমগ্র জাতিকে তিনি দীর্ঘ নিদ্রার জড়তা থেকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন, নিরলস কর্ম সাধনায় প্রবুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তথাকথিত রাজনীতিতে তাঁর আস্থা ছিল না। বলতেন…

'God and truth are my only politics, all else is trash… Aggressive Hinduism is the spiritual basis and the masses form the material basis.

বলতেন,—রাজনৈতিক কীর্তি বা সামরিক আধিপত্যকে ভারতবর্ষ তার জাতীয় জীবনের আদর্শরূপে কোনদিন গ্রহণ করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না…এ-আমার নির্ঘাত ভবিষ্যদ্বাণী।

Political greatness or military power was never the mission of our race…and mark words, it will never be.

বরিশালের স্বনামধন্য জননেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ধর্মের যুগোপযোগী সংজ্ঞা নির্দেশ করে আলমোড়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিভৃত আশ্রমে বসে একদিন বলেছিলেন,—

সকল মতবাদের অপরিসর গণ্ডী অতিক্রম করে, সকল আনুষ্ঠানিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে—এক উদার, সার্বজনীন ও সর্বমত-সমঞ্জসা মানবধর্মের অভিনব আদর্শ নিজ জীবনালোকে প্রকাশ করতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন এ-যুগে। আমি সেই সার্বজনীন যুগধর্মের মহাবাণী পৃথিবীর বুকে প্রচার করতে চেষ্টা করেছি, প্রতিষ্ঠা করতে যত্ন করেছি।···

আমার মতে ধর্ম অর্থই শক্তি। যে-ধর্ম অন্তরে শক্তি আহরণ করে না, সে ধর্মই নয়। যে-শিক্ষা চরিত্রের সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়ে তোলে না—সেটি শিক্ষা নয়।

'To be as deep as the ocean and as broad as the sky' এই-ই ধর্ম।

এম্নিভাবে, ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে স্বামীজীর জ্বলন্ত, জীবন্তবার্তা বিঘোষিত হয়েছিল, তাঁরই কণ্ঠের উদাত্ত-ধ্বনি মাধ্যমে। ফলে, বিপুলায়তন নিদ্রিত অজগর যেন জাগ্রত হয়েছিল, প্রাণ-চঞ্চলতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। উদার, উদ্বুদ্ধ ও ত্যাগধর্মী কর্মীদল এগিয়ে এসেছিল কঠিন কর্মের পথে, নিঃশেষ আত্মোৎসর্গের পথে।

এই সময়েই রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম হয়েছিল। একটি ছিল ধর্ম ও আত্মোপলব্ধির তপোক্ষেত্র, অপরটি কর্ম ও সেবাব্রতের শিক্ষা-নিলয়।···

বস্তুতঃ, সর্বসাকুল্যে তিন-চারি বৎসরকাল মধ্যে সে দেশব্যাপী মহাযজ্ঞের সূত্রপাত ঘটেছিল। পূর্বেও সে কথার উল্লেখ করেছি।···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর কালে, সে বিপুল প্রয়াস কি ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল তার আলোচনা করতে গিয়ে মনস্বী রোমাঁরোলা অতি সংক্ষেপে মন্তব্য করেছিলেন,—

It the generation that followed, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal—the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi—it is due to the initial shock that it received from Vivekananda."

কিন্তু ঐটুকুই সব কথা নয়। তার চাইতেও অনেক বড় কথা, অনেক বেশী আশার কথা এই যে আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনাদর্শ এবং স্বামী বিবেকানন্দের অমৃত-বার্তা সমগ্র সভ্য জগতের চিন্তা-ভূমিতে দৃশ্য ও অদৃশ্য পথে বিপুল এবং অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

সাহিত্যে, দর্শনে, শিক্ষায়—তার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পেয়ে আমরা বিস্মিত হচ্ছি, আশান্বিত হচ্ছি। স্বামীজী বলেছিলেন,—'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগতে সত্যযুগের অভ্যুদয় হয়েছে।'

অশরীরীদর্শনের সূক্ষ্মতার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত করেছিলেন এই মর্মে যে—আমার দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী অভ্রান্ত। যদি ইতিহাসের কোন উক্তির সঙ্গে সে ভবিষ্যদ্বাণীর বিরোধ ঘটে তবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে ইতিহাসের মুখর ভাষণ।

সুতরাং, আশা ভরা অন্তরে অবশ্য আমরা প্রতীক্ষা করব, নূতন স্বর্ণময় যুগের স্বপ্ন অবশ্য আমরা দেখব।···কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

*　　*　　*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরই মধ্যে দ্বিতীয়বার তিনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করেছিলেন বৎসরাধিক কালের জন্য। সে সময় তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং মানস-কন্যা ভগ্নী নিবেদিতা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন।

অবশ্য এ-বারের যাত্রা প্রথমবারের যাত্রার সঙ্গে তুলনায় বহুলাংশে ভিন্ন ছিল। প্রথমবারের যাত্রামুখে গুরুদত্ত বিরাট দায়িত্ব ছিল মাথার উপরে, যুগব্রত উদ্‌যাপনের তীব্র উৎকণ্ঠায় অন্তর ছিল একান্ত উদ্বেলিত। কিন্তু আজ জীবনের অপরাহ্ন-কালে, সকল দায়-দায়িত্ব উদ্‌যাপিত-প্রায়, যুগব্রত বহুধা পরিসমাপ্ত। কাজেই, আজ অনেকটা অনাসক্ত দ্রষ্টারূপে, যেন নিজ কর্মেরই সাক্ষীরূপে তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে যাত্রা করেছিলেন, এই ভাবটি নিয়ে—

'কর্মণ্যেবাধিকারাস্তে মা ফলেষু কদাচন।'...

তথাপি, নানা বিচিত্র উপলব্ধি ও ভবিষ্যদ্বাণীতে এ-যাত্রার স্বল্প-পরিসর কালটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছিল।...

সমগ্র পৃথিবীর লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত কোটি কোটি নরনারীর অব্যক্ত বেদনায় মর্মাহত-স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে এ-কালে যে বাণী নির্গত হয়েছিল আজও তার প্রতিধ্বনি আকাশ গাত্রে স্পন্দিত হচ্ছে। অবহিত চিত্তে শ্রবণ করলে আজও তার ঝঙ্কার আমাদের কানে আসে।...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হায়, উচ্চবর্ণের পূর্বপুরুষগণ দু'খানা দর্শন লিখেছেন বলে, দশখানা কাব্য লিখেছেন বলে—তাদের ডাকের চোটে গগন ফাটে। আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা-কিছু উন্নতি—তাদের কথা কে বলে, কে ভাবে ?'

এই শ্যামলা সম্পদশালিনী ধরিত্রীকে পর্যায়ক্রমে চারিটি বর্ণ ভোগ করে এসেছে। ব্রাহ্মণ্যযুগের আধিপত্য অতীত হয়েছে, আর্যসভ্যতার গৌরবময়কালের সঙ্গে সঙ্গে। ক্ষত্রিয় প্রাধান্য অস্তমিত হয়েছে গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির শ্মশান-শয্যা প্রস্তুত করে।

তারপর, আজ বৈশ্যযুগের অভ্যুদয়ে 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' মুদ্রা পৃথিবী শাসন করছে। বণিকশক্তি-ইংরাজ আজ তাই সমুদ্র-মেখলা ধরিত্রীর উপর প্রভূত প্রাধান্যে বর্ত্তমান। কিন্তু আর এক নূতন যুগ এগিয়ে আসছে, ধীরে অথচ নিশ্চিত পদবিক্ষেপে তার আগমন সূচিত হচ্ছে।

সে-যুগে বহু-কাল-বঞ্চিত শূদ্রশক্তি অমিত বিক্রমে মাথা তুলে দাঁড়াবে।…ঠিক কোন্ কেন্দ্রটি থেকে সে মাথা তুলবে তা আমি বলতে পারি না তবে মনে হয়—রুষ দেশ কিংবা চীন-দেশ থেকে তার অভ্যুত্থান হবে। সে অভ্যুত্থানের পদধ্বনি সুস্পষ্ট। ঐ আমি সে ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।…

সেদিন মুহূর্তে মহাকালের রথের চাকা বিপরীত মুখে বিঘূর্ণিত হবে। উচ্চবর্ণের ও উচ্চাধিকারের জবরদস্তি নিঃশেষে মুছে যাবে, নিশ্চিহ্নে বিলুপ্ত হবে। নামমাত্র অবশেষে অভিজাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌলিন্যের দীর্ঘ-অত্যাচারের কলঙ্করেখা সেদিন অপসৃত হবে পৃথিবীর বুক থেকে।···

শুধু এই নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও কত পৌরাণিক কাহিনী, ধর্ম ও সভ্যতার উত্থান পতনের কত বিচিত্র বিশ্লেষণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের কত অনবদ্য ও মৌলিক আলোচনা একালে তাঁর কণ্ঠ থেকে যে নির্গত হয়েছিল তা বলা যায় না।···তথাপি, এগুলি তাঁর জীবনবেদের শেষ-অধ্যায়ের অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠা মাত্র। সকল কাজে, সকল কথায় উদ্বেগহীন অনাসক্ত দ্রষ্টার ভাবই একালে একান্ত পরিস্ফুট। দূর রহস্যময় ভবিষ্যতের দিকে অথবা অন্তরের অবচেতন গভীরতার দিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টিতে এ-ইঙ্গিত ক্ষণে ক্ষণে অভিব্যক্ত···

'অব শিব পার কর মেরে নেইয়া'···

লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হয়েছে, এখন সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় আমি বসে আছি।···শিক্ষাদাতা ও গুরু বিবেকানন্দ, নেতা ও আচার্য বিবেকানন্দ সরে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের সেই মুগ্ধ-মতি বালকটি, প্রভুর সেই চরণাশ্রিত দাসটি এখন আবার আত্মপ্রকাশ করছে।

*   *   *

বস্তুতঃ, দ্বিতীয়বারের পাশ্চাত্যদেশ যাত্রার এ-কাল থেকেই তিনি যেন ধীরে ধীরে জগতের সব কিছু থেকে নিজকে গুটিয়ে নিয়ে মহাপ্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যেন অনুভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিলেন এ-জগতের বুকে এবারের মত তাঁর যা-কিছু করণীয় সে-সব সমাপ্ত হয়েছে। এখন সংসারের ভালোমন্দ সংস্কার সংসারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে 'নিজ নিকেতনে' ফিরে যাবার কাল তাঁর সমাগত হচ্ছে অতি-দ্রুত-পদসঞ্চারে।

তাঁর একালের নির্লিপ্ত উদাসীনতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ভগ্নী নিবেদিতা লিখেছেন—

'The outstanding impression made by the Swami's bearing during all these months of European and American life was one of complete indifference to his surroundings...

Both victory and defeat would come and go. He was their witness.'

তবে, এরও মধ্যে, এই মৃত্যুর জন্য নিঃশব্দ মহাপ্রস্তুতিরও মধ্যে একটিমাত্র কামনা অচঞ্চল দীপশিখার মত নিত্য ঊর্দ্ধমুখে দীপ্যমান ছিল তাঁর অন্তরে।...

কল্যাণ হোক পৃথিবীর। শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হোক জীবধাত্রী বসুধা। আধিহীন ও ব্যাধিহীন হোক সর্ব চরাচর।...

কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী ;
দেশোহয়ং ক্ষোভরহিতঃ লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।

* * *

সে যাই হোক, আমরা স্বামীজীর মর্ত্যজীবনের প্রায় শেষ পর্যায়টিতে এখন এসে পৌঁছেছি। মাত্র দেড়বৎসর কাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-সময়ের ব্যাপ্তি, সন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত।

কারণ, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখেই স্বামীজী দেহরক্ষা করেছিলেন। সেদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছামৃত্যু এ মহা-মনীষী সমাধিযোগে মহাসমাধির অন্তহীন গভীরতায় প্রবেশ করেছিলেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দুইটি উপলখণ্ড হাতে নিয়ে ঠুকে ঠুকে এ-কথা বলেছিলেন···

I have known death, like this, like this.

বলেছিলেন,—

একটি নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার গাঢ়তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

A great Tapasya has come upon me and I am making ready for death.

এ-কালের অধিকাংশ সময়ই তিনি গঙ্গার তীরে মঠের নিজস্ব বাটীতে বাস করতেন। অতি সহজ, শান্ত ও অনাড়ম্বর পরিবেশে তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত হত।

তখন অন্তরের নিভৃত প্রদেশে ব্রহ্মানন্দের অব্যাহত অমৃত-স্রোত বয়ে চলেছে। মঠ ও মিশনের কর্ম-পদ্ধতিতে শিক্ষা ও সেবা, ধ্যান ও কর্ম অভিনব সমন্বয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে।

'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'—আত্মোৎসর্গে কৃত-সঙ্কল্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুবক দল ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছে। স্বামীজীর দিব্য-জীবনের অনিবার্য আকর্ষণ তাদের সম্মুখে। তাঁর তেজোময়, প্রাণময় ও দৃপ্ত বাণীর প্রেরণা তাদের উদ্বুদ্ধ করছে।

জাগ্‌ছে, তাঁর স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি বাংলা, জন্মভূমি ভারতবর্ষ—বহু যুগের প্রগাঢ় নিদ্রার অস্বাভাবিক বিমূঢ়তা থেকে সহসা উত্থিত হয়ে নূতন জীবনের আস্বাদ লাভ করতে চাইছে। যেন বলছে,

'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।'

বহির্ভারতেও বেদান্তের সার্বভৌম অদ্বৈত-তত্ত্ব শনৈঃ শনৈঃ প্রসার লাভ করছে। চিন্তাশীল অসংখ্য নরনারী সে-তত্ত্বের নিহিতার্থ জীবনে উপলব্ধি করবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহে ও নিষ্ঠায় এগিয়ে আসছে। উদয়শিখরে নব-যুগের প্রসন্ন-প্রভাত সুস্পষ্ট বিচিত্র রেখায় চিহ্নিত হতে সুরু করেছে।

সুতরাং, এ-কালে একান্ত নিরুদ্বেগে—প্রশান্ত ও প্রফুল্ল অন্তরে, প্রেয়কে বর্জন করে শ্রেয়কে গ্রহণ করবার জীবন্ত উদাহরণরূপে তিনি যেন মঠে অবস্থান করতেন।

এ-কালেই নিজ জীবনের কথা-প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন আমার এ ক্ষুদ্রজীবনে যথাসাধ্য তাঁরই কাজ করতে আমি চেষ্টা করেছি। আলস্য করি নি, বিশ্রাম করিনি। পূর্ণ আনুগত্যে তাঁর নির্দেশ আমি পালন করেছি।

ভুল হয়ত জীবনে অনেক করেছি, কিন্তু যা-কিছু করেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবই পরার্থে করেছি, মানুষের কল্যাণ-কামনায় করেছি। নিজের জন্য করিনি।

এ-কালেই ভগ্নী নিবেদিতাকে ব্রহ্মচারিণীরূপে দীক্ষিত করে ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের গুরু দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—

The mother's heart, the hero's will—
The sweetness of the southern breeze
The sacred charm and strength that dwels
On Aryan altars, flaming, free ;
All these be yours, and many more,
As ancient soul could dream before—
Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one.

বলেছিলেন দোষগুণ, ভালোমন্দ সব মিশিয়ে সে যেমনটি ঠিক তেমনটি জেনেই তাকে তুমি গ্রহণ কর।

Take India as she is.

আমার এই দীনা, হৃত-সর্বস্ব মাতৃভূমিই আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর দায়। তুমি আমার সে দায়ের অংশভাগ গ্রহণ কর।

গুরু ভাইদের এবং শিষ্যবর্গকে উপলক্ষ্য স্বরূপ সম্মুখে রেখে সমগ্র জাতিকে উদ্দেশ্য করে একালেই বলেছিলেন—

নিঃস্বার্থ হও, অনাসক্ত হও। সিদ্ধি অবশ্য করায়ত্ত হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে রেখো—'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

* * *

এম্নি করেই সে বিরাট জীবনের শেষ দিনগুলি গোলার্ধের সর্বদিগন্তে এক গৈরিক জ্যোতিধারা বিকীরণ করতে করতে অতিবাহিত হয়েছিল। তারপর, দিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে সন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই সমাগত হয়েছিল পৃথিবীতে। আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সেইদিন। সেদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নশ্বর স্থূলদেহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভঙ্গ করে সমরস অখণ্ডের রাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন।

ধূলিমলিন পৃথিবীর বুক থেকে একটি মহিমোজ্জ্বল জ্যোতি-উৎস সহসা নির্বাপিত হয়েছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর রয়েছে।

* * *

আজ থেকে শতাব্দীকাল পূর্বে একদা এক দিব্য শিশুর সপ্রেম আহ্বানে যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল আমাদের এই শ্যামলা বঙ্গভূমির সরস মাটিতে, মাত্র চল্লিশ বৎসর কাল মধ্যে সে আহ্বানের সকল দায় উদ্‌যাপিত করে এই ভাবেই তিনি মহাসমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন।

আমরা—যারা তাঁর দেশের মাটির মানুষ, তাঁর অনন্য-সাধনা ও জীবন-সম্পদের উত্তরাধিকারী, তাদের উদ্দেশ্যে এই তার সাবধান বাণী—

I hold every man a traitor who having been educated

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

at their (poor) expense pay not the least heed to them.........

তাঁর দেহত্যাগের পর কিঞ্চিদধিক অর্ধ-শতাব্দী অতীত হয়েছে, জন্মক্ষণ থেকে পূর্ণ হয়েছে এক শতাব্দী। আর তারই মধ্যে কালান্তর এসেছে মানব সভ্যতায়, সুদূর প্রসারী পরিবর্তন এসেছে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে। স্বাধীনতার সপ্তাশ্ববাহিত রথ বহু দুর্যোগ পার হয়ে, 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা' অতিক্রম করে—একাল মধ্যেই তার স্বপ্নের কল্পলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু তাই বলে সর্বগ্রাসী দুঃখ দারিদ্র্যের কি অবসান ঘটেছে ভারতবর্ষে? হিংসার প্রচণ্ড উন্মত্ততা কি প্রশমিত হয়েছে পৃথিবীতে? দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার কি সত্যই ব্যাহত হয়েছে?

সাম্য, মৈত্রীর উদার বাণী মানব-সভ্যতার প্রাত্যহিকতার মধ্যে কী গৃহীত হয়েছে?......

না, তা হয়নি!

আজও তাই আর্তধরিত্রীর বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠ থেকে সেই অগ্নিময় পুরুষের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনাই উচ্চারিত হচ্ছে।

হে অগ্নিময় পুরুষ, জ্যোতির্ময় হে যুগদেবতা,—তুমি পুনর্বার আবির্ভূত হও। আমাদের জীবনে ও সাধনায়, শিক্ষায় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যায় তোমার শুভ আবির্ভাব সার্থক হোক, ফলপ্রসূ হোক। শতাব্দীর দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করে তোমার আশীষ ধারা আমাদের মস্তকে বর্ষিত হোক ;—আমরা,

আজি তব শত বার্ষিকীতে—
শ্রদ্ধায় আনত চিতে,
রাখিলাম সাষ্টাঙ্গ প্রণতি
পূর্ণের আহুতি।

তুমি দেব, দিও ললাটিকা।
মোরা যেন জ্বালি' দীপশিখা,
দ্বিধাহীন ক'রে যাই নিতি—
সত্যের আরতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/443

শিক্ষা-প্রসঙ্গে

[সাধারণ আলোচনা]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

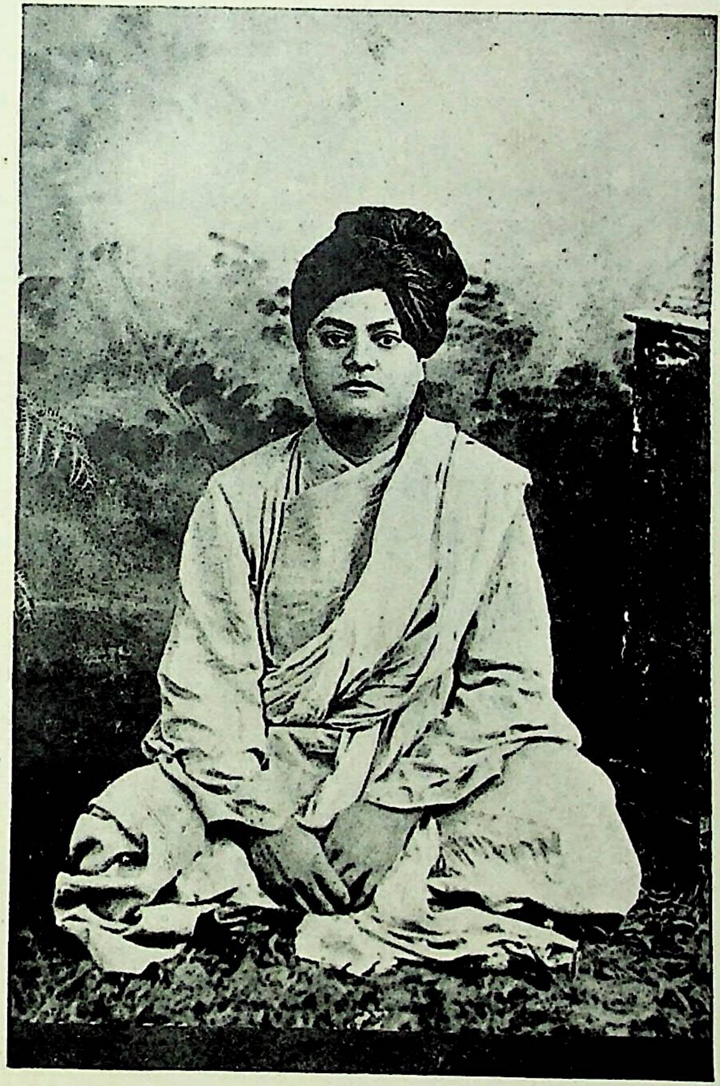

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।
পূষন্নেকর্ষে যম স্থূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্,
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।'...

* * *

'ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্ত লোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রি সম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

☆ দুই ☆

'It is man-making theories that we want. It is man-making education that we want.'

—Swami Vivekananda.

* * *

শিক্ষার প্রগতি পথে যুগে যুগে তার আদর্শ ও লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়েছে, কেন্দ্র-বিন্দুর স্থানচ্যুতি ঘটেছে—কি এদেশে, কি পাশ্চাত্যভূখণ্ডে। দেখা গেছে যে কোন যুগে শিক্ষা পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, কোন যুগে রাজশক্তির হস্ত-বিধৃত ছিল। আবার কোন যুগে বিশেষ সংস্থা বা প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীগণের নির্দেশে সে পরিচালিত হয়েছিল। ফলে, কালে কালে পরিচালক-শক্তির রুচি-বৈচিত্র্য ও মত-পার্থক্যের জন্য স্বভাবতঃই শিক্ষার সংজ্ঞাও যেমন পরিবর্তিত হয়েছিল, তার আদর্শ এবং লক্ষ্যেরও তেমনি তারতম্য ঘটেছিল।

এক যুগের সংজ্ঞায় অপর যুগের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়নি, হতে পারেনি। এক যুগের উদ্দেশ্য এবং অভিলাষ অপর যুগের মাপকাঠিতে প্রভূত পরিমাণে পৃথক হয়েছে, স্বতন্ত্র হয়েছে।...

এম্নিভাবে যুগে যুগে, শিক্ষা কি, শিক্ষার লক্ষণ কি, প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি কাকে বলা যাবে—ইত্যাদি নানা জিজ্ঞাসার নানা উত্তর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রদত্ত হয়েছে।— ...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের এ-দেশে, যেথায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা ও ধর্ম একটি সুন্দর সমন্বয়ে সমগ্র পারিবারিক-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল,—সেথায়, শিক্ষার আদর্শ এবং লক্ষ্য দূর অতীত যুগেই একটি অনবচ্ছসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। তখন আত্মজ্ঞান লাভই ছিল শিক্ষার মূল লক্ষ্য। কথাছিল, 'আত্মানং বিদ্ধি'। তোমার নিজেকে তুমি জান, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি কর, বিকশিত কর।…

তুমি কে? কোথা থেকে এ জীবধাত্রী বসুধার বুকে এসেছ? আবার কোন্ দূর রহস্যময় লক্ষ্যমুখে তোমার বিশ্রামহীন দুর্গম পথ যাত্রা?…এ-সব জানবার জন্য তুমি প্রয়াসী হও, ব্রতী হও। শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ গুরুর উপদেশ ও নির্দেশ শ্রবণ কর। কায়, মন ও বাক্যে সংযম সাধনার প্রতীকরূপে আচার্যের হাত থেকে মঞ্জুতৃণের মেখলা গ্রহণ করে কটিদেশে বেঁধে নাও। তারপর শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, সংযত চিত্তে যাত্রা সুরু কর। সে যাত্রাই শিক্ষার ক্ষুরধার পথে তোমার পাদবিক্ষেপ সূচনা করবে, তোমার বিদ্যার্থি-জীবনে ঐ হবে সত্যানুগমন।…

বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধোত্তরযুগেও শিক্ষার সংজ্ঞা ও লক্ষ্য বহুলাংশে অনুরূপ ছিল। যদিও তখন শিক্ষায়তন সমূহের আকৃতি বিপুলতর হয়েছে, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় অধিক সংখ্যায় গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষার মান ও সীমা বিস্তৃততর পরিধি লাভ করেছে, তথাপি আদর্শগত পার্থক্য খুব বেশী হয়নি।

আবার, ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীনযুগে শিক্ষার যে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েছিল, যে আদর্শনিচয় চিত্রিত হয়েছিল—উত্তর যুগে, ধীরে ধীরে একাধিক মনীষীর চিন্তায় ও অবদানে তাদের মধ্যেও নানা পরিবর্তন এবং বিচিত্রতা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।···

মহামতি প্লেটো শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, যে তথ্য মানুষ জানেনা, তাকে সে-তথ্য জানিয়ে দেওয়ার নামই শিক্ষা নয়। পরন্তু, যে-ভাবে আচরণ করা মানুষের কর্তব্য তাকে সেইভাবে প্রবুদ্ধ এবং প্রবৃত্ত করার নামই শিক্ষা।···

'Education does not mean teaching men to know what they do not know, it means teaching them to behave as they do not behave'.

সেণ্ট্ আগষ্টিনের ভাষায়,—যথার্থ শিক্ষা ভগবানের নিজস্ব একটি দান। প্রত্যক্ষভাবে সে-সম্পদটি তিনি দান করেন। মানুষ তারই সাহায্যে নিজ অন্তরটিকে মার্জিত করে থাকে, উজ্জ্বল করে থাকে। ঐ প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিৎ পেষ্টালজি শিক্ষাকে এইভাবে সংজ্ঞিত করেছিলেন···

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে মানুষের সু-সমঞ্জস ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের নামই শিক্ষা।

'Education is a harmonious development without ignoring the growth of the individual.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর, একেবারে আধুনিকযুগে, যখন বিকাশোন্মুখ এবং শিক্ষাধীন মানবশিশুকে কেন্দ্রে স্থাপন করে শিক্ষা তার নূতন যাত্রাপথে চলতে সুরু করল, তখন মাদাম্ মন্তেসরি, জন্ ডিউই প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্গণ শিক্ষাকে আর এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংজ্ঞিত করবার চেষ্টা করলেন।

জন ডিউই স্বামী বিবেকানন্দের সমসাময়িক কালেরই মানুষ ছিলেন। তিনি দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরেও দীর্ঘকাল তিনি জীবিত ছিলেন। সন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল বিস্তৃত ছিল। তিনি একাধিক গ্রন্থের গ্রন্থকার। 'Democracy in Education' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগতে তাঁর এক অক্ষয় অবদান। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাক্ষেত্রে, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে, তাঁর মৌলিকচিন্তার প্রভাব বহুধা স্বীকৃত।

তাঁর মতে, শিক্ষা একটি অন্তহীন, অশ্রান্ত প্রণালী। মানুষের অতি-শৈশব থেকে মৃত্যুদিবস পর্যন্ত তার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। শিক্ষা শুধু সাবালক অবস্থা লাভের প্রস্তুতি নয়।...

এছাড়া শিক্ষিতের লক্ষণ কি? যথার্থ শিক্ষিত বলে কাকে ধরা হবে—এসকল প্রশ্নেরও নানা উত্তর নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানা যুগেই প্রদত্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বতোভদ্ররূপ মানব সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে চলেছে।

সে যাই হোক, শিক্ষাসংজ্ঞা এবং শিক্ষাদর্শের এই পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মহামনীষী স্বামী বিবেকানন্দ এবিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত এবং গভীর মননশীলতা-প্রসূত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। সে কথারই আলোচনায় এখন আমরা প্রবেশ করব।

* * *

সন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকের সে-সময়টা। তখনও স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিখ্যাত হননি। বিশ্ববিখ্যাত—বিবেকানন্দরূপে আত্মপ্রকাশ করতে তখনও তাঁর কয়েক বৎসর বাকী। তখনও তিনি প্রায় অজ্ঞাত-পরিচয় ও অখ্যাত-কীর্তির এক সাধারণ মানুষ, নানা ছদ্মনামে রিক্তহস্তে সন্ন্যাসীর বেশে বিশাল ভারতের পথে-প্রান্তরে নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক জীবন তিনি যাপন করে চলেছেন।

সেই কালে, যদৃচ্ছা ভ্রমণ করতে করতে, একদা রাজপুতনার খেতড়ি নামক একটি ক্ষুদ্রায়তন দেশীয় রাজ্যে তিনি প্রবেশ করেছিলেন এবং ঘটনাচক্রে সে রাজ্যের তদানীন্তন নরপতি রাজা অজিত সিংএর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। সে পরিচয় উত্তরকালে কী গভীর ও মধুর সম্পর্কে পরিণতি লাভ করেছিল বর্তমান আলোচনায় সেকথা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু করেছিল। প্রথম পরিচয়ের দিনেই রাজা অজিত সিং স্বামীজীকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মানবজীবন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবসভ্যতার প্রায় চিরন্তন প্রশ্নের অন্তর্ভূক্ত সে-প্রশ্ন দু'টি,—উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দের চরিতাখ্যায়িকায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।...

'জীবন কি ? শিক্ষা কি ?'—

What is life, what is education.

এই ছিল সেই দুইটি প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্নটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত হলেও তার বিশদালোচনা এ পর্যায়ের বিষয়ীভূত নয়। কাজেই সেটি থাক।—

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—কতগুলি ভাব বা চিন্তা যখন আমাদের স্নায়ুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একেবারে রক্তধারার সঙ্গে মিশে যায়, একেবারে প্রকৃতিগত হয়ে পড়ে—তখন তাকেই 'শিক্ষা' নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

তাঁর নিজের অননুকরণীয় ভাষায়—

Education is the nervous association of certain ideas.

এই সংজ্ঞাটির নিহিতার্থ বিশ্লেষণ করে পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন থেকে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনাটি সর্বসাধারণের অপরিচিত নয়। তথাপি, প্রসঙ্গতঃ এখানে তার উল্লেখ প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চভূতের বিকার টাকা আর মাটি। পরমার্থের বিচারে, আত্মোপলব্ধির চরম লক্ষ্যের মাপকাঠিতে উভয়ই সমভাবে তুচ্ছ ও বিঘ্নস্বরূপ। তারা চিন্তাকে ভোগ-মুখী করে দেয়, দেহ-মুখী করে রাখে,—এই সত্যটি অন্তরে গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন একহাতে একতাল মাটি আর অন্যহাতে একখণ্ড রজতমুদ্রা গ্রহণ করে আত্মগতভাবে নিজ মনকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,—

মন, এই টাকা, এই মাটি। যে-টাকার জন্য মানুষ এত লালায়িত হয়, এত উন্মাদ হয়ে ছোটে, যার জন্য ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি দিতে দ্বিধা করে না,—সে শুধু দৈহিক ভোগসুখের উপকরণই সংগ্রহ করতে পারে, আর কিছু পারে না। কিন্তু, সে উপকরণের চরম পরিণতিও ঐ মাটি ছাড়া আর কিছু নয়। মাটিতেও যেমন সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করা যায় না, টাকাতেও তেমনি সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, ব্রহ্ম-বস্তুর সন্ধান মেলে না। অতএব ঐ দু'টিকেই একান্ত অসার জ্ঞানে, সমভাবে মূল্যহীন জ্ঞানে তুমি চিরদিনের মত ত্যাগ কর।......

তারপর হাতের সেই মাটির ঢেলা ও রূপার টাকা একই সঙ্গে দূরে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করে চিরদিনের মত তিনি অন্তর থেকে কাঞ্চনাসক্তি মুছে ফেলেছিলেন। উত্তর জীবনে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, নিদ্রায় বা জাগরণে ধাতুমুদ্রা তো দূরের কথা, ধাতুদ্রব্যের স্পর্শমাত্রেও তাঁর দেহ কণ্টকিত হত, অসহনীয় যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেত। কোন ধাতুর স্পর্শই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সইতে পারতেন না। অর্থাৎ, কাঞ্চনত্যাগের যে সঙ্কল্পটি, মাটি ও টাকা সমভাবে তুচ্ছ—এই যে আইডিয়াটি, সেটি তাঁর স্নায়ু-মণ্ডলীর সঙ্গে এমনভাবে এক হয়ে মিশে গিয়েছিল যে নিজের অজ্ঞাতসারেও সে সঙ্কল্পের বিরুদ্ধাচরণে তাঁর সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্রোহী হয়ে উঠত।

স্বামী বিবেকানন্দ একেই বলতে চেয়েছিলেন—শিক্ষা, একেই বলেছিলেন—'Nervous association.'

প্রাচীন ভারতবর্ষ বলত—প্রথমে শ্রবণ কর, তারপর ধ্যান কর এবং সর্বশেষ অভ্যাসযোগে তত্ত্বকে জীবনে রূপায়িত কর।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারপথে গুরু-কথিত ভাবগর্ভ শব্দতরঙ্গ স্নায়ুতে, উপস্নায়ুতে অনুপ্রবিষ্ট হোক, তারপর মানসিক উৎকর্ষের দ্বারা তাদের প্রভাব চিত্তপটে দৃঢ়-মুদ্রিত হোক, স্থায়ী হোক এবং সর্বশেষ, নিরলস সাধনা এবং তপস্যাযোগে সে চিন্তারাশি জীবনে বাস্তব হয়ে, জীবন্ত হয়ে প্রকাশিত হোক।......

'নার্ভাস এসোসিয়েশন' শব্দটি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দও অনুরূপ একটি প্রণালীর কথাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে, পাশ্চাত্যদেশে—শিক্ষার স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে ব্যাপকতর অর্থবাচক আরও একটি সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করেছিলেন। বলেছিলেন, মানুষের যে শুদ্ধ, মুক্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধীনসত্ত্বা,—তার অন্তর্নিহিত যে স্বাভাবিক পূর্ণতা, সেটি মায়ার আবরণে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে। মানুষের কঠিন তপশ্চর্যায় সেই ঘুম ভাঙে, তার চতুস্পার্শ্বের আবরণ ছিন্ন হয়। তখন পূর্ণ-মানুষ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে, মানুষের খোলস থেকে শনৈঃ শনৈঃ 'মান্-হুঁস্' দেখা দেয়।……

পূর্ণতার সে ক্রমিক বিকাশের নামই তিনি সে-সময় দিয়েছিলেন—শিক্ষা।

এ দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে শিক্ষা এবং ধর্ম বহুলাংশে একই বস্তুরূপে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল। আর সেইজন্য তাদের সংজ্ঞা দু'টিও তাঁর কণ্ঠ থেকে মূলতঃ অভিন্ন রূপেই ব্যক্ত হয়েছিল। বহুল-প্রচলিত সে সংজ্ঞা দু'টি পাশাপাশি রেখে বিচার করলেই কথাটি পরিষ্কার হবে।

তখন শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ করে স্বামীজী বলেছিলেন—

'Education is the manifestation of the perfection already in man.'

আর ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন,—

'Religion is the manifestation of the divinity already in man.'

অর্থাৎ, যে-প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ হয়, সর্বাঙ্গীন শক্তি প্রকাশে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে দেহ, মন ও বুদ্ধি—তাকেই আমরা বলি শিক্ষা। আর যাতে আত্মোপলব্ধি আসে, মনুষ্য-সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করে দেবত্বের গুণাবলীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূষিত হবার শক্তি জাগ্রত হয় তাকেই বলি ধর্ম। উভয়ক্ষেত্রেই অন্তর্লোক জ্যোতিরুদ্ভাসিত হয়, উভয়ক্ষেত্রেই মনোভূমি দিব্য গন্ধে পূর্ণ হয়। কাজেই, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু প্রকাশগত তারতম্যে, গুণগত তারতম্যে নয়।

স্বামীজী আরও বলতেন,—শুচিতা, স্বার্থহীনতা এবং আত্মসংযমই ধর্মের সব—

'Purity, Unselfishness and Self-control are the whole of religion.'

সুতরাং, শিক্ষা তার যথার্থ তাৎপর্যের বিচারে ধর্ম থেকে কোন স্বতন্ত্র বস্তু হবে না, বরং তার অনুপূরকরূপেই সে সার্থক হতে চাইবে।……

হিন্দুর চিরন্তন বিশ্বাস, তার বহুযুগব্যাপী তপস্যাসম্ভূত সিদ্ধান্ত—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ'। জীবনের যাত্রাপথে সে যা-কিছু করছে, যা-কিছু বলছে—গীতার ভাষায় যৎ করোসি, যৎ অশ্নাষি—তার সব কিছুই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাকে সেই আত্মোপলব্ধির দিকে, ব্রহ্মোপলব্ধির দিকেই নিয়ে চলেছে। তার মন যেন সততই বলছে,—যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।

ভারতবর্ষ সেজন্য তার জাতীয় জীবনের দীর্ঘ-বিসর্পিত পথের বিচিত্র ইতিহাসে কোন কালেই শিক্ষাকে বাইরের কোন ব্যাপার বলে মনে করতে পারে নি, বাহ্য কোন প্রক্রিয়া বলে স্বীকার করে নি। পরন্তু বলেছে, তপস্যায় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধ্যায়ে নিজেকে আবিষ্কার কর, 'আত্মানং বিদ্ধি'। তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।......

নির্দেশ দিয়েছে—শ্রোতব্যং, মন্তব্যং নিদিধ্যাসিতব্যং-রূপ ত্রয়ীর অনুসরণের জন্য।......

স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলতেন,—জ্ঞান মানুষের মনকুট্টিমেই নিহিত রয়েছে। সেখানেই তার চিরন্তন বাসভূমি।...

কোন জ্ঞানই বাহির থেকে আসে না, সে ভিতর থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়, শনৈঃ শনৈঃ অভিব্যক্তি লাভ করে। মানুষ যুগে যুগে এক জীবন থেকে জীবনান্তরের নিঃসীম পথে এই আত্মোপলব্ধির অব্যাহত তপস্যাই করে চলেছে। স্বামীজীর নিজস্ব ভাষায়,—

'Knowledge is inherent in man, no knowledge comes from outside, it is all inside...............Man manifests knowledge, discovers it within himself which is pre-existing through eternity.'

একটি ক্ষুদ্র বটের বীজের কোষে কোষে বিরাট মহীরুহের ভাবী পরিণতি যেমন সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে এবং অনুকূল পরিবেশে তিলে তিলে অঙ্কুরে উদ্‌গত হয়, বৃক্ষাকারে পরিণতি লাভ করে এবং যথাকালে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে, ভাবী সৃষ্টির সম্ভাবনা এনে দিয়ে বিলুপ্ত হয়—মানুষের জীবকোষেও তেমনি তার সকল শক্তি ও ব্যক্তিত্বের পরিণতি-সম্ভাবনা প্রসুপ্ত থাকে এবং যথাকালে চক্‌মকি পাথরের পারস্পরিক সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের চকিত-উদ্ভবের মত, বিশেষ বিশেষ উদ্দীপনায়—যাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সাজেসন্' বা টিচিং বলা হয় তারই স্পর্শে সেগুলি অভিব্যক্ত হতে থাকে, বিকাশ লাভ করতে থাকে। মানুষ জানুক আর নাই জানুক আত্মাই অনন্ত শক্তির আকর, শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি-ভূমি। কাজেই, পুঁথিগত যে-শিক্ষা সেটি শিক্ষা নয়। কতগুলি সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহের মধ্যেও প্রকৃত শিক্ষা নিহিত নেই। পরন্তু ভাব ও চিন্তার সর্বাঙ্গীন আত্তী-করণের দ্বারাই যথার্থ শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে। বস্তুতঃ, এ-জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে যুগে যুগে যত ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়েছে, যত সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে সবই মনোজগৎ থেকেই এসেছে। মহাবিশ্বের অন্তহীন গ্রন্থমালা মানবমনের নিভৃত কুট্টিমেই সজ্জিত থাকে।

'All knowledge that the world has ever received comes from the mind, the infinite library of the Universe is in the mind.'

—এই স্বামীজীর উক্তি ছিল।

* * *

আবার, শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশ করতে গিয়েও তিনি নানা প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ অতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঐ একই কথার পুনরুল্লেখ করেছেন। বলেছেন 'A child educates itself, the teacher is only a help'...শিশু নিজেই নিজেকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। শিক্ষক সহায়কারী মাত্র।··· কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য আর শিক্ষাব্যবস্থায় লক্ষ্য হবে—শিক্ষাধীন শিশুকে ততখানি মাত্র সাহায্য দান করা যাতে সে নিজে বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ প্রয়োগে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের যাবতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিকে কার্যকরী করে তুলতে পারে,—এবং সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারে। স্বামীজীর কথায়,—

…'to do so much for the boys that they may learn to apply their own intellect to the proper use of their hands, legs, ear and eyes."

আরও বলেছিলেন,—আশিষ্ঠ, দ্রড়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবক-যুবতীর আবির্ভাব যাতে দেশ যথার্থ কল্যাণের সন্ধান পায়, সত্যিকার উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারে—আমাদের শিক্ষায়তন এবং শিক্ষাব্যবস্থার তাই হবে চরম লক্ষ্য, বাঞ্ছিত উদ্দিষ্ট ভূমি। ঐ লক্ষ্যে উপনীত হবার স্বপ্নই তাদের উদ্বুদ্ধ করবে, পরিচালিত করবে।

একথা স্মরণ রাখতে হবে,—"The end of all education is man-making" আরও বিশদ করে বলতে গেলে,—বলতে হবে—মানুষ-প্রস্তুত-সক্ষম, জীবনীশক্তি প্রদান-সক্ষম এবং চারিত্রিক-দৃঢ়তা-আনয়নপটু যে শিক্ষা, তাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে গণ্য করতে হবে। যে শিক্ষার দানে লৌহ-দৃঢ় মাংসপেশী গঠিত হবে, ইস্পাত-কঠিন অনমনীয় স্নায়ু-মণ্ডলী গঠিত হবে এবং উদ্ভব হবে এমন প্রবল ইচ্ছাশক্তির যা রুদ্ধ-কারার পাষাণ-প্রাকার ভিন্ন করে জীবনের পথ সুগম করে নিতে পারবে, অকুতোভয়ে উদঘাটিত করতে পারবে জন্ম-মৃত্যুর নিগূঢ়, নিভৃত প্রহেলিকা।—সেটিই ইতিবাচক প্রকৃত-শিক্ষা এবং সে-শিক্ষাই দেশকে গ্রহণ করতে হবে।

'It is man-making theories that we want, it is man-making education all-round, that we want."…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা বিচ্ছিন্ন বিষয়ের কতগুলি অসংবদ্ধ তথ্য সংগ্রহের মধ্যে শিক্ষার কোন সার্থকতা নিহিত থাকতে পারে বলে তিনি কখনও বিশ্বাস করতেন না। খ্যাত বা অখ্যাত লেখকগণের গ্রন্থাদি থেকে কতগুলি অংশ বা উক্তি কণ্ঠস্থ করে তাদের আনুপূর্বিক উদ্গীরণ-সামর্থ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী লাভ করা যেতে পারে সত্য কিন্তু তাতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

অথবা, যে-শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার কোন কৌশল শিক্ষা দিলনা, পরার্থে স্বার্থত্যাগে প্রণোদিত করল না, সহায়তা করল না সবল চরিত্রের সুন্দর বুনিয়াদ গড়ে তুলতে, আত্মোপলব্ধির পথে নিশ্চিন্ত পদে অগ্রসর হতে, এনে দিতে সিংহ সাহসিকতা, তাকে স্বামীজী কোন অবস্থাতেই 'শিক্ষা' নামে অভিহিত করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বলতেন, বিশেষ কোন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন না করেও কেউ যদি কোন প্রকারে যথার্থ মানসিক শক্তি, চারিত্রিক শুভ্রতা ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে, যদি কোন সহজ স্বভাবানুগ পথে নিজ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনে সে সফল হয় তবে বুঝিতে হবে—শিক্ষার প্রশস্ত বত্মে সে অগ্রসর হচ্ছে।

নিজ মহান গুরুর অনুপম জীবনচিত্র মানসক্ষেত্রে নিয়ত দীপ্যমান থেকেই বোধকরি তাঁকে নিরলসভাবে এ বাক্যটি ঘোষণা করতে প্রবুদ্ধ করত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there—undigested all your life.—If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have move education than any man who has got by heart a whole library."...

বস্তুত, ভূতে ভূতে অধিষ্ঠিত যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তিনি সকল মায়া-আবরণ ছিন্ন করে স্ব-স্বরূপ উপলব্ধির পথে নিত্য গতিশীল। সেবার ভাবে, ব্রতের ভাবে সে গতি পথকে সুগম করে দিতে হবে, ঋজু করে দিতে হবে। অর্থাৎ, বিশেষ সহায়তাদানে মানবশক্তির স্বাভাবিক বিকাশকে সহজ করে তুলতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে বিপুলা পৃথিবীর বহু-বৈচিত্র্যের কেন্দ্রে অবস্থিত যে মানব-সন্তান, সে তার নিজ সংস্কারগত স্বভাবধর্মের প্রেরণায়ই পূর্ণত্বের পথে নিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। সে অগ্রগতির দুশ্চর প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের সুযোগ-সৌভাগ্য সকলের অদৃষ্টে কি উপস্থিত হয়? হয় না।—যার অদৃষ্টে হয়, বিনম্র অন্তরে সে যেন তা গ্রহণ করে, সার্থক করে।

শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশ্যে তাই তিনি বলতেন···

'বিধির বিধানে তাঁর অগণ্য সন্তান-সন্ততির কাউকে সাহায্য করবার দুর্লভ সুযোগ যদি তোমার কাছে এসে থাকে—তুমি ধন্য, তোমার জীবন ধন্য। কারণ, যে সুযোগ অপরে লাভ করতে পারেনি, তুমি তা করেছ। শ্রদ্ধানতচিত্তে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার কর।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'If the Lord grants that you can help any one of his children—blessed you are. Blessed you are that the privilege was given to you, when others had it not. Do it only as worship.'

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলস্বরূপ, স্বাভাবিক করোলারি-স্বরূপ শিক্ষার ইতিবাচক দিক্‌টির প্রতি স্বামীজী বিশেষভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন।

নেতিবাচক শিক্ষা অথবা যে-শিক্ষা নেতিবাচক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে মৃত্যুসদৃশ অহিতকর, বিষবৎ বর্জনীয়।

'A negative education or any training that is based on negation is worse than death.'

—এই তাঁর উক্তি ছিল এবং সে-উক্তি সম্যক পরিস্ফুট করবার জন্য, শ্রোতার মনে দৃঢ় মুদ্রিত করবার জন্য গল্পচ্ছলে অনেক সময় তিনি বলতেন,—

নিউইয়র্কে দেখতাম, আইরিশ-ঔপনিবেশিক দুর্ভাগা সর্বহারা মানুষগুলো কত ভীত ত্রস্তভাবে সামান্য একটি পুঁটুলি কাঁধে নিয়ে আমেরিকার মাটিতে প্রথম পদার্পণ করে। প্রতি পদক্ষেপে তখন তাদের কত শঙ্কা, কত ভয়। চাহনিতে কত ভীতিবিহ্বল কুণ্ঠা, দুর্বহ জীবনভারে কত অবনমিত ক্ষীণ দেহগুলি!…

তারপর? তারপর খুব দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হত না। পাঁচ-ছয় মাস মাত্র সময় মধ্যেই আর একটি দৃশ্য নয়ন-গোচর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হত।—যে-আইরিশ স্বদেশের মাটিতে কেবলই শুনেছিল সে কিছু নয়, সে অকর্মন্য ও অপদার্থ জীববিশেষ,—স্বাধীন আমেরিকার সরস মাটিতে ও মুক্ত বায়ুতে পা দিয়েই চারদিক থেকে শুধু এই সঞ্জীবনী মন্ত্রই সে শুনতে থাকল,—জগতের সকল অসম্ভবকেই মানুষ সম্ভব করতে পারে। প্যাট্, তুমিও মানুষ, তোমার অসাধ্যও কিছু নেই। অতএব তৎপর হও, সাহস অবলম্বন কর। তোমার সামনে বিপুল সম্ভাবনার অনন্ত ভবিষ্যৎ প্রসারিত, ভয় নেই—এগিয়ে চল।···

সে সহানুভূতির বাণী ও উৎসাহের প্রেরণা প্যাটের জীবনে বিপ্লব এনে দিল। সাহসে ভর করে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল প্যাট্। মাথা ও মেরুদণ্ড ঋজু করে দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়াতে শিখল সে। জীবন তার সার্থকতার পথে, পূর্ণতার পথে দ্রুততালে এগিয়ে চলল।

বস্তুতঃ, শুদ্ধমাত্র উৎসাহ-উদ্দীপনার জারকরসে অতিদুর্বল মানুষও সবল হয়ে উঠতে শেখে, আত্মবিশ্বাসে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করবার শক্তিলাভ করে। আবার, ক্রমান্বয়ে ধিক্কার দিলে, দূর দূর, ছিঃ ছিঃ করে উপেক্ষা করলে বিশেষ শুভ-সংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তিরও ব্যর্থ হবার আশঙ্কা থাকে।

অতএব, সাহস ও উৎসাহ মণ্ডিত, আশা ও উদ্দীপনায় ভরা ইতি-বাচক শিক্ষা বা পজিটিভ এডুকেশন যাতে দেশে প্রসারলাভ করে সেজন্য স্বামীজীর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল।···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/443

এখন থেকে অর্ধ-শতাব্দীরও বহুকালপূর্বে এদেশের শিক্ষা-সংস্কার প্রসঙ্গে তাই তিনি এই কথা বলেছিলেন—

পরাধীনতার বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের প্রশস্ত পথে স্বাধীনভাবে আমরা অগ্রসর হব। বিজ্ঞানের নানা তথ্য, যা আমাদেরই দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা আমাদের নিজস্ব সম্পদ—তা আমরা সর্বপ্রথম শিক্ষা করব। কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজী ভাষা, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষাও আমরা গ্রহণ করব। শিল্পোৎকর্ষের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন, তার কিছুই আমরা প্রত্যাখ্যান করব না, করা সঙ্গত হবে না।···

'What we need is to study, independent of foreign control, different branches of knowledge that is our own and with it the English language and Western Science; we need technical education and all else that will develop industries,'......'So that men, instead of seeking for service, may earn enough to provide for themselves and save something against a rainy day.'......

আমাদের দেশে অধুনা-প্রচলিত যে পুঁথি-প্রধান শিক্ষা, শাসকবর্গের প্রয়োজনের তাগিদে মুখ্যতঃ গৃহীত হচ্ছে, তাতে কি হয়? কতগুলি কেরানী, না হয় দুষ্ট উকিল—বড় জোর দু'টি চারটি ডেপুটি, আর কিছু নয়। সুতরাং মানুষের বহুমুখী রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে—নানাধরণের কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য স্বামীজীর ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। ফলকথা, শিক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষেত্রটি একটি সুন্দর ও সু-সমঞ্জস সমন্বয় ক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠবে, সেখানে একদিকে যেমন মানসিক উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে ধর্মনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাবান মানুষ গড়ে তুলবার ব্যবস্থা থাকবে—অন্যদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়সমূহের যথাযথ পরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থিগণ নিরলস ও প্র্যাক্‌টিক্যাল হয়ে উঠবার পর্যাপ্ত সুযোগ প্রাপ্ত হবে। এই তাঁর কথা ছিল।

অবশ্য সেজন্য শুধু টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন বা কারিগরি শিক্ষার মধ্য দিয়েই যে কোন জাতি, জাতি হিসাবে বড় হয়ে উঠতে পারে—এমন কথা স্বামীজী মনে করতেন বলে মনে হয় না।···

প্রাক্‌-স্বাধীনতার যুগে, ইংরেজ আমলে, আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার বিবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কোন চিন্তাশীল মনীষী অপেক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ কম সচেতন বা উদ্বিগ্ন ছিলেন না। কিন্তু তাদের নিরাকরণার্থে অধুনা প্রায় সকলেই যেমন বুনিয়াদী শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষার অমোঘ শক্তির বিপুল মাহাত্ম্যকথা শতমুখে প্রচার করে থাকেন এবং তাদের অনুপস্থিতিকেই অধিকাংশক্ষেত্রে সর্ব-অনিষ্টের মূল হেতু বলে উল্লেখ করতে চান—স্বামীজীর কোন উক্তি থেকে তেমন অভিমতের সন্ধান আমরা খুঁজে পাইনা। কারিগরি শিক্ষার অতি-প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করতেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলতেন যে অতি-মাত্রায় শিল্পমুখী যে-শিক্ষা সে-শিক্ষার সমগ্রদৃষ্টি অর্থোপার্জনের সংকীর্ণ লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকে, থাকতে বাধ্য হয়। সে-শিক্ষা মানুষকে সংকীর্ণ করে, স্বার্থপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে তোলে। একথা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, বৃহত্তর সামাজিক এবং জাতিগত ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য।

সেজন্য আজকের পৃথিবীতে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌গণের অনেকেরই ধারণা যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আর প্রেমধর্মের সার্থক সমন্বয় ভিন্ন মানব সভ্যতাকে রক্ষা করবার আর কোন উপায় নেই। ঐ সমন্বয়ের উপরই তার ভবিষ্যৎ কল্যাণ নির্ভরশীল।

'There is only one road to progress in education as in other human affairs ; Science weilded by love....... Without science love is powerless, without love science is destructive.'—এই তাঁদের ঘোষণা।

কারিগরি শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমতও বহুলাংশে অনুরূপ ছিল। কিন্তু তাঁর দূর দৃষ্টির সম্মুখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে ত্রুটি অত্যন্ত গুরুতর রূপে প্রতীত হয়েছিল, যার জন্যে সমগ্রজাতি বিশ্বাসহীন নমিত-মেরুদণ্ড অথচ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করেছিলেন—সেটি কারিগরি শিক্ষার অভাব নয়, সোসাল-এক্‌টিভিটির অভাবও নয়—পরন্তু সেটি ছিল তাঁর মতে—প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ, জীবনের সেই মূল উপাদানটির অভাব, সেই ভাইটাল্ ফোর্স টির অনুপস্থিতি, যাকে তিনি 'শ্রদ্ধা' শব্দে অভিহিত করতেন, যার ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল।

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ'—গীতার এ-মহাবাক্যে তাঁর অটল গভীর বিশ্বাস ছিল এবং শ্রদ্ধাহীন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীতিহীন কোন ব্যক্তি বা জাতি যে কখনো শিক্ষার পথে, উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না, সে-বিষয়ে তিনি এককালে নিঃসংশয় ছিলেন। সেজন্য, আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিমূলে শ্রদ্ধার অমৃতরসধারা সিঞ্চন করবার জন্য দেশবাসীর কাছে পুনঃ পুনঃ তিনি অতি ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। ···বলেছিলেন, শ্রদ্ধাহীন এবং আত্মবিশ্বাসহীন হয়েই জাতি উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপটুতার পিচ্ছিল পথে ধ্বংসমুখে ছুটে চলেছে। পিতামাতার উপর সন্তান শ্রদ্ধাহীন হয়েছে, শিক্ষক ও অধ্যাপকের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর দল শ্রদ্ধাহীন হয়েছে, প্রাচীন যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি নবযুগ বিরূপ হয়ে উঠেছে। ভারতের সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা—দুই-ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে এই বিঘ্ন থেকে, এই বিষম অবস্থা থেকে। অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধাবানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি—এ-বাক্য যেন আমাদের দেশে মূর্ত্য হতে চলেছে।

তাই স্বামীজীর কথাই ছিল—

To preach the doctrine of Sraddha or genuine faith is the mission of my life.

পাশ্চাত্যদেশের যে পার্থিব শক্তি-বিকাশ দেখে আমরা বিস্মিত হই, বিমূঢ় হই—সেটি তাদের দৈহিক সামর্থ্যের উপর গভীর বিশ্বাসের ফলস্বরূপ এবং তা যদি সত্য হয়, তবে আত্মিক শক্তির উপর শ্রদ্ধাবান হলে আরও কত ব্যাপকতর ও বিস্তৃততর ফললাভের অধিকারীই না আমরা হতে পারি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'Whatever of material power you see manifested by Western races is the out-come of this Sradha, because they believe in their muscles ; and if you believe in the spirit, how much more will it work.'

আবার এই শ্রদ্ধার ভাবটি, আত্মবিশ্বাসের এই অক্ষয় মন্ত্রটি কোন্ প্রণালীতে আমাদের শিক্ষায়, চিন্তায় ও জীবনে পুনঃ জাগ্রত করতে পারব,—তারও অভ্রান্ত নির্দেশ রয়েছে তদীয় অমর রচনাবলীর গর্ভগৃহে।

আমাদের সুপ্রাচীন, অমূল্য ধর্মগ্রন্থগুলি, বিশেষ করে শক্তি-উৎস উপনিষদ্‌গুলি—যাদের পত্রে পত্রে 'অভীঃ'-মন্ত্রের বজ্র-নির্ঘোষ মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হচ্ছে, সেই বলপ্রদ, বীর্যপ্রদ শাস্ত্রাংশ-সমূহ শিক্ষার মূল উপাদানরূপে গৃহীত হোক, এবং সর্বভাবে যুগোপযোগী করে সেগুলিকে তরুণ সমাজের সম্মুখে তুলে ধরা হোক।

তাঁর নিজের ভাষায়—

'আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণ শিক্ষা করিতে পারে তাহা করিতে হইবে ; উহার সহিত অবৈদিক অন্যান্য ধর্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে।'

ভারতবাসী-রচিত ভারতবর্ষের যে সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ইতিকাহিনী—History of India written by true Indians, তাকে পাঠ্য-তালিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিহাস শুধু বাহ্যিক ঘটনা নিচয়ের বা রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণের কীর্তি বা কুকীর্তির ইতিহাস হবে না, যুদ্ধবিগ্রহের বা রক্ত-স্নানের কলুষ-কলঙ্কিত আখ্যায়িকাও হবে না, পরন্তু সভ্যতার প্রগতিপথে, মানুষের যথার্থ কল্যাণকামী, পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষ-গণের যে অবদান. পরার্থে উৎসর্গীত জীবনসমূহের যে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তারই নিখুঁত ও সজীব বর্ণনা হবে এবং সেগুলিই ছাত্র সমাজের সম্মুখে জীবন্ত চিত্রে উপস্থিত করতে হবে। তাছাড়া, দেশের যারা সত্যিকার মানুষ, মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি যারা বাস করে, যাদের রুধিরস্রাবে জাতির যাবতীয় প্রয়োজন সংগৃহীত হয়েছে, অভাব মিটেছে,—সেই সব অতি-সাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির যে অনাড়ম্বর ইতিকথা তাও নিখুঁতভাবে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। কারণ, স্বামীজী বলতেন,—ঐ ইতিহাসই দেশের প্রকৃত ইতিহাস, জীবন গঠনের পক্ষে অকৃত্রিম ও পরম উপযোগী দুর্লভ উপাদান।··

দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনচিন্তা ও স্বাধীনতার মুক্তপরিবেশ বিধ্বস্ত হয়ে দেশে যে একটি নিরুদ্ধ এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে, প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে সেটি প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ।···

উন্নতির জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন অপরিহার্য, সেটিই উন্নতির মুখ্য সহায়। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আত্মার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কাজেই এদেশে ধর্মের অদ্ভুত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল অতীতযুগে। আজ যদি শিক্ষাক্ষেত্রেও সে স্বাধীন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুযোগ প্রদত্ত হয় তবে সেথায়ও বহুমুখী বিকাশ সম্ভব হবে, এই স্বামীজীর অভিমত ছিল।

আজকে, বহুলাংশে এই অভিমতেরই অনুকৃতিতে পাশ্চাত্ত্য-দেশের শিক্ষা-পরিকল্পনায় 'লিবারেল এডুকেশন' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এবং বাস্তবিকপক্ষে সেটি যে স্বাধীন চিন্তা-বিকাশের একটি অনুকূলক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছু নয় সেকথাও স্বীকৃত হচ্ছে।

'Liberal education is fundamentally an education for the intelligent use of freedom in a free Society.'...

* * *

শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন্ কোন্ ভাষা অবশ্য-শিক্ষণীয় হবে, কোন্‌গুলি বা গৌণস্থান লাভ করবে,—সে বিষয়েও সংক্ষিপ্তাকারে স্বামীজী নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। আজ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির বহুবৎসর অন্তেও ভাষা সমস্যার সঠিক এবং সর্ববাদিসম্মত কোন সমাধানে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। সুতরাং, স্বভাবতঃই এবিষয়ে স্বামীজীর অভিমত কি ছিল তার আলোচনা আবশ্যক মনে হয়।

স্বামীজী বলতেন, সংস্কৃত ভাষাই আমাদের সকল সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থের ধাত্রীদেবতা! তারই গর্ভগৃহ থেকে যাবতীয় ভাষাগোষ্ঠি জন্মলাভ করেছে। সে ভাষার শব্দধ্বনির বিচিত্র গাম্ভীর্যের মধ্যে জাতির মর্যাদাবোধ, তেজস্বিতা ও আত্মবিশ্বাস নিহিত আছে। সুতরাং, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি যদি না করা হয়, তবে একদা বুদ্ধদেব সংস্কৃতভাষা বর্জন করে যে ভুল করেছিলেন সে ভুলেরই পুনরাবৃত্তি হবে। বুদ্ধদেব তৎকালে প্রচলিত পল্লীভাষা বা পালিভাষায় নিজ বাণী প্রচার করেছিলেন।

ফলে, জনসাধারণ অতি অল্পকালে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃতভাষার মর্যাদা লাভ করতে পারেনি বলে তার প্রচলনও যেমন অল্পকালে হয়েছিল, বিলুপ্তিও ঘটেছিল তেমনি অপ্রত্যাশিত কম সময় মধ্যে।···

শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষার একটি বিশেষ স্থান থাকবে। সেটিই হবে শিক্ষার মাধ্যম। ইংরাজী ভাষার যে অতি-প্রাধান্য ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভিক যুগ থেকেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছিল, স্বামীজী সেটিকে অহিতকর মনে করতেন। সেজন্য, রাজা রামমোহনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও একথা তিনি বলেছিলেন যে এদেশের শিক্ষার্থীর জন্য ইংরাজী ভাষাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত হয়নি। এর ফলে জাতীয় অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে, শিক্ষা তার স্বকীয়তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে।·· এ-সম্পর্কে 'জনশিক্ষা' পর্যায় নিবন্ধেও আমরা কিছু কিছু আলোচনা করেছি।···

* * *

শিক্ষাব্যবস্থার আর একটি একান্ত অপরিহার্য উপাদানের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন,

যে রূপেই হোক এবং যে প্রণালীতেই হোক—শিক্ষার্থীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাগ্রতা শক্তির, পাওয়ার-অব-কন্‌সেণ্ট্রেসনের উৎকর্ষ অবশ্য করতে হবে। মনের একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার ভাব স্বতঃই জাগ্রত হবে। সুতরাং, আজকের নব-জাগ্রত যুগের তরুণ শিক্ষার্থী যারা তারা আত্মসংযম ও ব্রহ্মচর্যের উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে একাগ্রতা শক্তি অর্জন করতে তৎপর হোক। সে পথেই তাদের শিক্ষা-শকট পরিচালিত হোক। তবেই যথাকালে শ্রদ্ধায়, আত্মবিশ্বাসে ও প্রভূত মানসিক-শক্তিতে— শক্তিশালী নরনারীর অভ্যুদয়ে দেশ সমৃদ্ধ হবে, বড় হবে।

কখনো কখনো অনেকটা আত্মগত ভাবেই যেন তিনি বলতেন,—আমার জীবনে নূতন করে শিক্ষালাভের সুযোগ যদি আসত তবে ঘটনা বা তথ্যের অনুশীলনের জন্য আমি চেষ্টা করতাম না। আমি চেষ্টা করতাম যাতে মনের একাগ্রতা শক্তি ও অনাসক্তি যুগপৎ বর্ধিত হয় তারই উৎকর্ষের জন্য, এবং পরে, যথাসময়ে ঐ শক্তিশালী যন্ত্রটি দিয়ে আমি ইচ্ছামত সংবাদাদি সংগ্রহ করতাম।

'If I had to do my education once again—I would not study facts at all. I would develop the power of concentration and detachment and then with a perfect instrument collect facts at will'.

* * * *

জগতের নানা দেশ থেকে, দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞানের শুভ্র আলোক-রশ্মিসমূহ যাতে অজস্র ধারায় এবং অব্যাহত স্রোতে ভারতবর্ষের শিক্ষা দেউলে প্রবেশ করতে পারে, শিক্ষার্থীদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়ত্তের মধ্যে আসে—সেজন্য এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল দিকের সকল বাতায়ন অহর্নিশি উন্মুক্ত রাখা হোক,—বহু প্রসঙ্গে, বহুভাবে সেকথা উল্লেখ করেও কিন্তু স্বামীজী তাদের শান্ত-শুচিতা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থার' একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতেও কখনো কার্পণ্য করেন নি।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রদ্ধাপ্রীতির অনুকূল স্রোতে শিক্ষাকার্য অগ্রসর না হলে উচ্চ জীবন গঠন তো বহু দূরের কথা, শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হতে পারে না। প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার মত যুগপৎ আলো ও উত্তাপ বিকীর্ণ করবার শক্তিতে সমৃদ্ধ শিক্ষাব্রতী যাঁরা, তাঁদের ভাস্বর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যে থেকে ছাত্রদল, শৈশব জীবনের প্রসন্নমধুর দিনগুলি যাপন করবে। তেমন সাহচর্যেই ধীরে ধীরে তারা বড় হবে। বাইরের বিরুদ্ধ-তরঙ্গাভিঘাত সেখানে কোন ভাবে কোন বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারবে না। এই স্বামীজীর কথা ছিল। কারণ, তেমন জীবনের শুভ প্রভাব যে কত দূর-প্রসারী তা কি কেউ জানে?

'One cannot analyse the power of an unselfish character, but there can be no doubt about its reality and there seems to be no limit to its range also.'

স্বামীজীর নিজস্ব ভাষায়—'গুরুগৃহ-বাসই আমার মতে শিক্ষার প্রশস্ত অনুকূল ব্যবস্থা। শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থ হয়। জ্বলন্ত পাবকশিখার মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁদের চরিত্র-দীপ্তি তাঁদেরই সাহচর্যে শিশু তার জীবনের আদি-শৈশব থেকে বাস করবে।'

'My idea of education is Gurugrihabasa.

Without the personal life of the teacher there would be no education.

One should live from his very boyhood with one whose character is a blazing fire.'……

বর্তমান শিক্ষাযুগকে মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় 'শিশুকেন্দ্রিক যুগ' বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, পদ্ধতিকে বলা হয় শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি।

ডাঃ জি, এস, হল একে 'Paido centric' বলে অভিহিত করেছিলেন। এ-মত অনুসারে আজকের শিক্ষা-ক্ষেত্রের যা-কিছু প্রয়াস-প্রযত্ন, নব নব যত কিছু পদ্ধতি-উপকরণ, তাদের সবকিছুরই কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত আছেন একই দেবতা, তিনি নর-দেবতা, শিশু-দেবতা। কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালে, ধীরে ধীরে সে কেন্দ্র-বিন্দু কিঞ্চিৎ স্থান পরিবর্তন করতে শুরু করেছে বলে অনেকে মনে করছেন। শুধু বীজের ভালো-মন্দই নয়, যদিও তারি মূল্য প্রথম বিচার্য,—আলো, বাতাস, জল, মাটি প্রভৃতিও প্রায় সমভাবেই প্রয়োজনীয় এবং উত্তর-অঙ্কুরোদ্গমকালে উপযুক্ত সংরক্ষণী ব্যবস্থার ন্যায় অপরিহার্য,—সে-কথা শিক্ষা-জগতের কর্ণধারগণ আজ শনৈঃ শনৈঃ উপলব্ধি করছেন।

বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে,—শিক্ষকের আত্যন্তিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন এবং প্রভাব ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে এবং ঘটনার অনিবার্যতায় সভ্যতার এক অতি-সংকটময় ক্ষণের সম্মুখীন হয়ে আজ জগতের প্রগতিশীল বহু দেশেই শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের প্রাধাণ্যও স্বীকৃত হচ্ছে। উপাদানের মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মর্যাদাও নির্ণীত হচ্ছে। কিন্তু এখনো এর আরম্ভ মাত্র, অতি-সাম্প্রতিক কালের একটি সূচনা মাত্র। অথচ, এখন থেকে কত কাল, কত বৎসর পূর্বে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমতুল-প্রাধান্যের কথা সম্যক উপলব্ধি করে, উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসকে জাতি গঠনের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত করবার জন্য স্বামীজী পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য আমাদের ক্ষীণ কল্পনার! সে অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা তখন যথোচিত কর্ণপাত করিনি। কিন্তু আজ ?···

আজ তাঁর জন্ম শত-বার্ষিকীর শুভ লগ্নে তাঁর সে অভ্রান্ত নির্দেশ আমরা স্মরণ করি। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অতুল অবদান শতকের অপরিশোধ্য ঋণ অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করি। আর ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি সেই আজন্ম-সন্ন্যাসী মহামন মহামনীষীকে—

'নমো বিবেকানন্দ মহামন,
ভারতের ভারতীর-প্রাণধন।
তোমার জীবনদীপ জাতির ভালে,
পরাইল জয়টিকা প্রভাতকালে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি নবভারতের নূতন পথের দিলে সন্ধান,
জননীর পাদমূলে ডারি দিলে অবহেলে নিজ প্রাণ।
তোমার মহিমা গাহে জাগ্রত-জগতের জনগণ,
ভারতের ভারতীর প্রাণধন!

* * *

(তুমি) মুক্তির মহারথী অভাগা দেশে,
দুঃখীর চিরসাথী নিঃস্ব বেশে।
কামনা বাঁধেনি তোমা, পর নাই হিংসার মোহপাশ,
মানুষ, মানুষ হোক—ছিল তব জীবনের অভিলাষ।
মানব-সেবায় তব জীবনের যত কিছু আয়োজন,
ভারতের ভারতীর প্রাণধন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRES

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/443

NTED

ধর্মশিক্ষা-প্রসঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRE

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ENTED

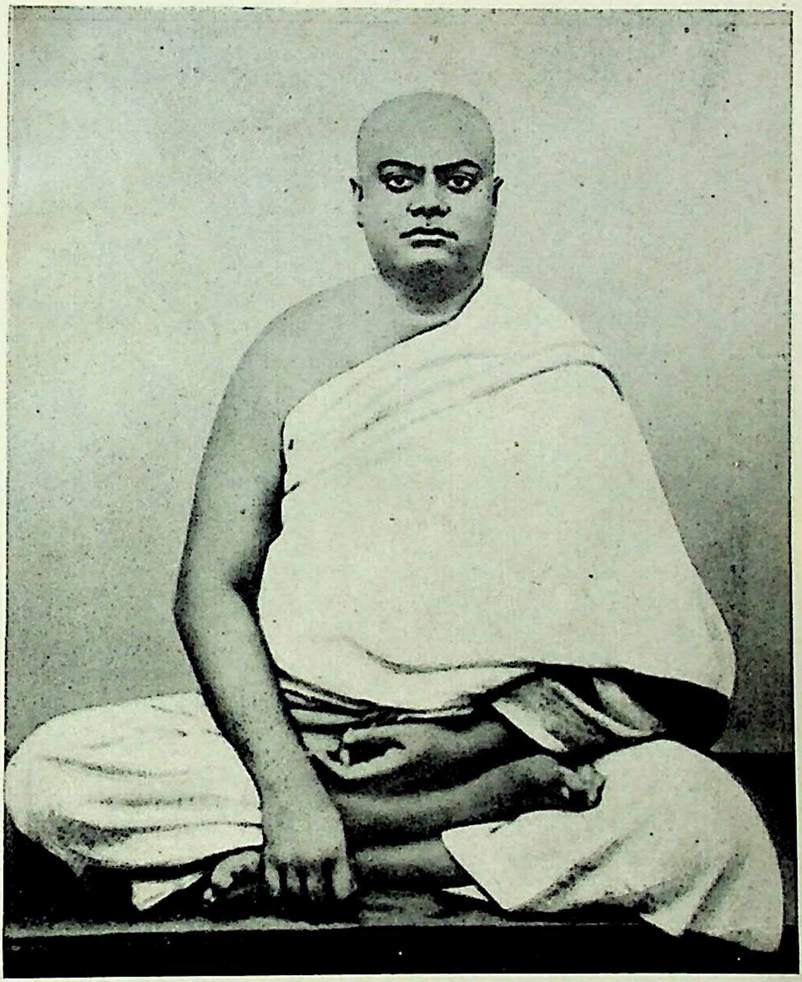

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্বানি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মে ঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎস্থু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

* * *

আমার সকল অঙ্গ, আমার বাক্, প্রাণ, চক্ষু, বল ও ইন্দ্রিয়গ্রাম পুষ্ট হউক। উপনিষদে যাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে সেটিই সর্ববস্তুর যথার্থ রূপ।

আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন। তাঁর সঙ্গে আমার এবং আমার সঙ্গে তাঁর যোগ নিত্য অবিচ্ছেদ হোক। সেই পরমাত্মায় সততনিষ্ঠ আমি, আমাতে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রতিভাত হোক, প্রতিভাত হোক।

ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

☆ তিন ☆

'পবিত্র বেদমন্ত্রের বজ্রনির্ঘোষ দ্বারা এই নিস্তেজ, নির্জীব দেশে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিতে হইবে। অসীম শক্তির অধিকারীই ধর্ম।···মাতৃস্তন্য পানের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুগণ—সোঽহম্, সোঽহম্—এই শক্তিপ্রদ মহামন্ত্রটি শিক্ষা করিবে।'

—স্বামী বিবেকানন্দ।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তায় ধর্মশিক্ষা একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সুতরাং শিক্ষা-সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনার পরেই ধর্মশিক্ষা বিষয়ে তাঁর যে সুচিন্তিত অভিমত ছিল, সেইটি আমরা বিবৃত করছি। কিন্তু তৎপূর্বে পৃথিবীর বহু বিচিত্র শিক্ষা-প্রয়াসে ধর্মের স্থান ও প্রয়োজন, কালে কালে কিরূপে চিত্রিত হয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিভাবে গৃহীত হয়েছে, পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে তার দুএক সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন।

ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে স্মরণাতীতকাল থেকেই মানবের অন্যতম আদিম বৃত্তি যে ধর্ম, সেটি কোন-না-কোন ভাবে তার সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও শিক্ষা-প্রয়াসকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ভূখণ্ডে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক যুগের কাল থেকে, ইংলণ্ডের ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত শিক্ষা-আইন প্রণয়নের কাল-পর্যন্ত-বিস্তৃত, ইউরোপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষা-ইতিহাসে অগ্রগতির যে বিচিত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, 'পতন-অভ্যুদয় যে বন্ধুর পন্থাটি' চিত্রিত হয়েছে, তাতে ধর্মের চরণ চিহ্ন স্থানে স্থানেই পতিত হয়েছে, সুস্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট সীমারেখার মধ্যে।

দেখা গেছে যে, গ্রীস দেশের 'লিবারেল এডুকেশন' ও রোমক 'প্র্যাক্‌টিক্যাল এডুকেশন' যে-প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল —সে-যুগেও শিক্ষার্থীর চরিত্র ও জীবন মহদাদর্শে গঠিত করবার প্রভূত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। সে-প্রয়োজনের প্রচ্ছদপটে ধর্মের পদচিহ্ন অঙ্কিত না থাকলেও তার একটি কোমল স্পর্শ যে তাতে বিদ্যমান ছিল সে-কথা স্বীকার করতে হবে। গ্রীক ও রোমক শিক্ষাদর্শের তুলনামূলক সমালোচনায় ঐতিহাসিক মর্ণো এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন।......

'While the Greeks emphasised the assimilative character of the soul and hence sought educational results by creating an environment of cultural value through public work of art, religious ceremonials, dramatic presentations and a free and open life in public places—the Romans emphasised the initiative character of the soul and hence sought educational results by placing before the youth a concrete character to be followed.'......

রোমক শিক্ষার আদর্শে—রোমীয় যুবকমাত্রকেই ধর্মশীল হতে হবে, শ্রদ্ধাবান হতে হবে। বীর্যবান, বিবেকবান ও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'The Roman youth was to become pious, grave reverential, courageous, manly, prudent and honest.'

এ-যুগের পরবর্তীকালে, যাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনাস্টিসিজম্ বা ধর্মযাজকগণের যুগ বলা হয়ে থাকে, সে যুগে ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা গীর্জাগুলিই বস্তুতঃ শিক্ষা-কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়েছিল এবং শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ধর্মযাজকগণেরই প্রভাবাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

'...the monasteries were the sole schoolsfor teaching, they offered professional training, they were the only Universities of research.'

আবার, এরও পরে, কালান্তরবিসর্পিত পথে, কি রেনেসাঁসের যুগে, কি সংস্কারের যুগে, কি বাস্তবধর্মী শিক্ষার (Realistic education) যুগে -মার্টিন লুথার, কেল্‌ভিন মন্‌স্টেইন, কমেনিয়াস্ প্রমুখ মনীষিগণের পরোক্ষ বা অপরোক্ষ প্রভাবে ধর্ম কোন-না-কোন অভিব্যক্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়েছিল—অবশ্য কখনো সতেজভাবে, কখনো স্তিমিতভাবে।...

'The ultimate end of man is eternal happiness with God.'

'This life is but a preparation for eternity.'...

শিক্ষার আদর্শপ্রসঙ্গে এ-সকল কথাও সে যুগেই উক্ত হয়েছিল। তখনকার প্রশ্ন ছিল,—

'What is the chief end of man?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর ছিল,—'To glorify God and enjoy Him for ever.'

প্রখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিৎ জন লক বলেছিলেন,—

"'tis virtue, direct virtue which is the hard and valuable part to be aimed at in education and not a forward pertness or any little Arts of shifting.'

এমনিভাবে, উনবিংশ শতাব্দীর উষাকালে—যখন রুশো, ফ্রোবেল, পেস্টালজি প্রমুখ প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ্‌গণের মৌলিক চিন্তাপ্রসূত আধুনিক শিক্ষার প্রথম অরুণরাগ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নবজাগরণের সূচনা করেছিল এবং ধীরে ধীরে মনোবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে 'শিশুকেন্দ্রিকতা'র নবতম আদর্শে শিক্ষাকে এক নূতন ছাঁচে গড়ে তুলবার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল তখনও, ধর্মপ্রভাব থেকে ইউরোপ তার শিক্ষাপ্রয়াসকে সর্বাংশে মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি ।

সকল দেশের প্রচেষ্টা অবশ্য স্বভাবতঃই একই ধরনের পরিণতির পথে অগ্রসর হয়নি—কিন্তু অনেক প্রগতিশীল দেশ সম্পর্কেই আমাদের উক্তির সত্যতা যে অনস্বীকার্য, ইতিহাসই সেকথা সপ্রমাণ করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইংলণ্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ—

গীর্জা ও রাষ্ট্র-প্রভাব-মুক্ত ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলি যখন দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনও সেথাকার বহু সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় গীর্জার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশিক্ষার গুরুত্বও সমগ্র ইংলণ্ডেই অল্পাধিক পরিমাণে স্বীকৃত হয়েছিল।

আবার, অতি-আধুনিককালে, ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনের কিছু কিছু রদ-বদলের ফলে, ইংলণ্ডে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, তাতেও ধর্মের প্রভাব খণ্ডিত বা অপসৃত হয়নি। বরং রাষ্ট্রের সঙ্গে গীর্জার যে আপস-রফা সাধিত হয়েছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে ধর্মযাজিগণের মত-প্রাধান্যই স্বীকৃত হয়েছে ধরা যেতে পারে। কারণ, ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনে এটিই স্থিরীকৃত হয়েছে যে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেণীর বিদ্যায়তনের সর্বস্তরেই ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে এবং সমবেত প্রার্থনা, উপাসনা প্রভৃতির মধ্য দিয়েই বিদ্যায়তনের দৈনন্দিন কার্যের সূত্রপাত হবে। সুতরাং, ইংলণ্ডে কার্যতঃ এতকাল পরে আইনের সাহায্যেই ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে বলা যায়। সে দেশের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের মতে—

বাইবেল তার সাহিত্যিক মূল্য ছাড়া অন্য কারণেও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবার দাবী রাখে। কারণ, মনুষ্যজীবনের একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করবার সামর্থ্য সে ধারণ করে এবং সে ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত না হলে কোন শিক্ষার্থীরই সর্বাঙ্গীন শিক্ষালাভ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'The study of Bible, already justifiable on literary grounds has other claims for recognition in the curriculum. Since no boy or girl can be counted as properly educated unless he or she has been made aware of the existence of a religious interpretation of life.'

ইউরোপের, বিশেষ করে বৈশ্যশক্তি-অধ্যুষিত ইংলণ্ডের, শিক্ষা-ইতিহাসেই যদি একথা সত্য হয়, তবে বেদ-উপনিষদের জন্মভূমি, অবতার-প্রথিত মহা মনীষিগণের পদরেণুপূতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা কতবেশী অমোঘভাবে সত্য—তা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ, এ-দেশের সুপ্রাচীন শিক্ষা-ইতিহাসে ধর্মের প্রভাব অতি ব্যাপক ও অনিবার্যরূপে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, স্মরণাতীত কাল থেকেই। এখানে সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রেই ধর্ম যেমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে—শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রায় তদ্রূপ করেছে। ভারতবর্ষের যে সনাতন জীবনাদর্শ 'আত্মানং বিদ্ধি'-রূপ মহাসূত্রে গ্রথিত, তারই অনুশীলনে এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দুশ্চর তপস্যায় তার সমগ্র শিক্ষা-সংবেদ ও প্রয়াসকে সে নিয়োজিত করেছিল—বৈদিক যুগ থেকে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা পর্যায়ে বিভক্ত, অথচ মূলতঃ এক ও অবিভাজ্য যে-জীবন, নিত্য আবর্তনশীল—তার রহস্য উদ্ঘাটন করে পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য বৈদিক যুগের শিক্ষার্থিবৃন্দ গুরুগৃহে সুকঠোর আচার-নিয়মের মধ্যে শ্রবণ, মনন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদিধ্যাসনে ব্যাপৃত—এ-দৃশ্য ভারতের শান্ত-রসাস্পদ তপোবন-বিদ্যালয়সমূহের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।

'The inrividual's supreme duty is to achieve his expansion into the Absolute, his self-fulfilment, for he is a potential God, a spark of the Divine.'—

প্রাচীন ভারতের সকল শিক্ষাব্যবস্থার এইছিল নিগূঢ় মর্মকথা।

আবার, শুধু বৈদিক যুগেই নয়—পরবর্তী সূত্রযুগে, মহাকাব্যের যুগে, পাণিনীর যুগে, বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধোত্তর যুগেও সেই একই মহান আদর্শ—হয়ত কখনো কথঞ্চিৎ যুগোপযোগী পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে, কখনো-বা সর্বাংশে অপরিবর্তিত আকারেই অনুসৃত হয়ে এসেছে। ভারতীয় শিক্ষা-প্রয়াসের ব্যাপক ও সার্থক রূপায়ণ যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম-শতাব্দীকালেও ক্রিয়াশীল ছিল—সেই নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, কাশী, বলভী প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অক্ষয়-আখ্যায়িকায় ও অবিনশ্বর শিলালিপিতে সে সকল অমর-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

বাস্তবিক পক্ষে, 'ভগবান প্রত্যেক জাতির ললাট-লিপিতে তাঁর দিব্য-চিন্তার বিশেষ একটি পংক্তি লিখে রাখেন।' —মহামতি ম্যাজিনির এই যে সার্থক-উক্তি তা ভারতের জাতীয় জীবনের ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়েই রূপায়িত হয়েছে বলে মনে হয়। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন,—'এ দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি যা-কিছু তা হয় ধর্মের মধ্য দিয়ে হবে, নতুবা কিছুই হবে না।'

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তদীয় Ancient Indian Education গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।...

অবশ্য এ-সবই অতীতের কথা। প্রাচীন যুগের কর্মপন্থার এরা সাক্ষ্য বহন করে, ভাবীকালের পদ্ধতি নির্ণয়ে সাহায্য করে, নির্দেশ দেয়—এইমাত্র। কিন্তু, আধুনিক কালের ধর্মশিক্ষার যে ইতিহাস, তার কাহিনী বহুলাংশে স্বতন্ত্র।

এ-কালে, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র ইংরাজ রাজত্বকালে, ভারতবর্ষের শিক্ষা-ক্ষেত্রে ধর্মের স্থান ও গুরুত্ব নির্ধারণে যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল তার সঙ্গে প্রাচীন-আদর্শের বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। বিদেশী-শাসক রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির মারফৎ তার কর্মপন্থা নিরূপিত করে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নিরাপদ পন্থা অনুসরণ করেছিল—প্রথম থেকেই। তাছাড়া, যুক্তিপ্রধান বর্তমান যুগের তথাকথিত প্রগতিবাদ, অপধর্মকেই ধর্ম-আখ্যা দিয়ে, সর্বত্র তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল এবং উৎকট রাজনীতি তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। ফলে, হয় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ধর্ম এককালে নির্বাসিত ছিল অথবা উগ্র-সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলবার যন্ত্রস্বরূপেই সে ব্যবহৃত হয়েছিল, এ-কালে।

সন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সরকার বিভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাদেশিক সরকারের নিকট নিম্নোক্ত ধরনের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেছিলেন,—

'ভারত সরকার তাঁদের এতাবৎ কালের-অনুসৃত ধর্মগত নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নন। পক্ষান্তরে, এ সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি বাধা-নিষেধ কোন শিক্ষায়তনের উপর চাপিয়ে দিতেও সরকার চান না। এ-বিষয়ে তাঁরা সতর্কতার নীতি (policy of caution) গ্রহণেরই পক্ষপাতী। ধর্ম-শিক্ষা সম্পর্কে কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রকার জোর-জুলুমেরও যেমন সরকার বিরোধী, অনুকূল পরিবেশে কোনও শিক্ষায়তন ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করলে তার অনুমোদন করতেও সরকার তেমনি আগ্রহান্বিত।'

এ-বিজ্ঞপ্তির সূত্রানুসরণেই বোধকরি, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পরে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার দু'একবার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট এ-বিষয়ে মতামত আহ্বান করে লিপি প্রেরণ করেছিলেন এবং কিছু কিছু মতামতও হয়ত তাঁদের হাতে পোঁছেছিল। তারপর, অন্যান্য বহুক্ষেত্রেও যেমন —এক্ষেত্রেও তেমনি স্তব্ধ নীরবতার অন্তরালে সমগ্র ব্যাপারটি মহানিদ্রায় সমাহিত হয়েছিল।

কিন্তু এ-সকলের অনেক বৎসর পূর্বে, বাংলার বুকে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাব—দুই-ই অতীতের ঘটনায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীরও অভ্যুদয় হয়েছে। ধর্ম ও রাজনীতি, সাহিত্য ও শিক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সর্ব ক্ষেত্রেই দূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জাতীয় জীবনক্ষেত্রে তখন কালান্তরের চিহ্ন যেন সুস্পষ্ট পরিদৃশ্যমান।…

আবার, এরই মধ্যে আরও এক বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হল ভারতবর্ষে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অকস্মাৎ এবং কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল এবং সে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা সংস্কার এবং উন্নয়ন-মূলক পরিকল্পনা কার্যকরী হতে শুরু করল।

কিন্তু রাষ্ট্রটি ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে ঘোষিত হওয়ায় বিদ্যায়তন-সমূহে ধর্মশিক্ষার স্থান স্বতঃই সঙ্কুচিত হল। অথচ, নানা সমস্যা-জড়িত শিক্ষাব্যবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি-ষেধকরূপে ধর্মের প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে—কীভাবে এবং কোন্ পদ্ধতিতে তাকে প্রয়োগ করা যাবে এ-বিষয়টিও সঙ্গে সঙ্গেই দেশের বহু চিন্তাশীল মনীষীকে এবং রাষ্ট্রপরিচালকবর্গকে চিন্তিত করে তুলল। ফলে, ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা করে সুচিন্তিত একটি রিপোর্ট পেশ করবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হল। সে কমিটির মতামত সম্বন্ধে আমরা পরে উল্লেখ করব।……

যাই হোক, এইটি-ই পটভূমি। এটিকে পশ্চাতে রেখেই স্বামী বিবেকানন্দের, বিদ্যায়তনে ধর্মশিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তাধারা এবং অভিমতের আলোচনায় আমরা প্রবেশ করছি। কিন্তু তৎপূর্বে আরও একটি উদ্ধৃতি প্রসঙ্গতঃ এখানে করে নিচ্ছি,—শুদ্ধমাত্র ধর্মের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত হবার জন্য এবং তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপপ্রয়োগে যে বিপদ সংঘটিত হতে পারে, সে-বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবার জন্য—

ভারতবর্ষ তার কর্মফলে ও ভাগ্যদোষে আজ পর্যন্ত নিজস্ব বহু সম্পদ হারিয়েছে কিন্তু তার জাতীয় জীবনের সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যে-রত্নটি, যে-কৌস্তুভ মণিটি—সেটি যেন রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবিক্ষোভ বা পরানুকরণের মোহে সে বিসর্জন না দেয়।—

'In several spheres of her national life, India is being swept off her traditional moorings, the anchor of her soul, to drift in the unfathomed water of uncharted seas. It is therefore of the utmost concern and censequence to her future that she must not drift away from her national heritage and basic ideals in the sphere of culture and learning where her achievements constitute to this day her only title to recognition in the comity of nations.'

কিন্তু থাক সে-কথা।

এক্ষণে, স্বামীজীর স্বকীয় অভিমতের কথাই আমরা আলোচনা করি। সে অভিমত অবশ্য নানাসূত্রে, নানাপ্রসঙ্গে এবং নানা সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাদেরই সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ এ-পর্যায়ে আমরা বিবৃত করেছি, আর সে প্রসঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম কিভাবে অনুসৃত হতে পারে তারও ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছি।

স্বামীজী বলেছিলেন,—'ধর্ম-ই শিক্ষার মর্ম কথা'। Religion is the core of edtcation.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ, তাঁর মত এই ছিল যে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার মুখ্য-উদ্দেশ্য। আর, চরিত্র গঠনের মূল উপাদানই হল জীবন্ত-ধর্ম, ডাইনামিক্ রিলিজিয়ন। অবশ্য সে ধর্ম কতগুলি অর্থহীন কু-সংস্কারের সমষ্টি নয়, আচার-অনুষ্ঠানের নিষ্প্রাণ ক্রিয়াকলাপও নয়, পরন্তু যে সনাতন ভাবধারা অনন্ত শক্তির উৎসরূপে আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থাদির কুক্ষিমধ্যে নিহিত আছে, যাদের জীবন্ত ভাষ্যরূপে যুগে যুগে ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবনে, কোলাহল-ময় নগর-পত্তনে—বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহা-মনীষীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, সেই চিরন্তন তত্ত্বগুলিই true eternal principles গুলিই জীবন-গঠনের প্রধান উপকরণ। সে-ধর্মই শিক্ষার ধর্ম, তাকে আত্মবিশ্বাসের ধর্মও বলা যায়।

একদা, প্রাচীন ধর্ম মতে, যারা বেদে বা ব্রাহ্মণে অবিশ্বাসী হত তারাই নাস্তিক বলে ধিক্কৃত হত। পরবর্তীকালে যারা সাকার ভগবানে অবিশ্বাস ঘোষণা করত—তারাই হত নাস্তিক।

কিন্তু নূতন যুগের নূতন ধর্ম বলছে—যে নিজের উপর অবিশ্বাসী, নিজের শক্তিতে আস্থাহীন—সেই নাস্তিক।

এ নাস্তিকতার হীন প্রভাব থেকে আপনাকে মুক্ত কর, রক্ষা কর। আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হও, জাগ্রত হও।......

এ আত্মবিশ্বাস স্বার্থ-প্রণোদিত নয়। এর ব্যাপক অর্থ বিশ্বপ্রীতি, জীবপ্রীতি, আত্মারূপে সর্বভূতে ঐক্যানুভূতি। এর ফলে অন্তরে মহাশক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমগ্র মানব-ইতিহাসে মহাপুরুষগণের জীবনে যদি কোন প্রবর্তিকাশক্তি একান্তভাবে প্রবল হয়ে থাকে, অকল্পিত ফল প্রসব করে থাকে তবে সেটি তাঁদের অপরিমেয় এবং অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস।……এই স্বামীজীর কথা ছিল।

এ-আত্মবিশ্বাসের জীবন্তবিগ্রহ মহাকাব্য-যুগের মহাবীর হনুমান স্বামীজীর চক্ষে এক অতুলনীয় আদর্শ চরিত্র ছিলেন। স্বামীজী বলতেন,—'মহাবীরের নির্ভীক চরিত্রটিকে আদর্শরূপে তোমরা গ্রহণ কর। শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তিনি মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন, জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করেছিলেন। অথচ তিনি মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন, ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ ছিলেন। নম্রতার ও বীর্যের, কর্ম ও ভক্তির—এমন সুন্দর, সমন্বয়-সমৃদ্ধ জীবন আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না।'……

* * *

জগতে ধর্মের নামে অপধর্ম, উদারতার নামে ক্রূর-সাম্প্রদায়িকতা যে কত রক্তপাতে, কত হিংসাদ্বেষের বিষোদ্গারে নারায়ণী ধরিত্রীকে কলুষিত করেছে তার সীমাসংখ্যা নেই। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ সকল প্রকারের গোঁড়ামি ও অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ধর্মের নামে কোন ভড়ং বা কাপট্য কখনো তিনি সহ্য করেন নি। সত্যের জন্য এমন আপস-রফাহীন রুদ্র, অনমনীয় মনোভাব আর কেউ কখনো প্রদর্শন করেছে বলেও আমাদের জানা নেই। কিন্তু তথাপি, এ মনোভাব সত্ত্বেও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একথা তিনি বলেছেন, অনস্বীকার্য সত্যের যথাযথ মূল্যের খাতিরেই অতি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন,—

জগতে গভীর ভালবাসার যে মধুরতম প্রকাশ দেখা গেছে, তার উদ্ভব ধর্মক্ষেত্র থেকেই হয়েছে। যে-সকল শাশ্বত শান্তিবাণী আজ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছে এই পৃথিবীতে, তারাও ধর্মের নিগূঢ় অনুভূতি থেকেই সঞ্জাত।……

'The intensest love that humanity has ever known, has come from religion. The noblest words of peace that the world has ever heard has come from men of the religious plane.'

অতএব,—'জগতের প্রাচীন ও নবীন সকল ধর্মকেই আমি অন্তরের সহিত গ্রহণ করি, অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধা করি। আবার অনাগত দূর ভবিষ্যতে সত্যের কোন নূতনতর, নবীনতর অভিব্যক্তি যদি সম্ভব হয় তবে তাকেও সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবার জন্য হৃদয়ের সকল বাতায়ন উন্মুক্ত রেখে আমি সতত অপেক্ষমান। চিরন্তন সত্যের অনন্ত, বিচিত্র প্রকাশে সুন্দর হোক জীবধাত্রী বসুধা, শান্তিময়, আনন্দময় হোক মানবসমাজ —এই আমার অন্তরের বিরামহীন কামনা।'……

আর, এই উদ্দেশ্য এবং আদর্শানুসারেই রচিত হউক শিক্ষা-ক্ষেত্রের যাবতীয় পরিকল্পনা, প্রবর্তিত হোক নব নব পদ্ধতি ও নীতি। বিপুলা এ পৃথিবীর বুকে নিরবধিকাল ধরে শিব ও সত্যের কত কল্যাণময়রূপ প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের সবকিছুই যেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা গ্রহণ করতে সক্ষম হই।

'Let us take in all that has been in the past, enjoy the light of the present and open every window of the heart for all that will come in the future.'

ভগবানের লীলাবিলাস ছেদহীন, অন্তহীন।

'God's revelation is not finished.'......

'Salutation to all the prophets of the past, to all the greatmen of the present and to all that are to come in the future.'...........

এ-সবই স্বামীজীর অনুপম উক্তি ছিল। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন এবং আশা করতেন যে যদি এই বিশেষ উদার ভাবটি, এই একান্ত বিনম্র চেতনাটি অন্তরে গ্রহণ করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থিদল ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়, তবেই দেশের বুকে গড়ে উঠবে শিক্ষার সর্বাঙ্গ-সুন্দর শ্বেত-শুভ্র মহা-সদন। সেখানে শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্নিগ্ধ-মাধুর্য বিরাজ করবে, শান্তি ও শুচিতা অম্লান থাকবে, নিয়ম-শৃঙ্খলা হবে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত স্বাভাবিক অবস্থা। সেখান থেকে বিদ্যার্জন করে জীবনের কর্ম-ক্ষেত্রে যারা প্রবেশ করবে তাদের বলিষ্ঠ ও উন্নত চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে প্রেমের নির্মল স্রোত প্রবাহিত হবে শুধু ভারতবর্ষে নয়, জগতের বিস্তৃততর ক্ষেত্রেও।

* * *

আজ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে আভহিত হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে। স্বভাবতঃই সেজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ এদেশের বিদ্যায়তনসমূহের, বিশেষ করে সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যায়তনসমূহের, কার্যসূচীতে ধর্মের স্থান নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়েছে, প্রায় বর্জিত পর্যায়-ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই এ-বর্জনের প্রতিক্রিয়া নানা বিপরীত আকারে পরিস্ফুট হওয়ার ফলে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি, 'শ্রীপ্রকাশ-কমিটি' নিয়োগ করেছিলেন—ভারত সরকার, অতি অল্পদিন পূর্বে। সে কমিটির কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। ···

সকল শাশ্বত ও সনাতন সত্যই ধর্মের আশ্রয়ভূমি। মনুষ্য-জীবনে তারা একান্ত অপরিহার্য, ব্যক্তিগতভাবেও বটে, জাতিগতভাবেও বটে। প্রকারান্তরে শ্রীপ্রকাশ-কমিটি এ-কথা স্বীকার করেছেন। তবে, বিদ্যায়তনের ছোট ছোট পাঠকক্ষে, নানা পরিবারের, নানা ধর্ম-গোষ্ঠীর ও নানা বয়সের তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সে-সকল সত্য কি পদ্ধতিতে পরিবেশন করা যাবে সেটা বিশেষ চিন্তা ও সমস্যার বিষয়—সে-কথাও কমিটি উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনুসরণে এ-কথা আজ বলতেই হবে যে আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ হলেও দেশের শিক্ষায়তনগুলিকে কোন মতেই ধর্ম-বিবর্জিত করা যুক্তিযুক্ত হবে না, নিরাপদ হবে না। তাদের কর্ম-প্রয়াসের ভিত্তিমূলে কোন-না-কোন ভাবে ধর্মের অমৃত-রসধারা সিঞ্চন করবার দুরূহ সাধনা শিক্ষাব্রতীদিগকে করে যেতেই হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর, সে সাধনপথে তাঁরা নিয়ত স্মরণ রাখবেন সেই অনবদ্য ধর্ম-সংজ্ঞা—'পবিত্রতা, পরার্থপরতা ও সংযম এই ত্রয়ী নিয়েই ধর্মের মহাসৌধ গঠিত এবং তাদের অনুশীলনেই অন্তরের সুপ্ত দেবভাব বিকশিত হয়ে থাকে, ব্রহ্মস্বভাব উদ্‌বুদ্ধ হয়ে থাকে। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া···এইটিই শিক্ষার্জনের শাশ্বত ও ঋজু পন্থা বলে ভারতবর্ষের অভ্রান্ত ও চিরন্তন ঘোষণা।

কাজেই, যে-শিক্ষার গৃহতল থেকে ধর্মের মহাসম্পদ নির্বাসিত হবে সেথায় শিক্ষা নানাদোষে দূষিত না হয়েই পারবে না। ধর্মের নামে বর্বর সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণ গোঁড়ামি যে জগতে প্রভূত অনর্থের সৃষ্টি করেছে সেটা অনস্বীকার্য কিন্তু সেগুলির কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পেতে হলে ধর্মের যথাযথ প্রয়োগের মধ্যদিয়েই পেতে হবে, তাকে বর্জন করে নয়। বর্জন করলে বরং জটিলতর ও জঘন্যতর মনোবৃত্তির উদ্ভব হবে এবং তাদের নিরাকরণ হয়ত শেষ পর্যন্ত সম্ভবই হয়ে উঠবে না।

সুতরাং, যে উদার ও সার্বভৌম ধর্মের কথা স্বামীজী আজীবন ঘোষণা করেছেন, যে-ধর্ম সকল দেশের পক্ষে, সকল জাতির পক্ষেই নিত্য সত্য—সেই মানবধর্মের মর্মকথা শিক্ষায়তনসমূহের ধর্মশিক্ষার বিষয়ীভূত করা বাঞ্ছনীয় হবে। এই স্বামীজীর অভিমত ছিল।

তার বিশদ কার্যপ্রণালী এইরূপ হতে পারে।···

প্রাত্যহিক নীরব প্রার্থনা এবং তার সঙ্গে মহাপুরুষদিগের জীবনী ও বাণী-সম্বলিত সংক্ষিপ্তভাষণ বিদ্যায়তনে প্রবর্তিত হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/443

পারে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বেতার সাহায্যে ধর্মের শাশ্বত ভাবসমূহ বিশেষ চিত্তাকর্ষকভাবে গল্প, নাটক, সংগীত প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হতে পারে।

শ্রীচৈতন্য, রাণী রাসমণি, তুলসীদাস, স্বামীজী—জাতীয় চলচ্চিত্রের বহুল প্রচারের মধ্যদিয়েও উচ্চ আদর্শ-জীবনের দিকে ছাত্র সমাজকে আকর্ষণ করবার একটি সুন্দর পন্থা প্রস্তুত করা যেতে পারে। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, গান্ধীজী প্রমুখ মহামনীষিগণের জীবন এবং প্রাচীন ভারতের নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নানা আখ্যায়িকা অবলম্বন করেও অনুরূপ চলচ্চিত্র নির্মিত হতে পারে।

বিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারে দেশ-বিদেশের যথার্থ ধর্মভাবদীপ্ত লেখকগণের গ্রন্থাদি রক্ষিত হলে এবং সেগুলির পাঠ ও আলোচনায় ছাত্রসমাজের অনুরাগ যাতে আকৃষ্ট হয় তার ব্যবস্থা হলেও ধর্মশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হতে পারে।

সর্বোপরি, স্বামীজীর সেই উক্তি—

'The students must live with one whose character is a blazing fire.'........ অর্থাৎ,—শিক্ষকগণের নিজেদের জীবন এবং সতেজ ধর্মবুদ্ধিই ধর্মশিক্ষা বিকিরণের সর্বোত্তম উপাদান বলে গ্রহণ করতে হবে।

একথা বুঝতে হবে যে—

'Religious education is not one aspect of education. It is rather an attitude and spirit that pervades and irradiates everything'......

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাঃ জ্যাক যেমন বলেছিলেন—'Unless it is present in all we teach it is not effectively present in anything we teach.' তাও উপলব্ধি করতে হবে।

আরও উপলব্ধি করতে হবে যে,—ধর্ম একটি জাগ্রত ও জীবন্ত শক্তি। অনুভূতিই তার প্রাণ। 'যদ্ যদ্ পশ্যসি তদ্ বদ'—সকল ধর্মজিজ্ঞাসার এটিই মূলকথা।······

সুতরাং বিশুদ্ধ আচরণ ও পরিচ্ছন্ন অনুভূতির ফলে যে ধর্মভাব জাগ্রত হয় সেটি তীব্র সংক্রামক শক্তি-বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং তার প্রভাবও অমোঘ হয়, অনতিক্রম্য হয়। অতএব, শিক্ষায়তনের যাঁরা কর্ণধার, শিক্ষাকে যাঁরা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'চারজনও যদি যথার্থ ধর্মবুদ্ধিতে উদ্বদ্ধ হয়ে অগ্রসর হন, 'আপনি আচরি ধর্ম'—বিদ্যার্থীদের শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হন—তবেই সত্যিকার—'Man making, Life-giving' ও 'Character-building'—শিক্ষার বুনিয়াদ দেশে গ্রথিত হতে পারে।

* * *

বাংলাদেশের অশেষ তপস্যা ও সৌভাগ্যবশে ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত-প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার মাটিতেই জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁর যে দিব্যজীবনটি ধর্ম ও কর্মের, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ে সার্থক ছিল, সেটি দেশের সর্বশ্রেণীর নরনারীর সম্মুখে এক অক্ষয় আদর্শরূপে দীপ্যমান। তাকে সম্মুখে স্থাপন করে নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে যাবার সুবর্ণ সুযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

তাই রয়েছে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলার। আমাদের শিক্ষা-পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে, জাতিগঠনের সর্বপ্রচেষ্টায় সে দুর্লভ আদর্শটিকে যেন উপেক্ষায় বা অবহেলায় আমরা নষ্ট না করি, এই আমাদের বিনম্র আবেদন।

যেন স্মৃতির পটে চিরজাগ্রত রাখি স্বামীজীর সে অবিস্মরণীয় অক্ষয় নির্দেশ, শাস্ত্রগ্রন্থের শাশ্বত অনুশাসন—

'বীর্য, বীর্যই উপনিষদের বাণী। সে বাণীই তার পত্রে পত্রে বিঘোষিত। 'অভী' পদটি জগতের এই একটিমাত্র শাস্ত্র গ্রন্থেই পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে এ শব্দটি এমনভাবে প্রযুক্ত হয়নি—কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধেও নয়, ঈশ্বর সম্বন্ধেও নয়।'······

গ্রীসদেশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের স্মৃতি-কথা আমার মানসপটে ভেসে আসছে। কল্পনার ক্ষেত্র প্রসারিত করে আমি যেন দেখছি সে মহাশক্তিমান অজেয় যোদ্ধৃপুরুষ—অর্ধ পৃথিবী আপন পদভারে কম্পিত করে সিন্ধুনদের তটভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। নির্মেঘ আকাশপটে অস্তসূর্যের রক্তিম-আভা তখন বিচিত্র বর্ণবিন্যাস রচনা করেছে। সন্ধ্যার অবিলম্বতায় শ্বেতপক্ষ বিহগকুল দীর্ঘরেখায় কুলায় অভিমুখে গতিশীল। গেরুয়া রঙে আবৃত পৃথিবী, আবৃতি উদাস সিন্ধুর জলধারা। নদীতটে এক অনাবৃত প্রস্তর খণ্ডের উপর নগ্নদেহ, জটাজুট-সমন্বিত শীর্ণ, দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। দেহযষ্টি তপস্যার ভারে ভগ্নপ্রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন সুস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি,—সম্রাট আলেকজাণ্ডার সেই সন্ন্যাসীর প্রশান্তমূর্তিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে নিছক কৌতূহলের বশে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু অনতি-বিলম্বে সন্ন্যাসীর অদ্ভুত জ্ঞান-গভীরতা, এবং অসাধারণ প্রজ্ঞা তাঁকে বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে। বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে অনুরোধ জ্ঞাপন করছেন আলেকজাণ্ডার—'আপনি গ্রীসদেশে চলুন। গ্রীসদেশ আপনাকে প্রচুর অর্থদান করবে, সমুচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখবে।'……

আর স্মিতহাস্যে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন। বলছেন,—'এই ভারতবর্ষই আমার সাধনপীঠ, আমার তপস্যার ভূমি,—আমার গুরু স্থান। আমি এখানেই থাকব। সম্মান বা প্রতিষ্ঠা আমার কাম্য নয়, আমার লক্ষ্য নয়। অন্য কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সে উত্তরে সম্রাট ক্রুদ্ধ হলেন। অকস্মাৎ বাহ্য নম্রতার অন্তরাল থেকে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের রুদ্রমূর্তি আত্মপ্রকাশ করল। তীক্ষ্ণ কঠিন সুরে তখন উচ্চারিত হল আদেশ—'তোমার আপত্তি আমি শুনতে রাজী নই, তোমাকে যেতেই হবে। যদি তুমি আমার কথায় সম্মত না হও, তবে আমি বলপ্রয়োগ করব; প্রয়োজন হলে তোমাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হব না।'

আর সঙ্গে সঙ্গেই, মৃদুহাস্যের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসী উচ্চারণ করলেন এই বিচিত্র কথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সম্রাট, এই মুহূর্তে যে মিথ্যা বাক্য আপনি উচ্চারণ করলেন, এমন নিভাঁজ মিথ্যা পূর্বে আর কখনো হয়ত উচ্চারণ করেন নি।...

আমি দেহ নই মন নই। আমি জন্ম-মৃত্যুর অতীত শাশ্বত আত্মা, আমাকে কে হত্যা করবে, কীভাবে হত্যা করবে?'

'অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥'...

স্তম্ভিত হলেন আলেকজাণ্ডার, একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন মুহূর্ত মধ্যে।

এরই নাম বীর্য, এরই নাম অভীঃ। ধর্মোৎকর্ষে এই বীর্যের, এই মহাশক্তিরই উদ্ভব হয়ে থাকে। এরই ফলে অন্তরের অতি-গভীরে এক বিচিত্র নির্দেশ শব্দিত হতে থাকে, এক অশোক-মন্ত্র ধ্বনিত হয়।

তখন অনুভূত হয় এই তত্ত্ব:

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্।

—আমা হতেই নিখিল-প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়েছে, আমাতেই সে প্রতিষ্ঠিত। আবার আমাতেই সে বিলুপ্ত হবে। অতএব আমিই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন বুঝতে পারা যায় কার জন্য—

…'রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি ।'…

এবং কোন্ প্রেরণায়ই বা চিরদিন মানুষ—

…ছুটেছে নির্ভীক পরাণে—
সংকট-আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ-পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো । দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে ।'

তথাপি,—

'হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/443

স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকট দিনে রহিবে না স্থির,
সমুদ্র আকাশ হতে ধূলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণদশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।"

—রবীন্দ্রনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

☆ চার ☆

'The women of India must grow and develop in the footprints of Sita, and that is the only way.'

—Swami Vivekananda.

শিক্ষার বিবিধক্ষেত্রের মত স্ত্রীশিক্ষার জটিল এবং অতি-গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সম্পর্কেও স্বামী বিবেকানন্দের সুচিন্তিত অভিমত তাঁর নানা উক্তি, ভাষণ ও পত্রাবলীর মধ্যে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

জাতীয় উন্নতির পক্ষে একান্ত-অপরিহার্য এ-বিষয়টি শিক্ষার অন্যান্য প্রায়োজনীয় বিষয়েরই মত তাঁর গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের হেতু ছিল। তদীয় আবির্ভাবকালে, সমগ্র ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষার অধোগতি একটি মর্মান্তিক অবস্থায় পৌঁছেছিল, জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। সে-কথা অন্যত্রও আমরা বলেছি। সেই শোচনীয় পরিণতি স্বভাবতঃই স্বামী বিবেকানন্দের মনে একটি তীব্র বেদনাবোধ জাগ্রত করেছিল। যে দেশে একদিন গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতীর মত মনস্বিনী মহিলা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 'আত্মায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই'—এ তত্ত্ব যে-দেশের ঋষিকুল আধ্যাত্মিক সাধনায় উপলব্ধি করেছিলেন সভ্যতার প্রত্যুষ-লগ্নে,—সে দেশের আধুনিক কালের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্ত্রীজাতির প্রতি অতি-নির্মম ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকটা যেন প্রহেলিকার মতই প্রতীত হয়েছিল স্বামীজীর কাছে। অথচ স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন—যে,

'With five hundred men the conquest of India might take 'fifty years ; with as many women, not more than a few weeks.'......

সুতরাং, স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজন এবং যথাযথ ব্যবস্থাদি সম্পর্কে শুদ্ধমাত্র মৌখিক অভিমত প্রকাশ করেই যে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়, সেটা তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতে সম্ভবও ছিল না ;—পরন্তু, ভগ্নী নিবেদিতাকে যন্ত্রস্বরূপ অবলম্বন করে নিজ জীবদ্দশায়ই, স্ত্রীশিক্ষার এক মহাযজ্ঞের তিনি সূত্রপাত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রায় সম-সাময়িক কালেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বালিকা বিদ্যামন্দির তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—কলকাতার উপকণ্ঠে, নারী-শিরোমণি দেবী সারদামণিকে কেন্দ্রে গ্রহণ করে, তাঁর প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের শুভ-আশীর্বাদ নিয়ে। সে-কথা বিশদভাবে পরে বলব।

* * *

একদিন প্রাচীন ভারতবর্ষে—তার ধর্মাচরণে, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নারীর প্রভূত সম্মান স্বীকৃত ছিল। মাতৃরূপে ভগবানের উপলব্ধি, বহু-বিচিত্র নারী-বিগ্রহে মহাশক্তির উপাসনা ভারতের ধর্ম সাধনায় এক অনুপম বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব আনয়ন করেছিল। সে গৌরবময় কাহিনীর স্বাক্ষর রয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, ভারতবর্ষের ধর্ম-আখ্যায়িকায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেমিটিক ও আর্যগোষ্ঠীর আচারানুষ্ঠানের তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী একদা বলেছিলেন,—সেমিটিক গোষ্ঠীর ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় নারীকে একেবারে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিল। সে মানবগোষ্ঠীর ধর্ম-কর্মাদির অনুষ্ঠানে নারীর কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না, সেখানে তার প্রবেশই যেন সর্বাংশে নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু আর্যগোষ্ঠীর বিধি-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সস্ত্রীক ধর্মাচরণ ছিল বিধি, প্রায় বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার মত। যাগে-যজ্ঞে, ক্রিয়া-কর্মে স্ত্রীর প্রয়োজন ছিল সর্বথা অপরিহার্য। তার কারণও অবশ্য ছিল।…

সে যুগে আর্য সমাজে চতুরাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল। পুত্রলাভের প্রয়োজনটি ঘোষণা করা হত অতি ব্যাপকভাবে, কখনো কখনো অতি বিকৃতভাবেও বটে। কাজেই স্ত্রীকে সর্বাবস্থায় স্বামীর সহগামিনী হতে হত। যজ্ঞকালে তাঁকে পার্শ্বে থাকতে হত—সহায়িকারূপে। ধর্মাচরণে অনুগামিনী হতে হত সহধর্মিণীর অধিকার নিয়ে। আবার তীর্থযাত্রায় বা বনবাসের পথেও তিনি প্রায়শঃ স্বামীর সহযাত্রী হতেন—সুখ-দুঃখের সম—অংশ-ভাগিনীরূপে।

তাই, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে সীতা তাঁর সহগামিনী, পাণ্ডবদের বনযাত্রায় দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর পশ্চাদ্বর্তিনী। আবার সীতার নির্বাসন কালে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্ণসীতা প্রস্তুত করতে হয়েছিল —সেও নিঃসংশয়ে নারী-মর্যাদার এক অনবদ্য নিদর্শন।

সর্বোপরি, ভারতীয় জীবন-দর্শনে, ভারতের সমাজ-পরিকল্পনায় নারীর মাতৃরূপটি অতি উচ্চ সম্মানের অধিকার লাভ করেছিল, প্রাচীন যুগ থেকে।

তাছাড়া, নারীর নিজস্ব জ্ঞানোৎকর্ষের ঐশ্বর্যও সে-কালে উপেক্ষণীয় ছিল না। সে স্বর্ণময় যুগে, ভারতবর্ষের উর্বর মাটিতে, নানা পর্যায়ে বহু বিদুষী ও তপস্বিনী নারীর উদ্ভব হয়েছিল বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। জনকরাজার মহতী সভায় বিদুষী গার্গী, মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জটিলতম শাস্ত্রবিচারে আহ্বান করেছিলেন। 'বাচক্নবী' বিশেষণে তিনি সেকালে বিভূষিতা হয়েছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতমা পত্নী দেবী মৈত্রেয়ী সার্থক সাধিকা ছিলেন, অতি উচ্চ পর্যায়ের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছিলেন। অবাঙ্‌-মনসগোচরম্‌ যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তা উপলব্ধি করবার শক্তি তিনি তপস্যা সহায়ে অর্জন করেছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তারই অনবদ্য কাহিনী অক্ষয় লিপিতে লিখিত রয়েছে।

পরবর্তী মহাকাব্যের যুগেও এমন অসংখ্য মহীয়সী নারীর দর্শন পাওয়া যায় যাঁদের ধর্মবুদ্ধি, কর্তব্যজ্ঞান ও চরিত্র-মহিমা কালের ভ্রুকুটি অক্লেশে অতিক্রম করে আমাদের বিংশ-শতাব্দীর অতি-জাগ্রত যুগের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কৌশিক-পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধের উপাখ্যানে, সাবিত্রী-সত্যবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

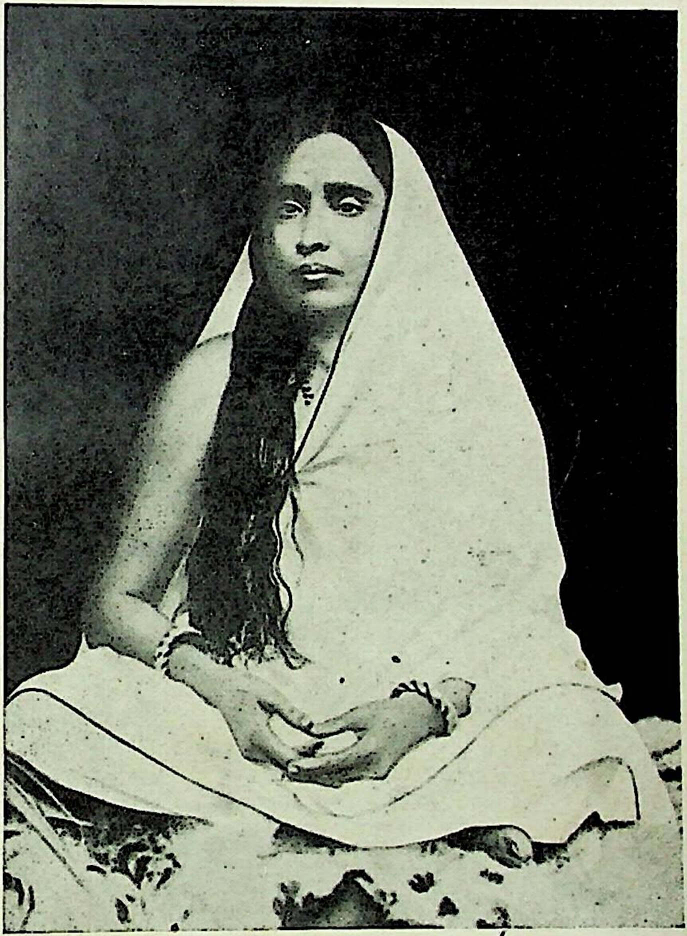

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহিনীতে নারীশক্তির যে নিদর্শন রয়েছে, নল-দময়ন্তীর চিত্রে, হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার আখ্যায়িকায়, তার যে গৌরবের পরিচয় আছে বর্তমান অতি-আধুনিকতার কালেও তার তুলনা খুব বেশী খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

সর্বোপরি সীতা, রামময়-জীবিতা সীতা, চির-দুঃখিনী সীতা! সে অনুপম, অতুলনীয় চরিত-গাথা সমগ্র ভারতীয় নারী সমাজকে যেন সর্বকালের জন্য এক অম্লান ভাস্বর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। সে অনতিক্রম্য ও অনন্য আদর্শের তুলনা হয় না।

পরবর্তী বৌদ্ধযুগেও লোপামুদ্রা, বিশ্ববরা, সঙ্ঘমিত্রা প্রমুখ মনস্বিনী নারীর উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে তাঁদের উন্নত জীবন-মাহাত্ম্যের, নানা জনহিতকর শুভ কার্যাবলীর, এবং তাদেরই মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে আছে সে-যুগের নারী-সমাজে শিক্ষা-উৎকর্ষ ও জ্ঞান-চর্চার প্রসার কতটা ছিল তারই পরিচয়।…

তথাপি, এ-সকল প্রমাণ সত্ত্বেও,—একথা কিন্তু অনস্বীকার্য যে সে যুগের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্ত্রীশিক্ষার স্থান ও প্রাধান্য কিরূপ ছিল, নারী সমাজের সম্মুখে শিক্ষা-সুযোগ কতটা প্রসারিত ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ সুলভ নয়। ইতিহাসের মুখর-ভাষণ এক্ষেত্রে যেন অনেকাংশে স্তব্ধ হয়ে আছে। কি প্রাক্-বৌদ্ধযুগে, কি উত্তর-বৌদ্ধযুগে—কোন যুগেই, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। এমন কি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে-কালে দেশের নানাস্থানে যে-সকল বৃহদায়তন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, কি উত্তর ভারতে, কি দক্ষিণ ভারতে—তাদেরও কোনটিতে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা সে-বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় না।

কোন নারীশিক্ষার্থী বা নারী অধ্যাপিকার বিবরণ কি তাদের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে? তাদের ইতিকাহিনী কোথাও কি সবিস্তারে পাওয়া যায়?

সাধারণে প্রচলিত যে ইতিহাস, সে ইতিহাসও এ-সম্বন্ধে কোন বিশেষ আলোকপাত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, স্বভাবতঃই এ-কথা মনে হয় যে প্রাচীন স্বর্ণময় যুগের অবসানে, নানা অবস্থা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর শিক্ষাব্যবস্থাও যেমন সঙ্কুচিত হয়েছিল, তার সম্মানজনক আসনটিও তেমনি অনেকাংশে স্থানচ্যুত হয়েছিল।

অমিত-শক্তি-সম্পন্ন পুরোহিত কুলের আধ্যাত্মিক অবনতির সেই কাল। তখন কুলগত অধিকার এবং বংশগত সম্মান ও আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য নিম্নতর বর্ণের সঙ্গে চরম সংঘর্ষে তাঁরা লিপ্ত হয়েছেন।

অসহিষ্ণুতা ও ঈর্ষাপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে শাস্ত্রাধিকার থেকে:তখন তাঁরা বঞ্চিত করেছেন। অধোগতির সে দুঃখময় দিনে, ব্রাহ্মণ সমাজ নিম্নবর্ণের নিকট যেমন জ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ করেছিল, স্ত্রীজাতিকেও তেমনি সকল শিক্ষা-সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজী বলেছিলেন,—

'In the period of degradation when the priests made the other castes incompetent to study the Vedas—they deprived the women also of all their rights.'

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ,
যত্রৈতাস্তে ন পূজ্যন্তে, সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

অথবা, কন্যাপ্যেবং পালণীয়া,শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।—মনুস্মৃতির এ-সকল নির্দেশবাণী, উক্ত অবাঞ্ছিত অবস্থারই প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত বলে মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে।···

তারপর আর এক দীর্ঘ যুগের ব্যবধান। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর অনাবৃষ্টির উষরতার-সে এক বহুবর্ষ বিস্তৃত কাল। তারই মধ্যে নানা উত্থান-পতনের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তিত হল। এল মুসলমান শাসন যুগ, এল ইংরাজ শাসন কাল। দূরপ্রসারী পরিবর্তন এল জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না, সেখানেও প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত হল। নিঃসন্দেহে স্ত্রীশিক্ষা তখন একান্ত উপেক্ষা ও অপ্রয়োজনের বিষয় হয়ে দাঁড়াল এবং অবহেলিত তুচ্ছতার অন্তরালে সে এক অবলুপ্ত-প্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হল। তখনকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নারী জাতির পক্ষে নিজ ধর্ম এবং মর্যাদারক্ষাই হয়েছিল মুখ্য-চিন্তার বিষয়, নিদারুণ শঙ্কার—হেতু অন্য সবই হয়েছিল গৌণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয় হিন্দু সমাজ, সে পরিস্থিতিতে, তার অন্তঃপুরের শুচিতা ও ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য নানা কঠিন নিয়মের প্রণয়ন করেছিল, করতে বাধ্য হয়েছিল।

ফলে, তখন বাইরের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পরিহার করে ভারতীয় নারী অন্তঃপুরের নিভৃত নিরালার মধ্যেই নিজস্থান সীমিত করেছিল।

সমগ্র মুসলমান রাজত্বকালেই এই সঙ্কোচনের অবরুদ্ধতা ছিল। তারপর ইংরাজ শাসনকাল প্রবর্তিত হয়েছিল এদেশে। কিন্তু ততদিনে পর্দাপ্রথার অন্তরালে এদেশের নারী একান্তভাবে অন্তঃপুরচারিকা হয়ে পড়েছে। রক্ষণশীল সমাজপতিদের চক্ষে তার শিক্ষা-প্রয়োজনীয়তা প্রায় অবাঞ্ছিতের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে, আখ্যাত হয়েছে-সমাজ-কল্যাণের প্রতিকূল বলে।

অতএব ইংরাজ আমলের শিক্ষা-সুযোগ, অন্ততঃ তার প্রারম্ভিক যুগে, শুধু যে সমাজের উচ্চ স্তরের অতি সামান্য অংশে সীমাবদ্ধ থাকবে—তাতে বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। যারা বুদ্ধিজীবী, আভিজাত্যে ও কাঞ্চন-কৌলিন্যে শাসকগোষ্ঠীর কাছাকাছি যাবার দাবী রাখে তাদেরই মধ্যে কতকাংশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হল। আর বাকী বৃহত্তম নারী সমাজ শিক্ষাহীনতার প্রগাঢ় তমিস্রায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রইল।

বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, বিকৃত শিক্ষা বা অশিক্ষার ছিদ্রহীন কৃষ্ণ আবরণ তাকে যেন আবৃত করে রেখে দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু আর একদিকে,আর এক প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হল সমসাময়িক কালে প্রায় সমান্তরাল ধারায়। নদীর এক পার ভেঙে অন্যপারে নূতন দেশের আবির্ভাবের মত সে প্রক্রিয়া।

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর যুগ লক্ষণের কথা বলতে চাচ্ছি। সমগ্র মানব সভ্যতায় তখন যে মহাবিবর্ত্তন স্থুরু হয়েছে তারই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চাচ্ছি।

তখন ধর্মের কেন্দ্রে মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে। শাস্ত্র নয়, দেবতা নয়, পুরোহিত নয়—মানুষ। শিক্ষার কেন্দ্রে শিশু আসন গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছে পুঁথি নয়, নীতি নয়, শিক্ষক নয়—শিশু। আর রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়ও উপেক্ষিত গণ-দেবতা আপন অধিকার বিস্তারে উদ্যোগী হচ্ছে। সকল আভিজাত্য ও কাঞ্চন-কৌলিন্যের বিশেষ অধিকারকে চূর্ণ করতে চাইছে নূতন বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক সাম্যবাদ। শূদ্র জাগরণ এবং নারী জাগরণ সূচিত হচ্ছে অতি ব্যাপক বিস্তৃতিতে—নানা দেশে, নানা মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে।

ঠিক সেই কালে, বিগত শতাব্দীর প্রান্ত ভাগে, পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের প্রায় সর্বত্র বিক্ষুব্ধ নারী সমাজও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকাশ্য বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছে। তাদের নব জাগ্রত চেতনায় সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অতি কঠিন অভিযোগ জাগ্রত হচ্ছে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, আইন-প্রণয়নে, সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়,—এক কথায়, জীবনের সকল ব্যাপারে, পুরুষের সঙ্গে সম-অধিকার তখন তারা দাবী করছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইবসেনের 'ডলস্ হাউস' ও ঐ-জাতীয় অন্যান্য রচনা তাতে ইন্ধন জুগিয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষ তখনও নীরব ঔদাসীন্যে নিশ্চেষ্ট। তখনও তার তন্দ্রালসতা কাটে নি, কর্মোদ্যম সর্বথা বিলম্বিত। কেবল মধ্যে মধ্যে ক্বচিৎ কোথাও, অতি-ক্ষীণ কণ্ঠে নারী-জাগরণের মৃদু প্রভাত-কাকলি শোনা যায়—

'না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত বুঝি জাগেনা, জাগেনা।'

'The importance of the education of girls and women in India at the present moment cannot be over-rated. It effects vitally the range and efficiency of all education...

The education of the girl is the education of the mother, and through her of her children. The middle and high classes of India have long suffered from the dualism of an educated manhood and an ignorant womanhood a dualism, that lowers the whole level of the home and domestic life and has its reaction on personal and national character.......

The education of women, especially in the higher stages will make available to the country a wealth of capacity that is now being largely wasted through lack of opportunity. It is only through education that Indian women will be able to contribute in increasing ideas and culture of the country.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এ সকল উক্তি ও মন্তব্য তখনও দূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।…

আর তারই মধ্যে, অকস্মাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছিল বাংলায়, ধ্বনিত হয়েছিল সমগ্র ভারতভূখণ্ডে, এমনকি, গোলার্ধের অপর প্রান্ত অবধি।

সে অব্যর্থ কণ্ঠধ্বনি, শুধু আহ্বান-আবেদনের অপরিসর পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরন্তু, তার মধ্যে, ক্রম-বিন্যাসে স্ত্রীশিক্ষার বিবিধ শাখা ও সমস্যা সম্পর্কে স্বামীজীর সুচিন্তিত মতামত অভিব্যক্ত ছিল।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য কি হবে, তার পাঠ্যসূচী কি প্রকার হওয়া বাঞ্ছনীয়, শিক্ষয়িত্রীই-বা কারা হবেন এবং কিরূপে তাঁদের সংগ্রহ করা যাবে—এ সবই তাঁর আলোচনার অঙ্গীভূত ছিল। আবার, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিকৃত কূপ মণ্ডূকতার বিরুদ্ধে ধিক্কারও বড় কম ছিল না।

মনে হয়, তাঁর কণ্ঠের সেই তীব্র, তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনাতেই—ভারতবর্ষ প্রথম চেতনা লাভ করেছিল, প্রথম সচকিত হয়ে উঠেছিল।…স্বামীজী বলেছিলেন,—

'স্মৃতি-কৃতি লিখে, নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এ-দেশের পুরুষগণ মেয়েদের একেবারে উৎপাদন যন্ত্রবিশেষে পরিণত করে তুলেছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা, জীবন্ত বিগ্রহ নারী। তাদের না তুললে আর দেশের কোন উপায় নেই, কোন পথ নেই।…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তি-মূর্তির চরম অবমাননা।...

নারীকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেই জগতের অন্যান্য জাতিরা মহত্ব অর্জন করেছে, যারা তা করে নি তাদের অধো-গতি কেউ রোধ করতে পারবে না।...

দক্ষিণ দেশে দেখেছি উচ্চজাতির নীচের উপর কী অত্যাচার! মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের নাচের কী ধূম! যে-ধর্ম গরীবদের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম!...

যে-দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু'হাজার বৎসর খালি বিচার করেছে, ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না কার হবে?

কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ।—ভগবান জানছেন, তাঁর চক্ষে কে ধূলো দেবে?'...

বলেছিলেন,...'শাক্ত' শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।...

কিন্তু, আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করেছি। হীন পরমুখাপেক্ষিতা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসহায়তার মধ্যে জীবন যাপন করবার শিক্ষাই তাদের দিয়েছি যুগ যুগ ধরে। তার ফলে, আমরা পশুত্বের পর্যায়ে নেমেছি, দাসত্ব, উদ্যমহীনতা ও দারিদ্র্যের চরম দুর্দশায় গিয়ে জগতের অশেষ করুণার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছি।...

অথচ, আমেরিকার উদাহরণ দেখ। সেখানে নারীর মর্যাদা কোন প্রকারে পুরুষ অপেক্ষা হীন নয়, ন্যূন নয়। সেখানে পুরুষ ও নারী সম-শিক্ষায় ও সম-স্বাধীনতায় একযোগে পাশাপাশি পা ফেলে এগিয়ে চলেছে।...

সে-দেশের মেয়ের মত মেয়ে জগতে নেই। কি পবিত্র, কি স্বাধীন, স্বাপেক্ষ আর দয়াবতী। মেয়েরাই সে-দেশে সব। 'যা শ্রীঃ স্বকৃতিনাং ভবনেষু' (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপিণী) এই হচ্ছে সে-দেশে ; আর পাপাত্মানাং হৃদয়েষ্ব-লক্ষ্মীঃ (পাপাত্মাগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মী স্বরূপিণী) হচ্ছে আমাদের দেশে।...এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম্! ত্বং শ্রী স্তমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ। যা দেবী শক্তিরূপেন সংস্থিতা—ইত্যাদি।

সে-দেশের বরফ যেমন সাদা তেমনি হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন তেমনি পবিত্র, তেমনি সাদা!

সে-দেশে কত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখেছি, কত শত মা দেখেছি—যাদের নির্মল চরিত্রের, নিঃস্বার্থ অপত্য স্নেহের বর্ণনা কোন ভাষার মাধ্যমে করা সম্ভব নয়।

কত শত কন্যা ও কুমারী দেখেছি, যারা ডায়নাদেবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ললাটের তুষার কণিকার মত নির্মল। আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্বপ্রকারে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না।······

আর আমাদের দেশে? আমরা মহাপাপী। স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়েছি। বাপ্ আকাশ পাতাল ভেদ !! যথা তথ্যতোঽর্থানব্যদধাৎ !···

শাস্ত্র বলছে ··তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও বালিকা – ত্বং পুমানসি ত্বং স্ত্রী ত্বং কুমার উত বা কুমারী।···আর আমরা বলছি কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী,···ইত্যাদি। তার ফলে, কালের অলঙ্ঘ্য বিধানে যে অবাঞ্ছিত পরিণতি হওয়া স্বাভাবিক, সেটিই হয়েছে।

এরূপ অজস্র উক্তি বজ্রনির্ঘোষের মত সেকালে ধ্বনিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকে।···সেগুলির সর্বাবয়ব উদ্ধৃতি অপরিসর বর্তমান গ্রন্থে সম্ভব নয়।

* * *

সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রের মত, নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও যে অজস্র জটিল সমস্যা রয়েছে সে-কথা স্বামী বিবেকানন্দের অজানা ছিল না। কিন্তু শিক্ষার সাহায্যে সমাধান হয় না এমন কোন সমস্যা জাতীয়-জীবনের কোন ক্ষেত্রে থাকতে পারে বলেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। শিক্ষাকে তিনি 'magic word' বলে অভিহিত করতেন। বলতেন,—

'I do not know of any problem that cannot be solved by that magic word—Education, which may be described as a d velopment of faculty or as a training of individuals to will rightly and efficiently.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/443

সেই শিক্ষার পুনঃ প্রবর্তনের জন্য তদানীন্তন কালের বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে, তিনি সর্বপ্রথমে উপযুক্ত মহিলা কর্মীর প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এদেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীর তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

বলতেন,—

'The duty of teaching in the schools for girls ought to devolve absolutely on educated widows and Brahmacharinis. It is good to avoid in this country any association of men with women's schools.'

বলতেন,—

'ভারতের কল্যাণ, স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভব হবে না। একপক্ষ পক্ষীর উর্ধ্ব আকাশে উত্থান সম্ভবপর নয়। সেই জন্য রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, মাতৃভাব প্রচার।...

সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। সে মঠের কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজ করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী দেবী সারদামণি। আর তার সকল কর্মের আদর্শরূপে, না, শুধু তারই নয়, সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থারই আদর্শরূপে সর্বকালের জন্য গৃহীত হবেন সীতা!

সীতা, যিনি মূর্তিমতী পবিত্রতা থেকেও পবিত্র, মাতা বসুমতীর মতো ধৈর্যশীলা, যিনি একাধারে নারীরূপে মহীয়সী, জায়ারূপে 'পতিব্রতানাং ধুরি সংস্থিতা'— যাঁর অনুপম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চরিত্র-মাধুর্য যুগ যুগ ধরে সমগ্র আর্যাবর্তের সম্মিলিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছে—এদেশের নারী সমাজের চিত্তলোকে তিনিই চিরদিন আদর্শরূপে বিরাজ করবেন।

স্বামীজীর স্বকীয় ভাষায়—

'Sita has gone into the very vitals of our race. Any attempt to modernise our women, if it tries to take our women away from that ideal of Sita is immediately a failure.'

সে মঠে শিক্ষার্থী হয়ে যাঁরা আসবেন তাঁরা সুশিক্ষিতা হবেন, সুচরিত্রা হবেন। ব্রহ্মচারিণীর নিষ্ঠাপূত জীবন তাঁদের যাপন করতে হবে। স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দু নারীর রক্তে সতীত্বের যে বীজ সংস্কারগতভাবেই নিহিত আছে—তাদের চরিত্রে সেই সতীত্বের ভাস্বর-প্রভা দেদীপ্যমান হবে, শোভান্বিত হবে।

এখান থেকে শিক্ষালাভ করে যাঁরা শিক্ষাকার্যের জন্য নির্বাচিত হবেন, তাঁরাই হবেন এই নূতন যুগের সঙ্ঘমিত্তা। স্ত্রীশিক্ষার যোগ্য প্রচারিকারূপে ভারত-ভূখণ্ডের দূর দূরান্তরে শিক্ষার দীপশিখা হাতে নিয়ে তাঁরা ছড়িয়ে পড়বেন। তাঁদেরই হাতের জ্ঞান-খড়্গে আঁধার-মহিষ দ্বিখণ্ডিত হবে,—বায়ু প্রবাহিত হবে পূর্ব দিগন্ত পথে। এই প্রাচীন আর্যাবর্ত পূনর্বার,

ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার
পুরাতন এ পূরবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু হায়! এখন থেকে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বেকার সেকালের ভারতীয় সমাজের অবরুদ্ধতার মধ্যে তেমন উপাদান একান্তই দুর্লভ ছিল, দুষ্প্রাপ্য ছিল। স্বামীজী জানতেন সে-কথা। দগ্ধ মৃত্তিকার দীর্ঘ ঊষরতার মধ্যে সহসা সতেজ অঙ্কুর উদগত হবে, শুষ্কপ্রায় জলাশয়ের বক্ষভেদ করে সহসা শতদল রক্তকমল আত্মপ্রকাশ করবে এমন আশাও অবশ্য তিনি পোষণ করেন নি।

সেইজন্য, সেই প্রারম্ভিক যুগের উদয়লগ্নে পাশ্চাত্ত্য নারী-জগতের উদ্যানবাটী থেকেই এক অনাঘ্রাত শ্বেতপদ্ম তিনি আহরণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীশিক্ষা-পরিকল্পনার বাস্তব-রূপায়ণের প্রথম কর্মী সেই অম্লান কুসুম শ্বেতপদ্ম-সম-শোভা মনস্বিনী ভগ্নী নিবেদিতা, আর তাঁর সহকর্মী ভগ্নী ক্রিশ্চিন।

ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা কর্মী হবেন, সে দুর্গম পথের যাঁরা হবেন পথিকৃৎ তাঁদের মধ্যে যে-সকল গুণাবলী অত্যাবশ্যক বলে স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন,—শিক্ষার ও নম্রতার, কমনীয়তা ও ত্যাগ-নিষ্ঠার যে শোভন সামঞ্জস্যের স্বপ্ন দেখতেন, নিবেদিতা যেন তারই মূর্ত প্রতীক ছিলেন, সার্থক প্রকাশ ছিলেন। এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় তাঁর অবদান, দীর্ঘ অনুশীলন-সাপেক্ষ তাঁর মৌলিক শিক্ষা-চিন্তা।···

এই ভগ্নী নিবেদিতাকে যন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে, ভারতমাতার বেদীমূলে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করেই স্বামীজী তাঁর পরিকল্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর্শ শিক্ষা-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছিলেন—উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে কলিকাতার এক নগণ্য প্রাচীন পল্লীতে, বাগবাজারে। সে-কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

সেদিন চতুর্দিকের শত বিকৃত, বদ্ধ কুসংস্কারের দুঃসহ বিরুদ্ধতার মধ্যেই দূর ভাবী-কালের মহাযজ্ঞের অনাড়ম্বর সূত্রপাত হয়েছিল। অপরিসর যজ্ঞবেদীতে ক্ষীণ একটি হোমশিখা প্রজ্বলিত করা হয়েছিল। এবং সে যুগ-যজ্ঞের মুখ্য দায়িত্ব বিদেশিনী এই কন্যাটির হস্তে অর্পণ করেই নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বামীজী—

...'You must live in strict seclusion. You have to set yourself to Hinduise your thoughts, your needs, your conceptions, and your habits. Your life, internal and external, has to become all that an orthodox Hindu Brahmin Brahmacharini's ought to be. The method will come to you if only you desire it sufficiently. But you have to forget your own past and cause it to be forgotten. You have to lose even its memory.'

ভারতবর্ষের সেবাকার্যে আত্মোৎসর্গ করতে হলে এ দেশটিকে তোমার একান্ত নিজস্ব বস্তুরূপে গ্রহণ করতে হবে, তার সব দোষগুণ মিশিয়ে সে যেমনটি ঠিক তেমন ভাবেই তাকে নিতে হবে।

'You must help her as she is. Those who have left her can do nothing for her.'...

আবার, নানা বিঘ্ন-কণ্টকিত, সমস্যা-জর্জর কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবার মুখে অকুণ্ঠ আশীর্বাদও করেছিলেন নিবেদিতাকে। বলেছিলেন,…

'A for myself, I will stand by you unto death.'—

বলেছিলেন,…

জননীর কান্ত কোমলতা ও বীরের অটুট সঙ্কল্প তোমার মধ্যে সম্মিলিত হোক। দক্ষিণ-দিগন্তপথে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তার মৃদুতা তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হোক, দীপ্ত হোক যজ্ঞশিখার অক্ষয় উজ্জ্বলতা।…আর আসুক সেই অমৃত সম্পদ যার স্বপ্নে এই পুণ্য ভারতভূমি শতযুগ মন্বন্তর ধরে মগ্ন হয়ে আছে, বিভোর হয়ে আছে।…

'Be thou to India's future son
The mistress, servant, friend in one.'

কতদিন, কত নিঃস্তব্ধ, নিভৃত সন্ধ্যায় প্রহরের পর প্রহর নিবেদিতাকে সম্মুখে রেখে—স্ত্রীশিক্ষার যে স্বর্ণময়, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তাঁর কল্পনার চোখে ভেসে উঠত নানাক্ষণে, নানা অতন্দ্রিত দীর্ঘ নিশীথে—তারই আলোচনায় তিনি নিমগ্ন হয়ে যেতেন।

স্ত্রীশিক্ষার আদর্শের কথা বলতেন, সমস্যার কথা বলতেন, পাঠ্য-সূচীর বিশ্লেষণ করতেন। বাস্তবে ও আকাশ-কুসুম কল্পনার মোহময় সংমিশ্রণে সে-সব আলোচনা বিচিত্র হত, ধর্মানুভূতি এবং ঐতিহাসিক দূর-দৃষ্টির আলোক-সম্পাতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল ও বায়ুতে মানুষ মাত্রেরই যেমন জন্মগত অধিকার—শিক্ষার আলোকধারার উপরও তেমনি স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার—এ-বাণী অতি দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ব্যক্ত করতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে, স্ত্রীশিক্ষার সীমিত ক্ষেত্রে এ অধিকার কিভাবে বিস্তৃত হবে? আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে প্রাচীনের দুর্লভ উপকরণগুলি কোন্ প্রণালীতে মিশ্রিত হবে এবং কোন্ সুকৌশল পদ্ধতিতেই বা ধর্ম ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও যুক্তি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রটিতে এসে সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে সম্মিলিত হবে—সে-সকল দুরূহ চিন্তায় অনেক সময় তিনি যেন ধ্যান গভীরতায় মগ্ন হয়ে যেতেন, ডুবে যেতেন।..

নিবেদিতা বলতেন,—

'He knew instinctively that the bonds by which the old society had been knit together, must receive a new sanction and a deeper sanctification, in the light of modern learning, or that learning would prove only preliminary to the ruin of India...

How to nationalise the modern and modernise the old, so as to make the one, was a puzzle that occupied much of his time and thought.'...

তারপর, সেই গভীর চিন্তামগ্নতা থেকেই একদিন সুপ্রাচীন এক প্রথার মধ্যে এ-সমস্যার সমাধানসূত্র সহসা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। অতীতে ও বর্তমানে সার্থক সেতুবন্ধনের কৌশলটি যেন উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে, শাস্ত্রমুখে গার্হস্থ্য জীবনে পঞ্চঋণের কথা উল্লিখিত হয়েছে—ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, পশুঋণ, নরঋণ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

…প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সে ঋণ পরিশোধের বিধানও রয়েছে শাস্ত্রে। সেই বিধানের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পদ্ধতির কথা এইরূপে স্বামীজী বিবৃত করেছিলেন, নিবেদিতা ছিলেন উপলক্ষ্যস্বরূপ।

স্বামীজী বলেছিলেন,…

এই পঞ্চঋণ ও পঞ্চযজ্ঞ-বিধান গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এদেরই মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যার সমাধান সূত্র নিহিত আছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে বাস্তব ক্ষেত্রে। উদা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানের সূত্র ধরে বীর-পূজার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা যাবে। দেবপূজায় দেব-দেবীর নানা মূর্তি ও বিগ্রহ চিরদিন ব্যবহৃত হয়েছে এদেশে। সে-সকল মূর্তির, যেমন কালী, সরস্বতী প্রভৃতির নানা ভঙ্গিমার সহায়তা নিয়ে চিত্র-বিদ্যা, মৃৎ-শিল্প প্রভৃতি অতি সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

হিন্দুর ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম-সংস্কারের ঘনীভূত প্রকাশ থাকে দেব-মন্দিরে। সেথাকার বেদীমূলের পূর্ণঘট, উর্ধ্বমুখিন্ ঘৃত প্রদীপ—শিল্পশিক্ষার কী অমূল্য উপাদান!

বৈদিকযুগে যাগ-যজ্ঞের প্রচলন ছিল আর্যাবর্তে। যজ্ঞ বেদীর আকৃতি ছিল শত বিচিত্র ধরনের, বিচিত্র আয়তনের। যজ্ঞ-বেদীতে অগ্নি স্থাপিত হত নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সে-সবের সাহায্যে এ যুগের স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্য-সূচী, কার্যক্রম প্রভৃতি অকল্পিত ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হতে পারে, অতীতের ও বর্তমানের সু-সামঞ্জস্যে অভিনব হয়ে উঠতে পারে।…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদিতাকে নির্দেশ দান করে বলেছিলেন,—নানা গৃহ-পালিত পশু ও পক্ষীর পরিপালন ও পরিচর্যাবিধি স্ত্রশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। সেটি পশুঋণ পর্যায়ের বিষয়।

'Gather all sorts of animals about you. The cow makes a fine beginning. But you will also have dogs and cats and birds and others.

Let the children have a time for going to feed and look after these.'

এ-দেশের লুপ্ত-প্রায় পুরাতন শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার করে রন্ধনবিদ্যা, সূচীশিল্প, আলিম্পন প্রভৃতি শিক্ষা দাও। আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে, প্রয়োজন হলে নিজ উপার্জনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এমন কিছু কিছু বিষয় পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত কর।

স্ত্রী-শিক্ষার পাঠ্য-সূচী স্বভাবতঃই বহুলাংশে পুরুষদের পাঠ্য-সূচী থেকে স্বতন্ত্র হবে। কিন্তু কাল-ধর্মের চাহিদা তাকে পূরণ করতে হবে। স্বামীজীর স্বকীয় ভাষায়ঃ

'Religion, arts, sciences, house-keeping, cooking, sewing, hygiene,—the simple essential points of these subjects ought to be taught to our women. It is not good to let them touch novels and fictions. At the same time, only teaching of rites and worship won't do; their education must be an eye-opener in all matters....

We must see to their growing up as ideal matrons of home in time.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সর্বোপরি স্মরণ রেখো মানুষের কথা, তার অপরিশোধ্য ঋণের কথা।

সবার উপরে মানুষ সত্য, সে অমৃতের সন্তান,—এ-কথা ভারতবর্ষে চিরদিন বহুধা ঘোষিত হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে কবির কণ্ঠে, ঋষির মন্ত্রে ও পুঁথির পাতায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তবতার কঠিন মাটিতে তার সার্থক রূপায়ণ কোন কালেই তেমন ভাবে হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ভবিষ্যতের ভারতীয় নারীর হস্তে সে প্রয়োগ যেন সার্থক হয়, ব্যাপক হয়। দরিদ্র-সেবা, মানব-সেবা—এ যেন শিক্ষাবিধির আঙ্গিকরূপে গৃহীত হয়।

'Never forget humanity. Make poetry, make art of it......Yes, a daily worship of the feet of beggars, after bathing and before the meal, would be a wonderful practical training of heart and head together.

On some days again, the worship might be of children, of your own pupil. Or you might borrow, and nurse and feed them.'

আরও স্মরণ রেখো শিক্ষার আদর্শের কথা যথার্থ শিক্ষায় ধর্মের যে অতি-প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার কথা।

আমার মতে ধর্মই শিক্ষার মূল উপাদান। অবশ্য সে ধর্ম কোন ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম হবে না। সে এক সার্বভৌম, মাঙ্গলিক ধর্ম। মানুষের অবচেতন মনের অতি-গভীরে যে ব্রহ্ম-স্বভাব প্রসুপ্ত আছে, তাকে উদ্বুদ্ধ করাই তার সাধনা, তাকে পরিপূর্ণ বিকাশে সার্থক করাই তার ধ্যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি শিক্ষাদানের মহাব্রত গ্রহণ করেছেন — এই নিগূঢ় তত্ত্বটি সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত হতে হবে। তিনি প্রতি শিক্ষার্থীর জীবন-ধারার উৎসমুখে সুকৌশল অঙ্গুলি স্থাপন করবেন, আত্ম-বিশ্বাসের বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে জাগ্রত করে দেবেন প্রসুপ্তা কুল-কুণ্ডলিনীকে। তারপর শিক্ষার মহাপ্রয়াসের সূত্রপাত হবে।...

কিন্তু, কদাপি, কোন কারণে, কোন মোহে অন্ধ-অনুকরণের বিকৃত পথে সে প্রয়াস যেন পরিচালিত না হয়।

শিক্ষা আছে আর তার আদর্শ নাই, নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অনুগামী লক্ষ্য নাই—এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি যেন সে প্রয়াসকে শূন্যতা ও ব্যর্থতার দিকে নিয়ে না যায়।......এই স্বামীজীর আদেশ ছিল, নির্দেশ ছিল।

* * *

আজ স্বামীজীর দেহ-ত্যাগের কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী কাল অন্তে সমগ্র ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ব্যাপক ও বহুমুখী ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হচ্ছে। ঔদাসীন্যের কুজ্ঝটিকা অপসৃত হয়েছে অপ্রতিরোধ্য কালপ্রবাহ সকল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বাধা নিষেধ প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আজ কালান্তর এসেছে, যুগলক্ষণ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নারী শক্তি জাগ্ছে, শূদ্র শক্তি জাগ্ছে। সুলভ রাষ্ট্রসহায়তায় প্রগতির প্রশস্ত পথে আজ সে দৃঢ় পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে। বিচিত্র এক সন্ধিলগ্ন এসেছে ভারতের স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রটিতে। সেই লগ্নে স্বামীজীর শিক্ষা-স্বপ্নের বর্ণময়ী চিত্রগুলি যদি আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিতে রাখতে পারি তবে অবিকৃত আদর্শানুসরণের পথও আমরা অবশ্য খুঁজে পাব।

ভগ্নী নিবেদিতার একটি সার্থক উক্তি এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি ঃ

'Indian educators have to extend and fulfil the vision of Vivekananda. When this is done, when to his reverence and love for the past, we can add his courage and hope for the future and, his allegiance to the sacredness of all knowledge, the time will not be far distant that is to see the Indian woman take her rightful place amongst the womanhood of the world.'

সে শুভদিন অবিলম্বিত হোক। গণ-দেবতা আমাদের সহায় হোন।

যথা,

কৈলাস শৈল ভবনে ত্রিজগজ্জনিত্রীং
গৌরীং নিবেশ্য কনকার্চিত রত্নপীঠে।
নৃত্যং বিধাতুমভিবাঞ্ছি শূলপানৌ
দেবাং প্রদোষ সময়ে নু ভজন্তি সর্বে।

যেমন, প্রদোষ সময়ে কৈলাস-শৈলভবনে জগন্মাতা গৌরীকে রত্নখচিত স্বর্ণময় আসনে বসিয়ে আনন্দে নৃত্য-তৎপর হয়ে ওঠেন শূলপাণি শংকর আর দেবতাগণ তাঁর ভজনা করে থাকেন, ঠিক সেইরূপ আমরা যেন জাগ্রত, প্রত্যক্ষ গৌরীবন্দনায় ধন্য হতে পারি, সার্থক হতে সক্ষম হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No. ..

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/443

RARY
: nd: mayee Ashram
NARAS

'হে প্রেমিক, স্বার্থ মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।

*　　　*　　　*

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষা যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' পাগলের কর্ম।...দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।'—স্বামী বিবেকানন্দ

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী পর্যায়সমূহে শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ শাখার কথা আমরা উল্লেখ করেছি।

বর্তমান পর্যায়ে যে শাখাটি নিয়ে আমাদের আলোচনা, আধুনিক কালের পরিভাষায় এদেশে তাকে 'জনশিক্ষা' বা 'বয়স্ক শিক্ষা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যান্য দেশে এর সংজ্ঞা অন্যবিধ। অধিকতর ব্যাপক অর্থে এবং গভীরতর তাৎপর্যে স্বামী বিবেকানন্দ একেই 'দরিদ্রনারায়ণ সেবা' শব্দে অভিহিত করেছিলেন।

এই শিক্ষা-ধারার বাস্তব রূপায়ণ-প্রয়াস প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই শুরু হয়েছিল, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সেই-কাল। তখন মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। কিন্তু তার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার আবেগে সমস্ত পৃথিবী প্রকম্পিত। ইতিহাসের অব্যর্থ ও অমোঘ নিয়মে সে আবেগ-কম্পিত পট-ভূমিতে দীর্ঘ-অবজ্ঞাত শূদ্রশক্তির মহাজাগরণ সূচিত হচ্ছে। শত যুগ, মন্বন্তর ধরে শতভাবে যারা বঞ্চিত ছিল, উপেক্ষিত ছিল—মহাকাব্যের মহাকায় দৈত্যের মত আপন অধিকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভের প্রমত্ততায় তখন সে শস্ত্রপাণি হয়ে উঠেছে। জাগছে, অমিত বিক্রমে শূদ্রশক্তি জাগছে।

'অন্ন চাই, আলো চাই,
চাই মুক্ত বায়ু—
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।'

সর্বোপরি, শিক্ষা চাই, সম-অধিকার চাই।…বর্ণাধিকারে ধনাধিকারে, উচ্চবর্ণেরা যত কিছুর অধিকার কুক্ষিগত করে রেখেছিল তাদের সব কিছুকে সে রাহু-গ্রাস থেকে মুক্ত করে নিজেদের আয়ত্তে আনতে চাই। সে এক পৃথিবীব্যাপী সশব্দ ও নিঃশব্দ মহাবিপ্লব। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে নানাদেশে, বিশেষ করে অনগ্রসর দেশগুলিতে, জনশিক্ষা-আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল।

কোনদেশে সে-আন্দোলন, গণশিক্ষা-আন্দোলন [Mass Education Movement] নামে অভিহিত হয়েছিল। মেক্সিকোতে তাকে বলা হল—'ভ্রাম্যমাণ সংস্কৃতি', আর তার কর্মীদলকে বলা হল 'ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক দল' [Mobile Cultural Mission], আবার, সুইডেন-ডেনমার্কে এর নাম হয়েছিল 'গণ-বিদ্যা'—স্কুলের নাম ছিল গণ-বিদ্যালয় বা Folk Schools, কোন কোন অনগ্রসর অঞ্চলে 'কম্যুনিটি এডুকেশন' শব্দেও একে অভিহিত করা হল। আমাদের

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশে অবশ্য উত্তর-স্বাধীনতা-যুগে এরই নাম হয়েছে জনশিক্ষা বা বয়স্কশিক্ষা।...

আজ এই জনশিক্ষা—শিক্ষাক্ষেত্রের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেছে। তার গুরুত্ব ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বথা স্বীকৃত। সেজন্য আজ যথেষ্ট অর্থেরও বরাদ্দ হচ্ছে, নানা প্রণালী এবং পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে, নানা আসবাব-উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই, এ ক্ষেত্রের অগ্রগতি প্রগতিশীল বহুদেশে আশানুরূপ সাফল্যও অর্জন করেছে।

আমাদের দেশেও উত্তর-স্বাধীনতার অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জনশিক্ষার দুর্গমপথে জাতি অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। হয়ত, বিংশ শতাব্দীর মাপকাঠিতে সে অগ্রগতি খুব সন্তোষজনক হয় নি। হয়ত, অপরাপর প্রগতিশীল দেশের তুলনায় এখনো আমরা বহু পশ্চাতে পড়ে রয়েছি। তথাপি সমস্যাটির গুরুত্ব কতকাংশে অন্ততঃ উপলব্ধি করে আমরা যে এই মহানকার্যে ব্রতী হয়েছি, বহুযুগের পরিত্যক্ত, কণ্টকাকীর্ণ পথে পুনর্বার অগ্রসর হতে প্রয়াসী হয়েছি—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিগত আদম সুমারীর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে সন ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে দশ বৎসর কাল অতীত হল, তার মধ্যে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই শিক্ষিতের হার অনেকাংশে বর্ধিত হয়েছে। শতকরা হিসাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে বৃদ্ধির] কয়েকটি সংখ্যা উদাহরণ হিসাবে আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

ভারত যুক্তরাষ্ট্র	...	৭.১
দিল্লী	...	১২.৬
অন্ধ্রপ্রদেশ	...	১১.৬
বিহার	...	৬.০
কেরালা	...	৫.৫
পশ্চিমবঙ্গ	...	৪.৫ ইত্যাদি

আজ জনশিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র, নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে। নানা ধরনের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কীর্তন, মেলা, কথকতা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সহায়তায় ও মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের বহুমুখী প্রচেষ্টা অবলম্বিত হচ্ছে।

কিন্তু এসবই অতি-সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। অথচ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনের শেষ লগ্নে—শিক্ষার এই অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রটির অবস্থা সর্বাংশে অন্যরূপ ছিল। তখন অশিক্ষা ও কুশিক্ষার গাঢ় তমিস্রায় দেশের বিপুল অংশ আবৃত ছিল। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ছিল অপরিমেয়। বর্ণাধিকারের শত অবিচার ও অত্যাচার এবং বিদেশী শাসন ও শোষণের পরিণতি যুগপৎ ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। নিরন্ধ্র তামসীর সে যেন এক অব্যাহত স্থিতিকাল ছিল। অনুদিত সূর্য, অনুদিত চন্দ্র-তারকা—অন্ধকার, চতুর্দিকে শুধুই অবিচ্ছেদ, জমাট অন্ধকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিব্রাজক জীবনের প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার কালটিতে সেই শোচনীয় পরিস্থিতিরই একেবারে সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়েছিলেন স্বামীজী এবং তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে, তদীয় সংবেদনশীল চিত্তে বেদনা ও গ্লানির যেন আর পরিসীমা ছিল না। বিরাট-হৃদয়ের বেদনাবিদ্ধ সে গভীর উচ্ছ্বাস আজও যেন আমাদের মর্ম্মমূলে এসে আঘাত করছে—

......'ভারতের পতিত, দরিদ্র শতকোটি নরনারীর অবিমিশ্র দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করলে—চিত্ত আমার অবশ হয়ে আসে। বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ—গভীর থেকে গভীরতর পঙ্কে এরা নিমজ্জিত হচ্ছে। নির্মম. নিষ্ঠুর সমাজ—অবিরত এদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হান্‌ছে। আর হতভাগ্য মূক এই জীবগুলো সে আঘাতের কঠিন বেদনা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে —আঘাতকারীকে চিনতে পর্যন্ত পারছে না।'

অথবা,—'দারিদ্র্য ও অজ্ঞতায় চিরকালের জন্য নিমজ্জিত ত্রিশ কোটি নরনারীর জন্য কে কষ্ট অনুভব করে বল? তাকেই আমি মহাত্মা বলি যিনি দরিদ্রের দুঃখে দুঃখী। কে তাদের কথা ভাবে? তারা শিক্ষার আলোক পায় না, বিকৃত সংস্কারে তারা পঙ্গু। কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের শিক্ষা দেবে?'...ইত্যাদি।

অথচ, এ শোচনীয় অবস্থাটি ভারতবর্ষের চিরন্তন অবস্থা নয়। চিরকালই ভারতের অগণ্য সাধারণ নরনারী এমন ব্যাপক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ত ছিল না। সুযোগ সুবিধার সর্ব দ্বার না হলেও, বহু দ্বার তাদের সম্মুখেও হয়ত উন্মুক্ত ছিল! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ও পৌরাণিক কাহিনীতে, সুস্পষ্ট না হলেও তার কিছু কিছু স্বাক্ষর রয়েছে বৈকি?

বস্তুতঃ, একদা ধর্ম ও জ্ঞানের বিপুল সাধনা প্রাচীন ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল। সেদিন জ্ঞানের শুভ্র আলোকধারার আবাহন-মন্ত্রে তার শান্তরসাস্পদ তপোবন, কোলাহলময় নগর-পত্তন একই কালে মুখরিত হয়েছিল। তপস্যা ছিল জীবন-দর্শনের ভিত্তি।

'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।'

তপস্যা সহায়ে ব্রহ্মকে জানবার চেষ্টা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম। তপস্যাই জ্ঞান-স্বরূপ।

'বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। বিজ্ঞান থেকেই ভূতবর্গ জাত হয়, বিজ্ঞান সহায়েই তারা বর্ধিত হয়। আবার, বিজ্ঞানেই বিলীন হয়ে থাকে।

অতএব, জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নেই। জ্ঞানের মত পবিত্রও আর কিছু নেই।

'জ্ঞানাৎ পরতরং নহি, নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ইহ বিদ্যতে।'...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-সবই প্রাচীন যুগের বাণী-সাধনার মন্ত্র ছিল, মহৎজীবনের লক্ষ্য ছিল।

জ্যোতি ও উত্তাপের আধার ছিল সূর্য ও অগ্নি। জ্ঞান ও তপস্যার প্রতীকরূপে শতভাবে তাঁরা পূজিত ছিলেন, সহস্রধারায় বন্দিত ছিলেন।

যিনি জবাকুসুম-সংকাশ, মহাদ্যুতিময় ও ধ্বান্তারি—যাঁর স্পর্শে সকল কলুষ বিদূরিত হয় তাঁকে প্রণাম করি।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম।

হে, অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে চালিত কর, আমরা উত্তম ফল লাভ করব।

হে দেবতা, প্রাণীমাত্রের কর্মবৃত্তি তোমার জানা আছে। সর্ব পাপ ও অজ্ঞানান্ধকারের অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। তোমাকে আমরা প্রণাম করি, ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করি।

কিন্তু এ প্রার্থনা ও আরাধনা সমাজের সর্বক্ষত্রে থেকে উদ্গীত হত কিনা, যে চাতুর্বর্ণ্যের উপর সমাজ-ব্যবস্থা সেকালে গ্রথিত ছিল— সে চতুর্বর্ণের সকল নরনারী তার সুযোগ-সুবিধা সমভাবে ও সমপরিমাণে লাভ করবার অধিকারী ছিল কিনা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে-কথা ইতিহাসের কোন নজীর থেকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় না। বোঝা সহজ হয় না যে, সে-যুগের যে শিক্ষা-ব্যবস্থা তা জনসাধারণের মধ্যে, দীন-দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে বহুল প্রচার লাভ করেছিল কিনা, উচ্চবর্ণ-সমূহের মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার যে অবাধ প্রচলন ছিল নিম্নতম বর্ণাশ্রিতদের জন্যও সেটি ছিল কিনা এবং থেকে থাকলেও কতটা ছিল? 'জনশিক্ষা' শব্দটি কি তখন প্রচলিত ছিল? আজকের পরিভাষায় তার যে তাৎপর্য ও গুরুত্ব স্বীকৃত—তেমনটি কি সে যুগেও ছিল? এ-সকল প্রশ্নের সঠিক এবং বিশদ উত্তর আজ প্রায় দুষ্প্রাপ্য। এবং দুষ্প্রাপ্য বলেই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিয়ত এই অভিযোগটি ধ্বনিত হয়ে আসছে যে তদানীন্তনকালের শিক্ষার মহা-ভোজে শূদ্ররা অপাংক্তেয় ছিল। সামাজিক অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারেও তারা যেমন উপেক্ষিত ও বঞ্চিত ছিল—শিক্ষার ব্যাপারেও তাদের অবস্থা বহুলাংশে অনুরূপ ছিল।

এ অভিযোগের সত্যতা কতকটা অনস্বীকার্য হলেও সর্বাংশে হয়ত সত্য ছিল না। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্যপ্রদান করে যে প্রাচীন ভারতবর্ষে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য একটি অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল সে-কালে; সেটি 'কুশীলব' নামে প্রখ্যাত ছিল। শূদ্রবর্ণরাই হত সেই কুশীলব। যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির পাঠ ও আলোচনার মধ্যদিয়েই তারা জনশিক্ষার পথ প্রস্তুত করত, প্রশস্ত করত। সে সুযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে কেউ বঞ্চিত হত না, প্রত্যাখ্যাত হত না। সুতরাং, কেতাবী-শিক্ষার সর্ববিধ সুযোগ না পেলেও কিংবা গুরুমুখে বেদ-বিদ্যার উপদেশ লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও, জ্ঞানের সাধারণ উৎকর্ষ থেকে নিম্নবর্ণের নরনারীগণ সর্বাংশে বঞ্চিত হত না।

পরন্তু, সমাজ-ব্যবস্থায় তাদের জন্য যে-সকল লৌকিক কর্তব্য নির্ধারিত ছিল সে-কালে, সমস্তদিন কঠোর কায়িক পরিশ্রমে সে-সকল কর্তব্য তারা সম্পন্ন করত। তারপর, সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে, কথকদের মুখ থেকে নানা শিক্ষাপ্রদ পৌরাণিক কাহিনী তারা শ্রবণ করত, রামায়ণ-মহাভারতের শতবিচিত্র আখ্যানের মধুর ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত হত। ফলে, মানসিক উৎকর্ষে তারা অসংস্কৃত থাকত না, অন্তরের সরসতায়ও বঞ্চিত হত না। সজীব সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষিতদের সঙ্গে একটি সুন্দর ও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করতেও তারা সক্ষম হত এবং সেজন্য ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনধারাও আজকের চাইতে সহস্রগুণে তখন শান্ত ছিল, মধুময় ও আনন্দময় ছিল। এই জন্য, ইংরাজ-রাজত্বের অতিক্রান্ত মধ্যাহ্ন-লগ্নেও হ্যাভেলের ন্যায় একজন চিন্তাশীল মনীষী এমন কথা বলতে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন যে—'ভারতবর্ষের নিরক্ষর জনসাধারণ এই বিংশ-শতাব্দীতেও ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সভ্যদের অনেক কিছু শিক্ষা দিতে পারে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও একটি কথা।

বৈদিক যুগে বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রচলিত ছিল সত্য, কিন্তু তথাপি জন্মগত জাতিভেদ তেমন প্রবল ছিল না। সেজন্য দাসীপুত্র হয়েও কবষ সে-কালের সমাজে ঋষিরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, গণিকা-পুত্র সত্যকাম সত্যভাষণের পুরস্কার-স্বরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যার অধিকার লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। এমন নিদর্শন আরও আছে।

মহাভারতের যুগেও এ ধারা ব্যাহত হয় নি। সে যুগেও দেখা যায় রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে—সম্মানার্হ ও সদ্বিদ্বান শূদ্রগণ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, মহাকাব্যের যুগেও শূদ্রগণ যে শুধু লৌকিক বিদ্যালাভেরই অধিকারী ছিলেন তাই নয়, তাঁদের মধ্যে যারা যথার্থ গুণী, যারা সদ্বিদ্বান তারা রাজসভাতে আমন্ত্রিতও হতেন, সম্মানের আসনও লাভ করতেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে—প্রাচীন ভারতের চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে যে কর্ম-বিভাগ ছিল সে কথার উল্লেখ রয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, দ্বিজাতি সেবা, পশুপালন, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও কুশীলব শূদ্রেরই বিহিত কর্ম ছিল।

জনশিক্ষার গুরু দায়িত্ব মুখ্যতঃ এই কুশীলবদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। সুতরাং, কুশীলবদের নিজেদের যে বিশেষ বিদ্যালাভের অধিকার এবং সুযোগ ছিল—সে-কথা স্বীকার করতে হবে। তবে, বেদাধ্যয়নের, যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার থেকে অবশ্য তারা বঞ্চিত ছিল। আর ছিল, সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্যতা-জনিত এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুস্তর বাধা। সেটি অতিক্রম করেও জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে প্রবেশ বড় সহজসাধ্য ছিল না।

এরপর কালের এক দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রান্ত হয়েছিল। বৌদ্ধ-যুগের অভ্যুদয় হয়েছিল ভারতবর্ষে। সে-যুগে, বৈদিক ধর্ম, বৈদিক আচার এবং ব্রাহ্মণ্য অধিকারের অসঙ্গত দাবীর বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব এক ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সমগ্র জাতির মানস-ক্ষেত্রে সে বিদ্রোহ এমন একটি অকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন করেছিল—যার তুলনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভগবান বুদ্ধের বিরাট হৃদয় সাধারণ মানুষের সে অবৈধ বঞ্চনায় উদ্বেলিত হয়েছিল। ধর্ম ও সংস্কৃতির রুদ্ধ দ্বার তিনি সেজন্য সকলের পক্ষেই অবারিত করেছিলেন। ধর্মের অধিকার, পরমার্থের অধিকার সে মহামানবের অপরিসীম করুণায় সকলের আয়ত্তের সীমায় আনীত হয়েছিল।

সংস্কৃতভাষার মাধ্যম বর্জন করে নিজ ধর্মবার্তা প্রবর্তন করবার জন্য তৎকালে পল্লী-অঞ্চলে-প্রচলিত পল্লীভাষা বা পালিভাষা তিনি ব্যবহার করেছিলেন। তার ফলে, একদিকে যেমন অতি-অল্পকাল মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বহুবিস্তৃতি লাভ করেছিল, অন্যদিকে তেমনি সে ভাষায় এক বিরাট জন-সাহিত্যও সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া, বৌদ্ধগণ ও জৈনগণ জন্মগত অধিকার-প্রসূত ভেদবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করত এবং সেজন্য জাতির সাধারণ-শিক্ষায় তাদের দান ও প্রভাব—উভয়ই অপরিমেয় হয়ে উঠেছিল। জাতির অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত এক বিরাট অংশ যেন এককালে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সার্দ্ধ-দুই শতাব্দী অন্তে সম্রাট অশোকের অভ্যুদয় ভারতের জনসাধারণের পক্ষে আর একটি অশেষ কল্যাণময় ঘটনা-স্বরূপ হয়েছিল। তার ফল জাতির মস্তকে যেন শুভ দেবাশীর্বাদের মতো বর্ষিত হয়েছিল। সম্রাট অশোক শিক্ষাকে সার্বজনীন করেছিলেন, সুলভ করেছিলেন। তাঁরই নির্দেশে দেবী-ভারতীর মন্দির-দুয়ার জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছিল। দেশে, দেশে—পল্লীতে, পল্লীতে শিক্ষা প্রসারের জন্য বৌদ্ধ শ্রমণ দল প্রেরিত হয়েছিল, বাচন-কুশল প্রচারকগোষ্ঠী বহির্গত হয়েছিলেন। উৎকীর্ণ হয়েছিল তাম্রফলক, শিলালিপি। প্রোথিত হয়েছিল শিলাস্তম্ভ—বুদ্ধের জীবনী ও বাণীর অমৃত বার্তা বহন করে।

রাষ্ট্রের পৃষ্ঠ-পোষকতায়, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে জনশিক্ষা প্রসারের সে এক বিরাট অভিযান, যার তুলনা কোনদেশে, কোন কালেই খুব সুলভ নয়।

কিন্তু এরপর ?...

এরপর, এক দূরবিস্তৃত অন্ধকারময় যুগের ঊষরতা এসেছিল। সে যুগ মুসলমান শাসনের অধীনতা ও অভিশাপের দুর্যোগময় যুগ। নানা কারণে, সে-কালে শুধু যে ভারতের রাষ্ট্র-জীবনই বিপর্যস্ত হয়েছিল তাই নয়, তার ধর্ম-জীবন, সমাজ-জীবন, শিক্ষা-ব্যবস্থা সব কিছুই বিপর্যস্ত হয়েছিল, বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তবে, মধ্যযুগের সাধকবর্গের 'সমন্বয়-সাধনার একটি শুভ প্রভাব তখন সমাজের উপর অল্পাধিক বিস্তৃতি অবশ্য লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছিল এবং সমাজের অবজ্ঞাত নিম্নস্তরে সে প্রভাবের ক্রিয়া নানাভাবে ফলপ্রসূও হয়েছিল।

স্বামীজী তো মনে করতেন যে—মুসলমান আক্রমণ ভারতবর্ষে নিম্নবর্ণের মুক্তি-বার্তাই বহন করে এনেছিল। বলতেন,···

'Mohammadan invasion came to India as a salvation to the down-trodden mass.'

সে অভিযানের দুর্জয় আঘাত না এলে উচ্চবর্ণের বজ্রমুষ্টি শিথিল হত না, অক্টোপাসের তীক্ষ্ণ নখ-দন্ত উৎপাটিত হত না।···

এই সকল কারণেই হয়ত—ইংরাজ আমলের প্রারম্ভিক যুগে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায়—জন্ এডাম, বাংলাদেশে যে শিক্ষাজরিপ পরিচালনা করেছিলেন তার দলিলে দেখা যায় যে, সে-সময় এক বাংলাদেশেই লক্ষাধিক পাঠশালা ছিল এবং সেগুলিই ছিল পল্লীজীবনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ।

তখন সমগ্র পল্লীজীবনটিই পরবর্তীকালের তুলনায় সুস্থতর ছিল, সজীবতর ছিল। আর্থিক সংগতিতে ও সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকেও তাদের প্রভূত স্বয়ং-সম্পূর্ণতা ছিল। কাজেই সে-কালের প্রাণ-চঞ্চল পল্লীজীবনে গ্রাম্য পাঠশালাগুলি জনশিক্ষা ও জন-সংস্কৃতির জীবনীশক্তি রক্ষা করত, তাদের ধমনীতে প্রাণস্পন্দন সঞ্চার করত। তাছাড়া, জনশিক্ষার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত—পল্লীগীতি, কীর্তন, কবিগান, যাত্রা, পল্লীসাহিত্য প্রভৃতির বহুল প্রসারের মধ্য দিয়ে।

এরপর ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হল, ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন হল এদেশে। সে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও রূপ স্বভাবতঃই পূর্ববর্তী যুগের উদ্দেশ্য থেকে পৃথক হল, তার পদ্ধতিও প্রায় সর্বাংশে স্বতন্ত্র হল। রাষ্ট্র পরিচালনার মূল স্বার্থের বিচারে জনশিক্ষা অপ্রয়োজনীয়-প্রায় বিবেচিত হল এবং রাজশক্তিও সেজন্য এ ক্ষেত্র-সম্পর্কে এক নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের নীতিই অবলম্বন করল। আর তার ফলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই জনশিক্ষার স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত প্রবাহটি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল। পাঠশালার সংখ্যা হ্রাস পেল, শিক্ষিতের শতকরা হার ধাপে ধাপে নেমে গেল। সমগ্র দেশ জুড়ে যেন অশিক্ষার এক ঘন-কালো ছায়া প্রসারিত হল। এবং তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েই উৎকট দারিদ্র্য পল্লী-জীবনকে গ্রাস করল। সমগ্র দেশকে রক্তহীন ও পাংশু করে দিল। ইতিমধ্যে বৃহত্তর পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও অভাবিত পরিবর্তন দেখা দিল· তার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

সে যাই হোক, এই দূর-ব্যাপ্ত অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল এ-দেশের মাটিতে।

তখন বিরাট দেশের বিস্তৃত বক্ষ জুড়ে স্থিত ছিল অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত এক মহতী জনতা—ভাষাহীন, অন্নহীন ও শ্রীহীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুকালের পুঞ্জীভূত গ্লানি এবং অশিক্ষার চাপে তারা ধুক্‌ছে, যেন ধ্রুব মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে জন-শিক্ষার জন্য যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হবে সেটা অস্বাভাবিকও ছিল না, অভাবিতও ছিল না। পরন্তু, ঐ প্রশ্নটিই যেন তাঁকে সমধিক উদ্বিগ্ন ও ব্যগ্র করে তুলেছিল। মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষা—শিক্ষার এ দু'টি দিকই, জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের বিচারে একান্ত আশু প্রয়োজনীয় রূপে তাঁর চক্ষে প্রতিভাত হয়েছিল।

অথচ, বিদেশী শাসকশক্তি ছিল এ-বিষয়ে তখন নিষ্ক্রিয়; দেশের ধনী, অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ও নিজ নিজ সংকীর্ণ স্বার্থহানির উদ্বেগে হয় এ সম্পর্কে উদাসীন অথবা সক্রিয়ভাবে বিরোধী ছিল। অতএব, এ গুরু সমস্যার সমাধানকল্পে সর্ব-প্রথম স্বামীজীই সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন এই অতি তীব্র সাবধান বাণী,—

যারা এই দীন দরিদ্রের কঠিন শ্রমের বিনিময়ে নিজেরা শিক্ষিত হয়েছে, বিত্তবান হয়েছে তারা যদি এদের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত না করে, যদি উদাসীন থাকে সে মহান ব্রতের উদ্‌যাপনে—তবে তাদের আমি দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করব, বিশ্বাসঘাতক বলে ধিক্কৃত করব।

'I hold every man a traitor who having been educated at their (poor) expense, pay not the least heed to them.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ-কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আসল জাতি বাস করে পল্লীর পর্ণকুটীরে। 'The Nation lives in cottages.' তাকে অবহেলা করে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে দেশকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না, উন্নত করা তো বহু দূরের কথা। নোঙর ফেলে নৌকা টান্‌লে—সে নৌকা যেমন অগ্রসর হতে পারে না, জাতির বৃহত্তম ও বিরাটতম অংশটিকে পঙ্গু রেখেও তেমনি জাতীয় উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সার্থক হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়। বরং পক্ষাঘাতগ্রস্ত সে অংশটি ধীরে ধীরে সমগ্র দেহটিকেই বিষাক্ত করে দেবে, অধোগতির পঙ্কিলতায় টেনে নামিয়ে নিয়ে আসবে।

সুতরাং, শিক্ষার আলোক-বর্তিকা নিয়ে পল্লীর কুটিরে কুটিরে যেতে হবে, দরিদ্রের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হতে হবে। করুণা বা অনুকম্পার মনোভাব নিয়ে নয়, পরন্তু নিজেদের প্রকৃতস্বার্থের অপরিহার্য প্রয়োজনেই উচ্চবর্ণকে ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে একাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অন্যথা, সমাজের বুকে নিদারুণ বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে। কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে বঞ্চিত-মানবগোষ্ঠী মাথা তুলবে এবং উচ্চবর্ণের সকল বিশেষ অধিকার রক্তস্নাত বিপ্লবের পথে বিলুপ্ত করবে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

উত্তর কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন,—

যারে তুমি নীচে ফেল
সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চাতে রেখেছ যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।

স্বামীজীর উক্তিসমূহ যেন তারই পূর্বাভাষ-স্বরূপ ছিল।

আবার, সে-সকল সাবধান-বাণীর সঙ্গে সঙ্গে, একই কালে উদাত্ত অকুণ্ঠ আহ্বানধ্বনিও নির্গত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ থেকে—জনসেবার,—তাঁর পরিভাষায় 'দরিদ্র-নারায়ণ সেবা'র, মহাযজ্ঞে সর্বান্তঃকরণে যোগ দেবার জন্য।

আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য তোমার দেশ, তোমার দেশের অখ্যাত ও বঞ্চিত দীন দরিদ্রই তোমার আরাধ্য হোক, তোমার দেবতা হোক। তাদেরই কথা ধ্যান কর, তাদেরই 'কল্যাণ-হেতবে' আত্মোৎসর্গ কর।

বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়—তোমাদের জীবন বলি প্রদত্ত হোক।

'For the coming fifty years—let the people be your God—think of them, work for them, pray for them incessantly, the Lord will show the way.......'

বাংলার তরুণদল তোমাদের উপরই আমার আশা, তোমরাই আমার অনন্ত ভরসা। ধনী সম্প্রদায়ের উপর আমি আস্থা রাখি না। অতীতে বহু কঠিন কার্য তোমরা সম্পন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছ, আবার ভবিষ্যতে আরও কঠিন, আরও দুরূহ কার্য তোমরা সম্পন্ন করবে।

'দরিদ্র দেবো ভব', 'মূর্খ দেবো ভব'।........আমি তোমাদের কাছে এই দরিদ্র, অজ্ঞ এবং শতভাবে প্রপীড়িতদের জন্য এক অপরিসীম বেদনা দায়স্বরূপ অর্পণ করে যাচ্ছি। .....

যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলে দীন দরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি তাঁর বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক গণিকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। যাও, তাঁরই কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর, তাঁর নিকট এক মহাবলি প্রদান কর। বলি, জীবনবলি—সেই তাদেরই জন্য, যাদের জন্য যুগে যুগে, কালে কালে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, যাদের তিনি সর্বাধিক ভালবাসেন—সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সমস্ত জীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর কল্যাণের ব্রত গ্রহণ কর,—যারা দিন দিন ডুবছে।'......

নিজের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন,—

আমি নিজে কোন অধ্যাত্মবাদী নই, দার্শনিক নই। না, কোন মুনি-ঋষিও আমি নাই। আমি দরিদ্র, দরিদ্রের প্রতিই আমার সর্বাধিক প্রেম, সর্বাধিক ভালবাসা।

'I am no metaphysician, no philosopher, nay, no saint,...I am poor, I love the poor.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এম্নি আরও ঐকান্তিক কত আবেদন, কত দৃপ্ত-আহ্বান—যার প্রতিটি শব্দের ধ্বনি, প্রতিটি বাক্যের ব্যঞ্জনা ও সন্ধান মানুষের অন্তরের মর্মস্থলে গিয়ে প্রবেশ করে, মণি-মঞ্জুষার রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দেয়—তেমনি আহ্বান, দেশের সর্বত্র যেন তিনি তরঙ্গে তরঙ্গে সঞ্চারিত করেছিলেন সেকালে।

তার ফলও হয়েছিল অপ্রত্যাশিত, প্রতিক্রিয়াও জেগেছিল অকল্পিত ব্যাপকতায়। সে-কথা গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ে সংক্ষেপে আমরা উল্লেখ করেছি।

সে আহ্বান-প্রেরণায় উৎসাহী কর্মীদল এগিয়ে এসেছিল, জাগ্রত দেশাত্মবুদ্ধিতে সেবাব্রতের কল্যাণময় পথে পা বাড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, জনশিক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ পদ্ধতি নির্ধারিত করেছিলেন স্বামীজী, আর করেছিলেন সেবাব্রতীর লক্ষণ বর্ণনা।

বলেছিলেন,—দেশ-সেবার নিঃস্বার্থকর্ম খুব সহজসাধ্য নয়। এর জন্য সর্বপ্রথম গভীর হৃদয়ানুভূতির প্রয়োজন রয়েছে। সেটিই প্রথম লক্ষণ!

বুদ্ধি বা যুক্তিতে কিছু নেই। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়, যুক্তিশক্তি হীন হয়ে পড়ে। কিন্তু যথার্থ প্রেরণা আসে অন্তর থেকে, প্রেম থেকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়।

অতএব, হে আমার ভাবীকালের দেশভক্তগণ, তোমরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে শেখ। তুমি কি অনুভব কর? এ-কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি মনে হয় যে দেবতা ও ঋষির বংশধরগণ—সংখ্যাবিচারে যারা অগণ্য—আজ তারা পশু পর্যায়ে অবনমিত হয়েছে? একথা কি অনুভব কর যে কোটী কোটী নরনারী অনশনে দিনযাপন করছে, অন্নাভাবে যুগ-যুগ ধরে অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করে আসছে? এ-কথা কি চিন্তা কর যে ব্যাপক অজ্ঞতা কালো মেঘের মত সমগ্র দেশটিকে আবৃত করেছে?

সে চিন্তা কি তোমাকে বিচলিত করে, তোমার চোখের নিদ্রা হরণ করে? সেটি কি তোমার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে, ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তালে তালে স্পন্দিত হয়? তুমি কি এতে উদ্‌ভ্রান্ত-প্রায় হয়েছ? জাতির আসন্ন-ধ্বংসের বেদনাময়ী চিন্তা কি তোমাকে তন্ময় করেছে? সে তন্ময়তায় তুমি কি তোমার নাম, যশ, তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, তোমার সম্পত্তি, এমনকি তোমার দেশ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে আত্মহারা হতে পেরেছ?

যদি পেরে থাক, তবে তোমার মধ্যে সেবকের প্রাথমিক গুণটির স্ফুরণ হয়েছে। কিন্তু এটুকু এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।······

এরপর, সে বেদনাবোধের সঙ্গে একটি সুচিন্তিত ও সুপরি-কল্পিত কর্মপন্থা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। সে-পন্থার সুচনা থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত—সবগুলি স্তর, ক্রমিক পর্যায়ে, রেখায় রেখায় তোমার মানস-নেত্রের সম্মুখে সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকবে। পর পর, ধাপে ধাপে কীভাবে তুমি এগিয়ে যাবে, কোন চরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য-মুখে তোমার যাত্রা হবে সে-সব উজ্জ্বল থাকবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে প্রখর সূর্যালোকের মত।

সর্বশেষ, কর্মের দুর্গমপথে যে বাধা আসবে, যে বিঘ্ন ও প্রলোভন অনিবার্যরূপে দেখা দেবে, অটুট সঙ্কল্পে সে গুলিকে অতিক্রম করবার শক্তি কি তুমি আয়ত্ব করতে পারবে? সমগ্র জগৎ যদি তরবারী হস্তে বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তথাপি কি তুমি, যা কর্তব্য মনে করেছ, সেটি সাধন করতে সাহসী হবে? তোমার স্ত্রীপুত্র যদি বিরুদ্ধে যায়, যদি অর্থহানি হয়, তোমার নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়, সম্পদ বিনষ্ট হয় তথাপি কি তুমি সে সঙ্কল্পিত কার্যে রত থাকবে? নিজ লক্ষ্যপথে অবিচল নিষ্ঠায় অগ্রসর হতে থাকবে?

মহারাজ ভর্ত্তৃহরি যেমন বলেছেন—'সাধুগণ নিন্দা করুন, বা প্রশংসা করুন, ভাগ্যদেবী আসুন বা যথা ইচ্ছা প্রস্থান করুন, মৃত্যু আজই আসুক বা শতবর্ষ পরেই আসুক—তিনিই সত্যিকার দৃঢ়মনা, যিনি সত্যপথ থেকে একচুল বিচ্যুত হন না।'...... তেমি দৃঢ় সঙ্কল্প, তেমনি অটুট-নিষ্ঠা কি তুমি অন্তরে সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছ? যদি হয়ে থাক তবে 'জনশিক্ষার' স্বেচ্ছা-সৈনিকের সমন্বিত অধিকার তুমি লাভ করেছ।

দেশমাতৃকা তোমারই মত হাজার যুবকের আত্মবলিদান কামনা করেন। তোমাদেরই বুকের পূতাস্থির উপর ভবিষ্যতের অমল-ধবল জাতীয় সৌধ গড়ে উঠবে।'......

স্বামীজীর পরিকল্পনায় এইসব নিঃস্বার্থ কর্মী, দলে দলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি পল্লীতে তারা প্রবেশ করবে, স্থাপন করবে জনশিক্ষার ছোট ছোট মন্দির। সে-সব মন্দির গতানুগতিক ধরণের শিক্ষালয় হবে না, গ্রাম্য পাঠশালারূপেও তারা গঠিত হবে না। পরন্তু, জনসেবার সর্বাবয়ব প্রতিষ্ঠানরূপেই তাদের সংগঠন হবে। তারা হবে সেবাশ্রম, সেবা-প্রতিষ্ঠান। তারা অন্নহীনের মুখে অন্নমুষ্টি তুলে দেবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রখণ্ড দান করবে, গৃহহীনের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করে দেবে। তমসাচ্ছন্ন দুর্দিনের সহানুভূতির সে-সকল দান অপ্রত্যাশিত কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্যের সৃষ্টি করবে, প্রচুর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা জাগিয়ে দেবে। বহু যুগের অবহেলিতজনমানসে শিক্ষার অনুকূল একটি ভাবের জন্ম হবে। এমনকি, সেজন্য শনৈঃ শনৈঃ তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, হয়ত কোনদিন দাবী-দাওয়ার কথাও উঠতে পারে।

তথাপি, এ-সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও, এটা কিন্তু সম্ভব যে আজকের একান্ত অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে, দারিদ্র্যপীড়িত চাষী বা শ্রমিক অর্থোপার্জনের প্রয়োজনকে শিক্ষা-প্রয়োজনের চাইতে অনেকবেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবে, এবং নিজ সন্তানকে শিক্ষাকেন্দ্রে না পাঠিয়ে মাঠে নিয়ে যেতে চাইবে, কারখানায় ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। কাজেই, প্রথমাবস্থায় পর্বত যদি মহম্মদের কাছে আস্তে না-ই চায়, তবে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী যদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হতে না-ই চায় তবে তারই দ্বারপ্রান্তে শিক্ষার দীপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখাটিকে অবশ্য বহন করে নিয়ে যেতে হবে। সে জন্য বিক্ষুব্ধ হলে চলবে না, বিচলিত হলে চলবে না।······

এছাড়া, জনশিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় এবং মাধ্যম সম্বন্ধেও স্বামীজীর অভিমত বিস্তৃতভাবে না হলেও, মোটামুটিভাবে আমরা জান্‌তে পারি।

স্বামীজী বলতেন,—ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতির সাধারণ জ্ঞান জনশিক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে। সেজন্য, ম্যাপ, গ্লোব, ছায়াচিত্র, ম্যাজিক-ল্যাণ্টর্ন প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষা-উপকরণাদির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। সংবাদ-পত্রাদির আলোচনার দ্বারা জগতের বিভিন্ন দেশের মোটামুটি সংবাদ দিতে হবে। আবার, যাত্রা, কথকতা, কবিগান, কীর্তন প্রভৃতির মধ্যদিয়ে প্রাচীন পুরাণগল্প, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির সঙ্গে জনসাধারণকে পরিচিত করতে হবে—যেমন করা হত সুপ্রাচীনকালে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু যে সংস্কৃত ভাষা আমাদের সকল সংস্কৃতি-সাধনার উৎসস্বরূপ, যার প্রতিবাক্যে আভিজাত্য ও মর্যাদার অতুলনীয় সম্পদ রক্ষিত—সে ভাষাটি যেন কোন সময়ই বর্জিত না হয়।

একদা প্রাচীন ভারতবর্ষে নানা মাঠে ও বিহারে, তপোবনের নিভৃত আশ্রয়ে আমাদের সকল জ্ঞান-সম্পদ সংগোপনে রক্ষিত ছিল। তাদের মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল বর্ণাধিকারে সীমিত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠীর কুক্ষিগত। আর ছিল সংস্কৃত ভাষার দুরূহতা। সুতরাং, একদিকে সংস্কৃতভাষার দুরূহতা শিথিল করতে হবে, আর অন্যদিকে উচ্চবর্ণের মনোপলির কঠিন মুষ্টিটি শ্লথ করে দিতে হবে। তখন দেখা যাবে জ্ঞান-ভাগীরথীর মুক্ত স্রোত জন-কল্যাণের ঋজু-কুটিল ধারা পথে প্রবাহিত হতে সুরু করেছে। আর তার ফলে, দুই তীরে পর্যাপ্ত কোমল পলিমাটি সঞ্চিত হচ্ছে—ভাব-সৃষ্টির অকল্পিত সম্ভাবনা বক্ষে নিয়ে। সে প্রবাহেরই অমৃতস্পর্শে শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হচ্ছে। উপেক্ষিত গণ-শক্তি আত্ম-সম্বিত পুনঃ-প্রাপ্ত হয়ে নবজীবনের জয় ঘোষণা করছে।······

'জনশিক্ষার' পাঠ্যসূচীতে আর একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির জন্য স্বামীজী পুনঃ পুনঃ নির্দেশ দান করতেন।

বলতেন, আমাদের শাস্ত্রের বীর্য-প্রদ যে শাশ্বত, অভয় মন্ত্রগুলি উপলব্ধির নিগূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত – সেগুলিকে সাধারণবোধ্য সহজ ভাষায় প্রচার করতে হবে। অবাধ বায়ু-প্রবাহের মতো সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।······

স্ত্রী হোক, পুরুষ হোক—যে-কোন বর্ণের, যে-কোন বৃত্তিধারী হোক—কিছু আসে যায় না। উপনিষদের অক্ষয়-মন্ত্র তাকে আহ্বান করছে।—বলছে, তুমি অমৃতের সন্তান, অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী। সে ঐশ্বর্য আয়ত্ব কর, তার উত্তরাধিকারের মর্যাদা অনুভব কর। তাতে উদ্বুদ্ধ হও, গর্ব অনুভব কর।

ফলকথা,—শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! শিক্ষাই সর্বব্যাধির মহৌষধি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'Education, education, education alone!

Travelling through many cities of Europe and observing in them the comforts and education of even the poor people, there was brought to my mind the state of our own people and I used to shed tears.

What made the difference? Education was the answer I got.

Through education comes faith in one's own self, and through faith in one's ownself, the inherent Brahman is waking up in them, while the Brahman in us is becoming dormant.'...

আরও একটি কথা!

এই দুরূহ কর্ম-প্রচেষ্টায় একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে কর্মীদের সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। সেটি বর্ণাশ্রমধর্মের গূঢ় অভিপ্রায়ের কথা। সে অভিপ্রায়-সম্বন্ধে জনশিক্ষার কর্মীগণ অবহিত হবে, সর্বদা সচেতন থাকবে।

সমাজের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন ব্রাহ্মণ আর তার পাদমূলে চণ্ডাল। সেই চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নীত করাই তাদের লক্ষ্য হবে, কদাচ ব্রাহ্মণকে চণ্ডালত্বে অবনমিত করা নয়।

জাতিভেদ প্রথার যে সব দোষ সমাজের অন্ধে-রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, তাদের সোজাসুজি আক্রমণ না করে অপরোক্ষ আক্রমণ করতে হবে। ফলকথা, কলহ-বিবাদ পরিহার করে ভারতের যে বিশাল জনসঙ্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী নিষ্পেষিত ও পদদলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে আসছে,—তাদের লুপ্তপ্রায়, নির্বাপিত-প্রায় মনুষ্যত্বকে আহার দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, ধর্মাধিকার দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। —সুপ্ত-কেশরী তবেই মহাবিক্রমে জাগ্রত হবে।

The sleeping leviathan will then rise up to its feet again.

অবশ্য, সেই সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক ভাবসমূহের সর্বগ্রাসী উপ-প্লাবন থেকে, জড়বাদের মহা-মোহময় কটাহ থেকে এদের সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'

জনশিক্ষার জটিল ও অতি-গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে এই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত অভিমত এবং অভ্রান্ত নির্দেশ।

তিনি বলতেন, জাতীয় স্বার্থের বিচারে জনশিক্ষার গুরুত্বও যেমন অপরিমেয় তার প্রতিকার ব্যবস্থার অবিলম্বতাও তেমনি অপরিহার্য।

সেজন্যই দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এদেশে জনশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল তাঁরই নির্দেশে এবং তাঁরই আশীর্বাদ-পুষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্তান, প্রখ্যাত সমাজ-সেবী স্বামী অখণ্ডানন্দকে কেন্দ্রস্বরূপ অবলম্বন করে।

সেটি সন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগের কথা। স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন পরিব্রাজকরূপে রাজপুতনার নানা অঞ্চলে পরিভ্রমণ রত। রমৃতা সাধুর সে পরিব্রজ্যার পথে দরিদ্রের চোখের জল আর বিকৃত শিক্ষার পুঞ্জীভূত অভিশাপ অকস্মাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন এক দুস্তর বাধার সৃষ্টি করেছিল। অলক্ষ্য দৈব-নির্দেশেই তিনি যেন অকস্মাৎ সেদিন অনুভব করেছিলেন যে—

'এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

তাই সেদিন, দ্বিধাগ্রস্থচিত্তে স্বামীজীকে তিনি পত্র দিয়েছিলেন। প্রার্থনা করেছিলেন নির্দেশ, ভিক্ষা চেয়েছিলেন তাঁর শুভ-আশীর্বাদ।

উত্তরে, সেদিন স্বামীজী যে বিচিত্র নির্দেশ দান করেছিলেন আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাঁর পত্রাবলীর পৃষ্ঠা থেকে সে নির্দেশের কতকাংশ আমরা উদ্ধৃত করছি—

'রাজপুতনার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব, পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করবে। কাজ করতে হবে। বসে বসে কাজ হয় না।......

খেতড়ি সহরে গরীব, নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্ম উপদেশ করবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ দেবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোন ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করতে না পার।

মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে যাও, উপদেশ দাও, লেখাপড়া শেখাও। কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এইসব কর্মের অনুষ্ঠান কর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে। নতুবা ভস্মে ঘৃতাহুতির মত সবই বৃথা হবে, নিষ্ফল হবে।······

আসলে দুইজনে মিলে রাজপুতনার পল্লীতে পল্লীতে, দীন-দুঃখীর ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংসাহারে লোকে বিরক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ মাংসাহার ত্যাগ কর, পরের উপকারের জন্য ঘাস খেয়ে জীবনধারণও শ্রেয়।

গৈরিকবাস ভোগের জন্য নয়। মহাকার্যের নিশান হচ্ছে গেরুয়া, কায়মনোবাক্যে 'জগদ্ধিতা'য় সকল স্বার্থমলিনতা বিসর্জন কর।—

পড়েছ,—'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব',—দরিদ্র, মূর্খ, অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত যারা তারাই তোমার দেবতা হোক। তাদেরই সেবা পরমধর্ম রূপে জ্ঞান কর।'

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,ভয় কি তোমার সাজে ?
দুঃখ ভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁর প্রেতভূমি চিতা মাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান. হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।'

এই সত্য, এই পথ, এই-ই অনুশাসন। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-শাসিত যুগে কর্মযোগের এই নবতম, বিচিত্রতম ব্যাখ্যা। এরই অনুসরণে, অটুট নিষ্ঠায়, আমরা যেন অগ্রসর হতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজীর নির্দেশ ছিল—

পথ যদি না পাও, তবে পথ তৈরী করে এগিয়ে চল। নিঃশঙ্কচিত্তে চল—যেমন সিংহ এগিয়ে চলে নিবিড় অরণ্য প্রদেশে, মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় অব্যাহত স্রোতে, যেমন জলে মগ্ন হয়েও অকলঙ্ক থাকে পদ্মের পাতা—তেমনিভাবে নির্ভয়ে চল, একাকী চল।

'Go forward without a path !
Even as the lion, not trembling at noises,
Even as the wind, not caught in a net,
Even as the lotus-leaf unstained by water,
Do thou wander alone, like the rhinoceros.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/443

মহা-আহ্বান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shr... Ashram
BANARAS

'Take me, O Mother, to those shores where
Strifes for ever cease ;
Beyond all sorrows, beyond tears, beyond
e'en earthly bliss ;
Whose glory neither sun, nor moon,
nor stars that twinkle bright,
Nor flash of lightning can express,
They but reflect its light.
Let never more delusive dreams veil off
Thy face from me.
My play is done, O Mother, break my chains
and make me free.'

: *Swami Vivekananda*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

.IBRARY
Ananda ... in
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

★ ছয় ★

মানুষ, মানুষ হোক—
এই ছিল একক কামনা,
নিত্যমুক্ত তোমার পরাণে—
হে মহাজীবন !
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে,
দ্বিধাহীন সত্য আবিষ্কারে ;—
হল তাহে মন্ত্রের স্ফুরণ
প্রেম, প্রেম-এই মাত্র ধন।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের পাঁচটি পর্যায়ে আমরা বিবৃত করেছি।

স্বামীজীর সংজ্ঞায় ও চিন্তায়—ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রায় একার্থবাচক ছিল, পরস্পরের পরিপূরক ছিল। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে নানা ক্ষেত্রে ও প্রসঙ্গে—শিক্ষার আদর্শ, পদ্ধতি ও উপাদান শত বিচিত্র বর্ণে ও ইঙ্গিতে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর পত্রাবলীর নানাস্থানেও শিক্ষা-সম্বন্ধে নানা অগ্নিগর্ভ নির্দেশ লিপিবদ্ধ আছে। শিক্ষার অবনতি ও বিকৃতি বিষয়েও তাঁর কঠিন মন্তব্যের অভাব নেই। সুতরাং কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে অথবা শিক্ষা-বিষয়ক দু'টি-চারটি ভাষণের সঙ্কলন সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তার সামগ্রিক পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান সম্ভব নয়। বর্তমান গ্রন্থখানি সেইহেতু, সর্বাবয়ব হয়নি, হতে পারেনি।

তথাপি, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার যে অতি-দ্রুত ও দূর-প্রসারী পরিবর্তন হচ্ছে, যে ব্যাপক বিস্তার ঘটছে—তার মধ্যে স্বামীজীর শিক্ষা-বিষয়ক মতামতের পর্যালোচনা নানা কারণে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই আমরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছি। আর করেছি বলেই, তাঁর পুণ্য জন্ম-শতবার্ষিকীর মহেন্দ্র-লগ্নে তদীয় শিক্ষাচিন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থাকারে গ্রথিত করতে আমরা চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য এই যে—

আজকের শিক্ষা-আদর্শের সঙ্গে স্বামীজী-প্রবর্তিত শিক্ষা-আদর্শের বিশদ তুলনা হোক। শিক্ষার যে লক্ষ্য তিনি নির্দেশ করেছিলেন, ভবিষ্যৎ-ভারতের যে সোনার-স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য ও স্বপ্নের বিচার হোক, মিল ও অমিলগুলি যাচাই করে দেখা হোক। কারণ, তার ফল সর্বভাবে শুভ হবে, কল্যাণপ্রসূ হবে সন্দেহ নাই।…

স্বামীজী স্বপ্ন দেখেছিলেন এক নব জাগ্রত ভারতবর্ষের। সে ভারতবর্ষের উদয়-দিগন্তে নূতন সূর্যের আবির্ভাব তখন সূচিত হচ্ছে মাত্র।

জবাকুসুম সঙ্কাশং সে আবির্ভাব, সর্বপাপঘ্ন ও মহাদ্যুতিময় তার প্রকাশ।

নির্মেঘ আকাশের দিগন্ত-লগ্নতায় তার বর্ণাভা বহু-বৈচিত্র্যে মুহুর্মুহুঃ প্রতিফলিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হতে সুরু করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবসন্ন তামসী অপসৃত হচ্ছে ধীরে ধীরে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ মহাতরঙ্গ উঠছে। বাতাসে নব-জাগরণের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন অনুভূত হচ্ছে। আগতপ্রায় প্রত্যূষের সে প্রসন্নতার পটভূমিতে এক নূতন মানবগোষ্ঠীর অভ্যুত্থান হচ্ছে ভারতবর্ষে।

ইসলাম ধর্মের দৃঢ়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধে তার দেহ গঠিত হচ্ছে, মস্তিষ্কে রয়েছে বৈদান্তিক ধর্মের সূক্ষ্ম ধারণ শক্তি, আর হৃদয়টি বৌদ্ধধর্মের সীমাহীন প্রেম ও সহানুভূতিতে সমৃদ্ধ ও কোমল।

সে মানবগোষ্ঠীর শিক্ষায় ও কর্মে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক তত্ত্বের শোভন সমন্বয় হচ্ছে। ত্যাগের আদর্শে তার ভোগজীবন নিয়ন্ত্রিত। কর্মমুখর তার ধর্ম, ধর্মাশ্রিত তার কর্ম।

'ধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ স্যাৎ, তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।' সে মানবগোষ্ঠী এ আদর্শেরই জীবন্ত ও জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরূপ।······

আরও দেখেছিলেন,—সে ভারতবর্ষের জাতীয় বীক্ষণাগারে ধর্ম ও বাস্তবতার, কর্ম ও ভক্তির এক সুন্দর সামঞ্জস্য সাধিত হচ্ছে। আধ্যাত্মিকতার জারকরসে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ মানব-কল্যাণের উপযোগী হয়ে উঠছে। সর্ব কার্যে সত্যেরই জয় বিঘোষিত হচ্ছে। জাতীয় পতাকায় উৎকলিত হচ্ছে এই মন্ত্র···

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্,
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।······

* * *

আজ শতাব্দীর শেষে তাঁর সেই অভিনব স্বপ্নের বিচিত্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিমা সমগ্র দেশে অকল্পিত প্রভাব বিস্তার করছে দৃশ্য ও অদৃশ্য পথে। অভাবিত উদ্দীপনা জাগ্রত করছে নানাভাবে, নানা সাধনায়।…

আমরা তাঁর দেশের সন্তান, তাঁর অলৌকিক তপস্যা ও সিদ্ধির উত্তরাধিকারী। আমাদের উপর তাঁর অনন্ত আশা, অফুরন্ত ভরসা।

'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'—আত্মোৎসর্গ করবার জন্য তাঁর যে উদাত্ত, মহা-আহ্বান, কালের কুজ্ঝটি ভেদ করে আজও যার শব্দ-তরঙ্গ নিরন্তর শব্দিত হচ্ছে আকাশে, সে আমাদেরই উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল।

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে যাও, কুটিরে কুটিরে যাও। বক্ষের পঞ্জর দিয়ে শিক্ষার দীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত কর। হাতে নাও সেই দীপশিখা, শ্বাসে শ্বাসে জপকর বেদান্তের অভীঃমন্ত্র। তারপর যাও, নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হও। এ চলমান শ্মশানের মহা-ঊষরতায় নবজীবনের বীজ বপন কর। ঐকান্তিক সেবার রস-সিঞ্চনে সে বীজ থেকে ঊর্দ্ধশীর্ষ অঙ্কুর অবশ্য উদ্গত হবে। ভয় কি? ভয় কিসে?

কত জীবনতো এম্নিতেও ব্যর্থ হয়ে যায়। এবারের একটা জীবন না হয় দেশের জন্য, দরিদ্রনারায়ণ-সেবার জন্য উৎসর্গীত হল।

'সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো, বিনাশে নিয়তে সতি।'…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস কর, আমাদের হৃদয় ক্ষরিত রক্তবিন্দু থেকে অদূর ভবিষ্যতে মহা মহা কর্মীর উদ্ভব হবে।·· আর নষ্ট করবার সময় কোথায় ?

যদি ভাল চাও ত ঘণ্টা ফণ্টাগুলো গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের—মানুষ দেহধারী ভগবানের পূজা করগে—বিরাট আর স্বরাট।

বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজা মানে, তার সেবা—এর নাম কর্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ।······

মুক্তি! কিসের মুক্তি ?···
'ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি ?'

নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক। সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও। কোন চিন্তা রেখো না ; নরক স্বর্গ, ভক্তি বা মুক্তি, সব তুচ্ছ, সব don't care.

পরের যাতে ভাল হয়, পরের যাতে মুক্তি হয়, কল্যাণ হয় —তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।

ঠাকুর যেমন আমাকে ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।

এই ক'টি কথা মনে রেখো ···

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No............
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত ; তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।...আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও।...মনে রেখো—মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষ ভেদ নেই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী, উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।

ছেলেখেলার কাজ নেই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাৎ হও এই বেলা। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই।.. ছড়াও, ছড়াও। আগুনের মত যাও সব জায়গায়।

কোন প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার,
কাজ কর, ক'রে মর—এই হয় সার।...

সাহস অবলম্বন কর। দরিদ্র, দুঃখী ও পদানতদিগকে ভালবাস —ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।......

আবার তাঁর নিজস্ব ভাষায় বলি, তোরা এই সময় কোমর বেঁধে লেগে যা।...তোদের এখন কাজ হচ্ছে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতির কথা বুঝিয়ে দেওয়া আর বলা—

'ভাই সব, ওঠ জাগ, আর কতদিন, কতকাল ঘুমিয়ে কাটাবে ? তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগিয়ে তোল।'......'ফেলে দে ধ্যান, ফেলে দে মুক্তি ফুক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা। দেখছিস না—নিবেদিতা ইংরাজের মেয়ে হয়েও তোদের সেবা করতে শিখেছে? আর তোরা নিজের দেশের লোকের জন্য তা করতে পারবিনি? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরেই যাবি।......একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল।...এইভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। লেগে যা, লেগে যা। দেরী করিসনি, মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আস্‌ছে।'

'Remember! the message of India is always,—Not the Soul for Nature, but Nature for the Soul!......'

* * *

এই ঐকান্তিক মহা-নির্দেশ, জনসেবার, দরিদ্রনারায়ণ সেবার এই মহাদায় আজ আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে।—

তাঁর জন্ম শত-বার্ষিকীর শুভলগ্নে সে গুরুদায়িত্বের স্বরূপটি যথাযথ উপলব্ধি করাই আমাদের মুখ্য কর্তব্য হবে, আর তার সার্থক উদ্‌যাপনের জন্য কার্যকরী পন্থা নির্ধারণই হবে উৎসবসূচীর প্রথম বিষয়, প্রধান আইটেম্‌। অন্ততঃ তাই হওয়া সঙ্গত।

* * *

একদিন এই তপোবৃদ্ধ ভারতভূমির তপস্যাদীপ্তি পৃথিবীর দূর দিগন্ত-সীমানা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তার আধ্যাত্মিক আবিষ্কারের অমৃতমন্ত্র মানবগোষ্ঠীর নানা শাখা, নিজ নিজ জীবন দর্শনের মূল উপাদানরূপে গ্রহণ করেছিল। তারপর দুর্যোগের ঘন তমিস্রা তার ভাগ্যাকাশকে আবৃত করেছিল দীর্ঘকালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

জন্য। বহুযুগ, মন্বন্তর পরিব্যাপ্ত সে-কাল। নিরন্ধ্র, কুয়াসায় ঢাকা গুমোটবদ্ধ সে দিনগুলি।

কিন্তু তাদেরই গোধূলি-লগ্নে আবির্ভূত হয়েও এই দেশটিকে নিয়ে স্বামীজীর কত গর্ব ছিল, কত আশা ছিল। অন্তরভরা দূর-বিসর্পিত কত স্বপ্ন ছিল।…

প্রথম জীবনে ভারতের আধ্যাত্মিক প্রভা মলিন হয়েছে বলে, তার ধর্মসাধনার গভীর স্রোত শুষ্ক হয়েছে ভেবে তাঁর মনে যে তীব্র বেদনা ছিল, যে গভীর ক্ষোভ জাগ্রত হয়েছিল—উত্তর জীবনে কী নিবিড় দুঃখের সঙ্গে, কি অবিমিশ্র অনুশোচনার সঙ্গে জন্মভূমির কাছে সেজন্য তিনি পুনঃ পুনঃ মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন। বলেছিলেন,—ভুল, আমারই ভুল! আমি বুঝতে পারিনি। আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মহিমা উপলব্ধি করতে পারিনি।…

কিন্তু ভারতবর্ষ?

ভারতবর্ষ চলেছে। তার চিরন্তন গতিপথে নীরব-নিষ্ঠায় অবিশ্রান্ত সে চলেছে—চলেছে, আর আমি? আমি বিমুগ্ধ নয়নে সে অব্যাহত শোভাযাত্রা দেখছি।……

'I stand in awe before the unbroken procession of scores of shining centuries with here and there a dim link in the chain, only to flare up with added brilliance in the next, and she is walking with her own majestic steps—my motherland, to fulfil her glorious destiny, which no power on earth or heaven can check—the regeneration of man the brute into man the God'…

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু রণদামামার দুন্দুভি নিনাদের মধ্যদিয়ে সে-কাজ সম্পন্ন করতে সে কখনো অগ্রসর হয়নি। নিজ গৌরবের ঢক্কা-নিনাদ করবার হীনবুদ্ধি কখনো তার পরিচ্ছন্ন মানস ক্ষেত্রটিকে আবৃত করেনি। অথচ, হেমন্তের স্নিগ্ধ শিশিরবিন্দু যেমন রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে, ফোঁটায় ফোঁটায় ক্ষরিত হয় ধরিত্রীর বুকে, তেমনি তার প্রভাবও 'জগতের চৈতন্য ক্ষেত্রে অদৃশ্য প্রবাহে ব্যাপ্ত হয়েছে স্মরণাতীতকাল থেকে। ফলে অজস্র পুষ্পে, পল্লব শোভান্বিত হয়েছে মানব সভ্যতা, পূর্ণ হয়েছে মানব-সংস্কৃতি।

'Her (India's) work is spiritual and that cannot be done with blasts of war-trumpets or the march of cohorts. ···Her influence has always fallen upon the world like that of the gentle dew, unheard and scarcely marked, yet bringing into bloom the fairest flowers of the earth.'

প্রত্যুত, যে অশরীরী প্রগতির বাণী সভ্যতার স্বর্ণাভ ঊষায় অনবদ্য ছন্দ-গাথার অবাচ্য সৌন্দর্য ও মহিমার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ প্রথম প্রকাশ করেছিল, যে সুগভীর স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আনন্দোপলব্ধির ভিতর দিয়ে জীবনের চরম সার্থকতা ও পূর্ণতা লাভের নিগূঢ় কৌশলটি সে ব্যক্ত করেছিল সেই স্মরণাতীত কালে,

পুষ্পিনৌ চরতো জঙ্ঘে ভুষ্ণুরাত্মা ফলগ্রাহি,
শেরোঽস্য সর্ব পাপমানঃ শ্রমেন প্রপথে হতাঃ।
চরৈবেতি চরৈবেতি।······

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে চলে, দেহের দিক থেকেও তার বিচিত্র শোভা পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত হয়। তারপর চলার শ্রমে মুক্তিপথে পাপগুলি আপনি অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়ে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।......

চরণ বৈ মধুবিন্দতি চরণ স্বাদু মৃদুস্বরং,
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ।

চরৈবেতি, চরৈবেতি।...

চলাই হল অমৃতত্ব লাভ, চলাই তার মধুময় স্বাদুফল। এই সূর্য অনাদিকাল থেকে চলেছে, একদিন থামেনি, একদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেনি। তাইতো এত আলো, এত ঔজ্জ্বল্যের সমারোহ।...

অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

সেই শাশ্বত মহাবাণীর সু-গম্ভীর প্রতিধ্বনি ধর্মের ও শিক্ষার ডাইনামিক্ রূপটির ভিতর দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে এ-যুগেও নবভাবে রূপায়িত। জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক—বিশ্বের শিক্ষাচিন্তা ও সংস্কৃতিধারা বহু ঘাত-প্রতিঘাতের অনিবার্যতায় তারই নির্দেশে নিজ গতিপথ নিয়মিত করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রাণসম্পদে ভরপূর সে যুগ্ম-জীবনের তপস্যালব্ধ বাণী পূর্ব-গোলার্ধের এক প্রান্তসীমা থেকে পশ্চিম গোলার্ধের অপর প্রান্তসীমা পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ মানবচেতনার মূল উৎসটিকে প্রভাবিত করবার মহতী প্রয়াসে ক্রিয়াশীল।......

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধন্য সেই মহাদেশ, যেথায় স্বামী বিবেকানন্দের মত এক অনন্য মহাজীবনের আবির্ভাব হয়েছিল। ধন্য সেই মানবগোষ্ঠী যারা তাঁর সঙ্গে একই কালে এ-পৃথিবীতে বাস করবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল। আর ধন্য, শতবার ধন্য সেই মুষ্টিমেয় নরনারী—যাঁরা সেই বিরাট পুরুষের পদপ্রান্তে উপবেশন করবার দুর্লভ অধিকার পেয়েছিলেন।

'Blessed is the country in which he was born, blessed are they who lived in this earth at the same time and blessed, thrice blessed are the few who sat at his feet'...

এই সত্য, এই কৃতার্থতার বোধই জাতির অক্ষয় সম্পদ! আমরা, যারা সাধারণ মানুষ, মাটির একেবারে কাছাকাছি যারা বাস করি, সুখ-দুঃখের প্রতিটি সংঘাতে ক্ষুব্ধ হই, বিচলিত হই—তাদের পক্ষে এই কৃতকৃত্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতিই একমাত্র পন্থা। এরই মধ্যে কর্ম-সাফল্যের মহামন্ত্র নিহিত রয়েছে। ক্ষুদ্রতা থেকে বৃহত্বে যাবার, হীনতা থেকে মহত্বে উত্তীর্ণ হবার নিগূঢ় কৌশলটি লুক্কায়িত আছে।

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের সীমাহীন, অক্ষয় অবদানস্মৃতি আমাদের ধ্যানে ও চিন্তায় আমরা যেন বহন করি, কর্মে ও প্রয়াসে সর্বান্তঃকরণে যেন রূপায়িত করি। যেন অবহিতচিত্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনন করি কবি-কণ্ঠের এই সাবধান-বাণী :

‘দুঃখে তাপে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারম্বার কেঁপে—
যারা অন্যমনা, তারা শোন ;
আপনারে ভুলোনা কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদের নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপরাধে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো,
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।’

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/443

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/443

3/443

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ARY

...hram

BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi